বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
web : www.rashtriyakhabar.com
Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 03 Vol >>220 >>10 Joystha 1430 >>
epaper.rashtriyakhabar.com
পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৩ অংক >> ২২০ >> << ১০ই, জ্যৈষ্ঠ ১৪৩০>>

কাশ্মীরে জি২০ বৈঠক বয়কট করল চারটি দেশ

কলকাতা : চীন আগেই জানিয়েছিল, পরে সৌদি আরব, তুরস্ক এবং মিশরও কাশ্মীরে জি২০র বৈঠক বয়কট করেছে। যা নিয়ে নতুন বিতর্ক শুরু হয়েছে।

ভারত এবছর জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের প্রেসিডেন্ট। সেই উপলক্ষে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শুরু হয়েছে জি২০ প্রস্তুতি বৈঠক। জি২০র অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রতিনিধিরা তাতে অংশ নিচ্ছেন। সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্বনেতারা বৈঠকে যোগ দিতে ভারতে আসবেন। কিন্তু তার আগেই তৈরি হলো নতুন বিতর্ক। কাশ্মীরে আয়োজিত বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করেছে মোট চারটি দেশ।

চীন আগেই জানিয়েছিল কাশ্মীরে আয়োজিত কোনো বৈঠকে তারা অংশ নেবে না। শেষ মুহূর্তে নিজেদের প্রতিনিধি সরিয়ে নেয় তারা। এর আগে অরুণাচলের বৈঠকে যোগ দেওয়া নিয়েও আপত্তি জানিয়েছিল চীন। এরপর একে একে আরো তিনটি দেশ কাশ্মীরের বৈঠকে যোগ দিতে অস্বীকার করে।

২২ থেকে ২৪ মে পর্যন্ত জি২০ প্রস্তুতি বৈঠকের আয়োজন হয় কাশ্মীরের শ্রীনগরে। চীনের পর তুরস্ক জানায় তারা এই বৈঠকে যোগ দেবে না। এরপর সৌদি আরব এবং মিশরও কাশ্মীরের সম্মেলনে যোগ দিতে অস্বীকার করে। এবিষয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রশ্ন করা হলে ভারতীয় প্রতিনিধি মেজাজ হারান বলেও অভিযোগ উঠেছে। এক ফরাসি সাংবাদিক এবিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন বলে জানা গেছে।

মূলত পর্যটন নিয়েই বৈঠক হয়েছে শ্রীনগরে। শেষপর্যন্ত ১৬টি দেশের ৬০ জন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দেন। চারটি দেশের একজন প্রতিনিধিও অংশ নেননি।

এদিকে কাশ্মীরে জি২০ সম্মেলন আয়োজন নিয়ে আরো নানা প্রতিকূলতা তৈরি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে স্থির হয়েছিল, গুলমার্গেও বৈঠকের আয়োজন হবে। শ্রীনগর থেকে গুলমার্গের দূরত্ব ৭০ কিলোমিটারের আশপাশে। পাহাড়ঘেরা গুলমার্গেরআয়োজনস্থল শেষমুহূর্তে বাতিল করা হয়। প্রকাশ্যে না বললেও, সূত্র জানাচ্ছে, নিরাপত্তাজনিত কারণেই ওই জায়গা বাতিল করা হয়েছে। সমস্ত বৈঠকই শ্রীনগরে হয়েছে।

আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের একটি অংশ প্রশ্ন তুলেছে, সেপ্টেম্বরে বিশ্বনেতাদের উপস্থিতিতেও কি কাশ্মীর বিতর্ক সামনে এসে পড়বে?

স্পেনে নির্বাচন ঘিরে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৯

মরক্কো : উত্তর আফ্রিকার দেশ মরক্কোর সঙ্গে স্থল সীমান্ত থাকা স্পেনের ছিটমহল মেলিয়ায় নির্বাচন ঘিরে জালিয়াতির অভিযোগে পুলিশ নয়জনকে গ্রেপ্তার করেছে। আগামী রোববার স্পেনের কয়েকটি এলাকা ও সব পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

১৪৯৭ সালে মেলিয়া জয় করে স্পেন। তবে মরক্কো এখনও ঐ এলাকা তাদের বলে দাবি করে। মেলিয়ার বাসিন্দা প্রায় ৮৫ হাজার। মেলিয়ায় সম্প্রতি চিঠির মাধ্যমে ভোট দেয়ার আবেদন করেন প্রায় ১২ হাজার ভোটার, যা মোট ভোটারের প্রায় ২১ শতাংশ। এই সংখ্যা স্পেনে চিঠির মাধ্যমে ভোট দিতে চাওয়ার গড়ের সাত গুন। এই অবস্থায় মেলিয়ায় চিঠির মাধ্যমে ভোট দেয়ার পদ্ধতিতে পরিবর্তন আনা হয়। এর মাধ্যমে ভোট দেয়ার পর ডাকঘরে চিঠি ফেলার সময় ভোটারদের পরিচয়পত্র দেখানো বাধ্যতামূলক করা হয়।

এছাড়া মুখোশ পরা মানুষদের দ্বারা কয়েকটি ডাকাতির ঘটনার পর মেলিয়ায় নির্বাচনের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের পুলিশি নিরাপত্তা দেয়া হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে রবি ও সোমবার মেলিয়ার ১০টি স্থানে অভিযান চালায় পুলিশ। এর মধ্যে মেলিয়া শহর পরিচালনায় থাকা জোট সরকারের অংশ কোয়ালিশন ফর মেলিয়া বা সিপিএম পার্টির সদরদপ্তরও রয়েছে বলে জানিয়েছেন দলটির এক মুখপাত্র। তিনি একে 'গণতন্ত্রের উপর হামলা' বলে আখ্যায়িত করেন। তবে স্পেন সরকারের মুখপাত্র ইসাবেল রড্রিগেজ বলছেন, পুলিশি অভিযান প্রমাণ করছে যে নির্বাচনি প্রক্রিয়ায় সমস্যা ঠিক করতে 'আইনের শাসন কাজ করছে'। সোমবার প্রকাশিত এক জনমত জরিপে দেখা যাচ্ছে সিপিএম ৩৯.৪ শতাংশ ভোট পাবে। সেই হিসেবে স্পেনের প্রধান বিরোধী দল পিপলস পার্টির চেয়ে অনেক এগিয়ে আছে তারা। ১৯৯৫ সালে স্পেনের সোশ্যালিস্ট পার্টি থেকে আলাদা হয়ে সিপিএম পার্টি গঠিত হয়। এর প্রধান মুস্তফা আবারচান ১৯৯৯ সাল থেকে দুই বছর পর্যন্ত মেলিয়ার মেয়র প্রেসিডেন্ট ছিলেন। ২০০৮ সালে আবারচানকে ভোটের বিনিময়ে চাকরির অঙ্গীকার করার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছিল।

সুদানের জন্য অ্যামেরিকার সাহায্য ঘোষণা

নিউ ইয়র্ক : মঙ্গলবার সুদানে যুদ্ধ পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। দ্রুত সাহায্য প্রয়োজন বহু মানুষের। সোমবার যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে সই করেছিল সুদানের যুযুধান দুই পক্ষ। মঙ্গলবার তা অমান্য করেই দুপুর পর্যন্ত তারা লড়াই চালিয়ে গেছে। তবে বিকেলের পর থেকে ধীরে ধীরে লড়াইয়ের তীব্রতা কমেছে। আকাশে এখনো যুদ্ধবিমান ঘুরছে। মাঝে মধ্যে দু একটি মর্টারের শব্দও পাওয়া যাচ্ছে। তবে আগের চেয়ে তা অনেক কম। এই পরিস্থিতির মধ্যেই দ্রুত বেসামরিক মানুষের কাছে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া প্রয়োজন বলে মনে করছে মানবাধিকার সংস্থাগুলি।

মঙ্গলবার অ্যামেরিকা সুদানের জন্য ২৪৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সাহায্য ঘোষণা করেছে। অ্যামেরিকা জানিয়েছে, এই অর্থ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে, যারা অ্যামেরিকার সঙ্গে কাজ করে। প্রায় দশ লাখ মানুষ সুদানে যুদ্ধের জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। লাখ লাখ মানুষ ঘরছাড়া। তাদের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এদিকে মার্কিন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিংকেন জানিয়েছেন, সামরিক বাহিনীর প্রধান এবং বিদ্রোহী প্যারামিলিটারির প্রধানকে জানানো হয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করলে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হবে।

রেডক্রস জানিয়েছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর বহু মানুষ ঘর হারিয়ে পার্শ্ববর্তী চাঁদের জঙ্গলে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন। কিছুদিনের মধ্যেই সেই জঙ্গলে বৃষ্টি শুরু হবে। আর তা শুরু হলে জঙ্গলের ওই জায়গা যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। না খেতে পেয়ে মৃত্যু হবে অসংখ্য মানুষের। ফলে দ্রুত তাদের কাছে পৌঁছানো প্রয়োজন বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সুদানের প্যারামিলিটারি প্রধান জেনারেল মোহামেদ হামদান দাগালো সেনা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। তার সেনার সঙ্গে লড়াই হচ্ছে দেশের সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাতাহ বুরহানের। কোনো অংশই যুদ্ধ থামাতে রাজি নয়। দাগালো জানিয়েছেন, দেশের ক্ষমতা হাতে না পাওয়া পর্যন্ত তিনি লড়াই চালিয়ে যাবেন। এরইমধ্যে রোববার সৌদি আরব এবং অ্যামেরিকার মধ্যস্থতায় লিখিত যুদ্ধবিরতি চুক্তি হয়েছে দুই দেশের। দুই তরফই সাতদিন যুদ্ধবিরতি মেনে নিয়েছে।

হস্তক্ষেপ

জার্মানি ওই দুই সাংবাদিককে হেনস্থা করেছে

তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে তলব জার্মানির

বার্লিন : জার্মানি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করছে, এমনই অভিযোগ তুরস্কের। তারই জেরে তাদের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়েছে জার্মানি।

ঘটনার সূত্রপাত গত সপ্তাহে। তুরস্ক জার্মানির রাষ্ট্রদূতকে তাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠায়। অভিযোগ, ফ্রাঙ্কফুর্টে তুরস্কের দুই সাংবাদিককে অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে। ওই দুই সাংবাদিক তুরস্কের পত্রিকা সাবাহ'র সঙ্গে যুক্ত এবং তারা ওই পত্রিকার জার্মান দপ্তরের কাজ করেন।

তুরস্কের দাবি, এই কাজ করে জার্মানি সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছে। সাংবাদিককে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছে। সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধ করার চেষ্টা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই তুরস্কের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে জার্মানি। এবং সে কারণেই মঙ্গলবার তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠিয়েছে জার্মানি। জার্মান প্রশাসনের বক্তব্য, তুরস্কের দুই সাংবাদিককে গ্রেপ্তার করা হয়নি। তবে তাদের আটক করা হয়েছিল। আটকের কারণ সংবাদ নয়, ওই দুই সাংবাদিকের পরিচয়পত্রে ভ্রান্তি আছে বলেই তাদের ডেকে পাঠানো হয়েছিল। কোনোভাবেই তাদের হেনস্থা করা হয়নি বলে জার্মান প্রশাসন জানিয়েছে। কিন্তু তুরস্ক একথা মানতে নারাজ। তাদের বক্তব্য, জার্মানি ওই দুই সাংবাদিককে হেনস্থা করেছে। এদিকে ওই দুই সাংবাদিক যে পত্রিকার সঙ্গে কাজ করেন, তা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এর্দোয়ানের পরিবারের সঙ্গে যুক্ত। নির্বাচনের সময় সে জন্যই বিষয়টি নিয়ে তুরস্ক এত উত্তেজিত বলে জার্মান বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য।

পুটিনের ছিদ্র নেই, বললেন জার্মানির গোয়েন্দা প্রধান

বার্লিন : জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডির প্রধান ব্রুনো কাল সোমবার বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার সমাজে বিতর্ক হলেও সেটি পুটিন সরকারের জন্য কোনো হুমকি নয়। যুদ্ধের জন্য রাশিয়ার যথেষ্ট জনবল ও অস্ত্র আছে বলেও জানান তিনি। ব্রুনো কাল বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুটিনের শাসনামল দুর্বল হয়ে পড়ার কোনো লক্ষণ তিনি দেখছেন না। ''আমরা পুটিনের ব্যবস্থায় কোনো ফাটল দেখছি না,'' বার্লিনে ফেডারেল অ্যাকাডেমি ফর সিকিউরিটি পলিসির এক অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন। জার্মানির গোয়েন্দা প্রধান বলেন, যুদ্ধের ব্যবস্থাপনা নিয়ে সাধারণ মানুষ যে সমালোচনা করছে সেটি রাশিয়ার সমাজে নিয়মিত হওয়া বিবাদের মতো। এবং এটি পুটিনের শাসনামলের জন্য হুমকিস্বরূপ নয়। নতুন নিয়োগ পাওয়া রুশ সৈন্যদের কথা উল্লেখ করে কাল বলেন, ''রাশিয়া এখনও দীর্ঘমেয়াদে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম।'' রাশিয়ার যথেষ্ট অস্ত্রও আছে বলে জানান তিনি। তবে সামরিক বাহিনীর দক্ষতাসহ কিছু বিষয়ে রাশিয়ার দুর্বলতা আছে বলেও মন্তব্য করেন জার্মানির গোয়েন্দা প্রধান। জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডির প্রধান ব্রুনো কাল সোমবার বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার সমাজে বিতর্ক হলেও সেটি পুটিন সরকারের জন্য কোনো হুমকি নয়জার্মানির গোয়েন্দা সংস্থা বিএনডির প্রধান ব্রুনো কাল সোমবার বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে রাশিয়ার সমাজে বিতর্ক হলেও সেটি পুটিন সরকারের জন্য কোনো হুমকি নয়, রাশিয়া যে ইউক্রেনে হামলা চালাবে সেই তথ্য বিএনডির আগেই মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা জানতো বলে বিএনডির সমালোচনা করা হয়। তবে জার্মানির গোয়েন্দা প্রধান এই সমালোচনা প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রায় ১৪ দিন আগে বিএনডি তথ্যটি জানতো বলে জানান তিনি। কাল বলেন, মার্কিন ও ব্রিটিশ গোয়েন্দারা তাদের পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে যুদ্ধের সম্ভাবনা সম্পর্কে পূর্বাভাস দিয়েছিল।

ক্যামেরুনে অপহৃত ৩০ নারী

ক্যামেরুন : বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী ওই নারীদের অপহরণ করেছে বলে ক্যামেরুনের প্রশাসন জানিয়েছে। এখনো তাদের কোনো খোঁজ মেলেনি। ক্যামেরুন এবং নাইজেরিয়ার সীমান্ত অঞ্চলে এই ঘটনা ঘটেছে বলে জানা গেছে। অন্তত ৩০ জন নারীকে তুলে নিয়ে গেছে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। অভিযোগ, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ফরমান পালন করেননি ওই নারীরা। তাই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে। বস্তুত, বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী স্বীকারও করে নিয়েছে যে, কয়েকজন নারীকে তারা অপহরণ করেছে। প্রশাসনের সূত্র জানিয়েছে, বন্দুক এবং লাঠিজাতীয় জিনিস দিয়ে ওই নারীদের আঘাতও করা হয়েছে। ক্যামেরুন নাইজেরিয়া সীমান্তে ইংরেজি বলা বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী অত্যন্ত শক্তিশালী। বাকি ক্যামেরুন থেকে তারা নিজেদের আলাদা করতে চায়। কারণ বাকি ক্যামেরুন দীর্ঘদিন ফরাসি উপনিবেশ থাকার কারণে ফরাসি ভাষায় কথা বলে। অভিযোগ, এই বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠী সীমান্ত অঞ্চলে বিশেষ কয়েকটি কর বসিয়েছে। কেউ বিয়ে করলে, বাচ্চা হলে তাদের কর দিতে হয়। শুধু তাই নয়, কেউ মারা গেলে কবর দেওয়ার জন্যও তাদের এক হাজার ডলার কর দিতে হয়। ওই নারীরা কর দিতে অস্বীকার করেছিলেন বলেই তাদের অপহরণ করা হয়েছে বলে প্রশাসনের দাবি।

বাজার দর

SENSEX : 61773.78 -208.01

NIFTY : 18285.40 -62.60

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
38.00 °C	23.00 °C

সূর্যাস্ত (আজ) >> 18.27 টা

সূর্যোদয় (কাল) >> 05.03 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী) 58,650 টাকা./10 গ্রাম

সোনা (ক্রয়) 61,580 টাকা./10 গ্রাম

রুপা >> 83,700 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

কলকাতায় মমতা কেজরিওয়াল বৈঠক

কলকাতা : ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের আগে এই বৈঠক রাজনৈতিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। সোমবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের সঙ্গে দিল্লিতে বৈঠক করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বৈঠক করবেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতায় পৌঁছাবেন তিনি। বেলা আড়াইটে নাগাদ নবান্নে মমতা কেজরিওয়াল বৈঠক হওয়ার কথা। কলকাতা থেকে মহারাষ্ট্রে যাবেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে শিবসেনার নেতা উদ্ধব ঠাকরে এবং এনসিপি নেতা শরদ পওয়ারের সঙ্গে বৈঠক করবেন তিনি। কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, অবিজেপি রাজ্যগুলিতে ঘুরে ঘুরে বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন তিনি। তবে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে বসবেন কি না, তা এখনো স্পষ্ট করেননি কেজরিওয়াল। সম্প্রতি একটি অধ্যাদেশ অর্ডিন্যান্স বা বিল জারি করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ওই বিলের জেরে দিল্লির লেফটন্যান্ট জেনারেলের ক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। যদিও এর আগে দিল্লির আমলাদের বিষয়ে সুপ্রিম কোর্ট একটি স্পষ্ট রায় দিয়েছিল। যাতে বলা হয়েছিল, আমলাদের নিয়ন্ত্রণ করবে দিল্লির সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার নয়। কেজরিওয়ালের অভিযোগ, সম্প্রতি যে বিলটি আনা হয়েছে, তা ওই রায়ের পরিপন্থী। এর ফলে লেফটন্যান্ট গভর্নরের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার দিল্লির প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করতে পারবে। এই বিষয়টি নিয়ে রাজনৈতিক আলোড়ন তোলার জন্য বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের শরণাপন্ন হচ্ছেন কেজরিওয়াল। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের বক্তব্য, সাম্প্রতিক সমস্যাকে সামনে রেখে কেজরিওয়াল একটি বৃহত্তর বিজেপিবিরোধী জোট তৈরির রাস্তা তৈরি করছেন। এবং সে কারণেই নিজে সমস্ত মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। কেজরিওয়ালের পরিকল্পনায় কংগ্রেস আছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। অকংগ্রেস, অবিজেপি বিরোধী জোট তৈরির কথা এর আগেও তিনি বলেছেন। এর আগে একাধিকবার বিজেপিবিরোধী জোট তৈরির চেষ্টা হয়েছে। মমতা একাধিকবার তার চেষ্টা করেছেন। গত রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় মমতা এমনই পদক্ষেপ নিয়েছিলেন। কিন্তু কেজরিওয়াল তাতে সাড়া দেননি। সম্প্রতি মমতা কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা বলেছেন। তার ঠিক পরেই কেজরিওয়ালের এই সফর রাজনৈতিকভাবে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাইয়ের তিরস্কারে ক্ষুব্ধ হয়ে মহানন্দা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছে নাবালিকা

শিলিগুড়িঃ মুরালিগঞ্জে মহানন্দা নদীতে ঝাঁপ দিয়ে আত্মঘাতী এক নাবালক। এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়াল গোটা এলাকায়। মৃত নাবাকলের নাম রুপম রায়(১৭)। সে বিধাননগরের রামকৃষ্ণ পল্লি এলাকার বাসিন্দা। এই বছর উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে। জানা গিয়েছে যে রবিবার রাতে ওই নাবালকের বড় দাদা বকুনি দেয় তার কারণ রাতে দেরি করে বাড়িতে ডোকে। এরপর সে বাইরে বের হয়। এবং কিছুক্ষণ বাদে ওই নাবালক তার দাদাকে ফোন করে বলেন যে সে আর বাড়ি ফিরবে না মার খেয়াল রেখো। এরপরেই মহানন্দা নদীতে ঝাঁপ দেয়। তখনই ওই নাবালকের দাদা সাথে সাথে মহানন্দা নদীতে আসে লক্ষ করেন যে তার ভাইয়ের ফোন ও জুতো রাখা আছে ভাই নেই। তরীঘরী বিধাননগর থানায় জানায় ওই নাবালকের পরিবার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় বিধাননগর থানার পুলিশ। রাতভর তল্লাশি চালায় কিন্তু কোন খোঁজ পায়নি পুলিশ। এদিন সকাল থেকে বিপর্যয় মোকাবিলা দল মহানন্দা নদীতে তল্লাশি শুরু করে নাবালকের দেহ উদ্ধার করে।

শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ে পড়ে বিশাল আম গাছ

শিলিগুড়ি ঃসোমবার আচমকা য়ে শিলিগুড়ি কোর্ট মোড়ের সামনের রাস্তার ওপরে থাকা একটি কাজ হঠাৎই ভেঙে পড়ে পথ চলতি কিছু গাড়ির ওপর। পাশাপাশি বিপদজনকভাবে ইলেকট্রিক তারের ওপরে ঝুলে থাকে গাছের কিছুটা অংশ। ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। কোন দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে স্থানীয় ব্যবসায়ীরাই পথ চলতি সাধারণ মানুষকে সতর্ক করেন এবং খবর দেওয়া হয় শিলিগুড়ি থানায় দমকল বিভাগ এবং বিদ্যুৎ বিভাগকে। এই ঘটনার জন্য বেশ কিছুক্ষণ ওই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পুরো কর্মীরা পৌঁছে গাছ কাটার কাজ শুরু করেন।

রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ,ভোট বয়কটের ডাক

হরিশ্চন্দ্রপুর ঃ 'NO ROAD,NO VOTE 'শ্লোগান তুলে বেহাল রাস্তা সংস্কার ও পরিশ্রুত জলও জলের দাবিতে জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভে শামিল হলেন গ্রামবাসীরা।রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী তজমুল হোসেনকে এলাকা থেকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বার করে দেওয়ার হুঙ্কার দিলেন বিক্ষোভকারীরা।সোমবার সকাল দশটা নাগাদ হরিশ্চন্দ্রপুর১ নং ব্লকের ভিঙ্গোল গ্রাম পঞ্চায়েতের লক্ষণপুর বাস স্ট্যান্ডে মালদহের চাঁচল গামী ৮১ নং জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখালেন তুলসীহাটা,ভিঙ্গোল ও রশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩০ টি বুথের প্রায় পাঁচ শতাধিক মানুষ।এদিন পথ অবরোধের জেরে কয়েক ঘণ্টা হরিশ্চন্দ্রপুর চাঁচল রুটে যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়।শেষ পর্যন্ত হরিশ্চন্দ্রপুর থানার পুলিশ প্রশাসন ও বিডিও অনির্বাণ বসুর আশ্বাসে পথ অবরোধ তুলে নেন বিক্ষোভকারীরা।

গ্রামবাসীদের অভিযোগ, তুলসীহাটা, ভিঙ্গোল ওরশিদাবাদ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন গ্রামে প্রায় ১৫ কিলোমিটার রাস্তা এক দশক ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে আছে।স্থানীয় নেতা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার দাবি জানিয়েও কাজ হয়নি।এই বেহাল রাস্তাগুলোর জন্য সমস্যায় পড়েন নিত্য যাত্রী থেকে শুরু করে পড়ুয়ারা।লক্ষনপুর বাস স্ট্যান্ড থেকে পাড়ো ক্লাব পর্যন্ত ২কিলোমিটার রাস্তা,আবার লক্ষনপুর প্রাইমারী স্কুল থেকে কোনার মীর সারজেন গোডাউন পর্যন্ত ২কিলোমিটার রাস্তা,ঝিকোডাঙ্গা জাম গাছ মোড় থেকে ঝিকোডাঙ্গা অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার পর্যন্ত ২কিলোমিটার রাস্তা সহ একাধিক রাস্তা কঙ্কালসার অবস্থায় পড়ে আছে।বর্ষার সময় ওই রাস্তাগুলো দিয়ে চলাচল করতে চরম অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় বাসিন্দাদের।

গ্রামে গ্রামে PHE এর পাইপ গেলেও নিয়মিতভাবে জল সরবরাহ হয় না।বিভিন্ন গ্রামে PHE র পাইপ ফুঁটো হয়ে যাওয়ার কারণে জল টেপকল পর্যন্ত পৌঁছায় না।রাস্তায় ফুঁটো পাইপের নোংরা জল পান করতে হয় গ্রামবাসীদের। পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাস্তা সংস্কার ও পানীয় জলের সমাধান না হলে ভোট বয়কট

ইএসসি পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া রেংকিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার শুভম আগরওয়াল সংবর্ধনা

শিলিগুড়ি ঃ আইএসসি পরীক্ষায় অল ইন্ডিয়া রেংকিংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছে শিলিগুড়ি র জোসেফ হাই স্কুলের ছাত্র শুভম আগরওয়াল। সোমবার শিলিগুড়ি পৌর নিগমের পক্ষ থেকে মেয়র গৌতম দেব শিলিগুড়ি ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের গোশালা মোড় এর তার বাড়িতে সংবর্ধনা দিতে আসেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব সহ ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। উপস্থিত ছিলেন। ছাড়াও শুভম আগরওয়ালকে সংবর্ধনা দেন দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ অন্যান্যরা।

দ্বিতীয় বঙ্গ মৈত্রী আন্তর্জাতিক যোগা কাপ ২০২৩ এ স্বর্ণপদক জিতেছে শিলিগুড়ির জুয়েল রায়, চন্দ্র মল্লিক

শিলিগুড়ি ঃ শিলিগুড়ির জার্নালিস্ট ক্লাবে একটি সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে ওমকার যোগ ও ক্রীড়া সংস্থার প্রেসিডেন্ট প্রতীক পান্ডা এবং জয়েন্ট সেক্রেটারি দোলন দত্ত বাংলাদেশ থেকে স্বর্ণপদক, সিলভার মেডেল,ব্রোঞ্জ পদক জয়ীদের সম্মানিত করলেন। জানা গেছে এবছর দ্বিতীয় বঙ্গ মৈত্রী আন্তর্জাতিক যোগা কাপ ২০২৩ সালের মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল ৩৫০ জন। যার মধ্যে ভারতবর্ষ থেকে মোট ১৫০ জন অংশগ্রহণ করেছিল। স্বর্ণপদক জিতেছে জুয়েল রায়, চন্দ্র মল্লিক। সিলভার পদক জিতেছে এঞ্জেল বর্মন,আরিক সরকার।ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন জয়িতা দাস এবং দেবদ্রিতা সরকার।

আকাশ ছোঁয়া দাম আদার। সমস্যায় মধ্যবিত্ত

মালদা ঃ মাত্র দু সপ্তাহের ব্যবধানে আকাশ ছোঁয়া দাম আদার। সমস্যায় মধ্যবিত্ত। আদার দাম নিয়ন্ত্রণে ইতিমধ্যে একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সোমবার জানালেন ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক উজ্জ্বল সাহা।

উল্লেখ্য ১৫ দিন আগেই মালদার ইংলিশ বাজারের রথবাড়ি, আমবাজার মার্কেট সহ একাধিক মার্কেটে খুচরো বাজারে আদার কেজি ছিল ১০০ টাকা থেকে খুব বেশি হলে ১৫০ টাকা। কিন্তু হঠাৎ করে হু হু করে দাম বেড়েছে আদার। শহর মালদায় বর্তমানে আদার দাম কেজি প্রতি ২৫০ টাকা থেকে ৩০০ টাকা। ফলে ১০০ গ্রাম আদা কিনতেই আমজনতাকে দিতে হচ্ছে ২৫ থেকে ৩০ টাকা। এই বিষয়ে সোমবার মালদার ইংলিশ বাজারের এন এস রোড এলাকায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয় ওয়েস্ট বেঙ্গল এক্সপোর্টার্স কোঅর্ডিনেশন কমিটির রাজ্য সম্পাদক তথা জেলা ব্যবসায়ী নেতা উজ্জ্বল সাহা জানান, উত্তরপূর্ব ভারত থেকে আদা আসছে না। আদা সাধারণত ভারতবর্ষের বিভিন্ন হিল স্টেশনে উৎপাদন হয়ে থাকে। কিন্তু হিল স্টেশন থেকেও আদা গুলি সমতলে নেমে আসছে না। তাছাড়া মণিপুরে অশান্তির কারণে আদার দাম বেড়েছে। আগামীতে আম বাগানের নিচে আদা চাষের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। বিষয়টা নিয়ে খাদ্য উদ্যানপালন দপ্তর এর আধিকারিকদের সাথে আলোচনাও হয়েছে। এদিকে ইতিমধ্যে আদার দাম নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জেলা প্রশাসন একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। ব্যবসায়ীদের সাথে আলোচনা করে আদার আমদানির উপর জোর দিয়ে আদার দাম নিয়ন্ত্রণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে খুব শীঘ্রই।

প্রথম দশে বীরভূম জেলার তিন

বীরভূম (নিজস্ব প্রতিনিধি) ঃ - বুধবার ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় । রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে শান্তিনিকেতন নবনালন্দা বিদ্যালয়ের হৃষিতা সিনহা মহাপাত্র । তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২ । রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের সুমিত মুখার্জী এবং বীরভূম জেলা স্কুলের অভিরুপ পাল । দুইজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০ । সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়ার মৌমাছি ক্লাবের কাছে বাড়ী অভিরুপ পালের । অভিরুপ বলে, খুব ভালো লাগছে । প্রিয় বিষয় গনিত একশো পেয়েছি । বাড়ী থেকে পড়ার জন্য কোনো চাপ ছিল না । ছয় থেকে সাতজন টিউশন মাস্টার ছিল । অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ি । সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই । মা ফাল্গুনী পাল বলেন, আশা রেখেছিলাম এক থেকে দশের মধ্যে হবে সেটা পূর্ন হয়েছে তাতে ভালো লাগছে । খুব খুশি হয়েছি ।

সিউড়িতে উদ্ধার নিষিদ্ধ বাজি

সিউড়ি (নিজস্ব প্রতিনিধি) - সিউড়ি মসজিদ মোড় থেকে বুধবার বিপুল পরিমান নিষিদ্ধ বাজি উদ্ধার করলো সিউড়ি থানার পুলিস । সিউড়ি মসজিদ মোড়ে এক চারতলা বাড়িতে মজুদ ছিল বাজিগুলি । গোপনসূত্রে খবর পেয়ে এদি হানা দেয় সেখানে পুলিশ । নকুলপ্রসাদ সাউ নামে একজনকে আটক করে নিয়ে আসে । জানা গেছে, এই ব্যক্তিই অবৈধ বাজির কারবারী । সিউড়িতে তার একটি দোকান আছে । তার আড়ালেই চলে এই কারবার । দু গাড়ি বাজি বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিস । পঞ্চাশ কেজির বেশি বাজি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে ।

অভিরুপের বাড়ীতে জেলাশাসক

বীরভূম (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ বুধবার ২০২৩ সালের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় । রাজ্যে পঞ্চম স্থান অধিকার করেছে বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতন নবনালন্দা বিদ্যালয়ের হৃষিতা সিনহা মহাপাত্র । তার প্রাপ্ত নম্বর ৪৯২ । রাজ্যে সপ্তম স্থান অধিকার করেছে রামপুরহাট জিতেন্দ্রলাল বিদ্যাভবনের সুমিত মুখার্জী এবং বীরভূম জেলা স্কুলের অভিরুপ পাল । দুইজনেরই প্রাপ্ত নম্বর ৪৯০ । সুমিতের বাবা সুপ্রিয় মুখ্যাজী মেডিক্যাল রিপ্রেজেংটেটিভ এবং মা মানসী মুখ্যাজী গৃহবধূ । সিউড়ি ডাঙ্গালপাড়া মৌমাছি ক্লাবের কাছে বাড়ী অভিরুপ পালের । অভিরুপ বলে, খুব ভালো লাগছে । প্রিয় বিষয় গনিত একশো পেয়েছি । বাড়ী থেকে পড়ার জন্য কোনো চাপ ছিল না । ছয় থেকে সাতজন টিউশন মাস্টার ছিল । অবসর সময়ে গল্পের বই পড়ি । সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই । মা ফাল্গুনী পাল বলেন, আশা রেখেছিলাম এক থেকে দশের মধ্যে হবে সেটা পূর্ন হয়েছে তাতে ভালো লাগছে । খুব খুশি হয়েছি । বিকালে অভিরুপের বাড়ীতে যান বীরভূম জেলার জেলাশাসক বিধান রায় । জেলাশাসক বলেন, রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে শুভ কামনা জানালাম । আগামীদিনে রাজ্য দেশকে সমৃদ্ধ করবে এই আশা রাখি । আগামীদিনে ভেতরের খিদে এগিয়ে নিয়ে যাবে ।

বাংলায় যোগ দিবসের বিশেষ প্রস্তুতি ক্রীড়া ভারতীর বোলপুরে

বীরভূম (নিজস্ব প্রতিনিধি) ক্রীড়া ভারতীর পরিচালনায় তিন দিনের যোগাসন ও সূর্য নমস্কার প্রশিক্ষণ শিবির শেষ হল বীরভূম জেলায় । ১৯,২০ ও ২১ মে তিনদিন ধরে যোগাসন ও সূর্য নমস্কারের প্রশিক্ষণ নেন বাংলা থেকে আগত শতাধিক শিক্ষার্থী । এই শিবিরে পুরুষ ছাড়াও মহিলা শিক্ষার্থীদের সংখ্যাও ছিল চোখে পড়ার মতো । আগামী একুশে জুন আন্তর্জাতিক যোগ দিবসের আগে বাংলার প্রতিটা প্রান্তে যোগাসনের এক্সপার্ট প্রশিক্ষক তৈরি করাই এই প্রশিক্ষণ শিবিরের মূল লক্ষ্য । যোগ দিবসের দিন সারা দেশের মানুষকে একসাথে যোগ ও সূর্য নমস্কারের প্রশিক্ষণ দেওয়াই ক্রীড়া ভারতীর লক্ষ্য । তারজন্য চাই পর্যাপ্ত পরিমাণে যোগাসনের প্রশিক্ষক । আর এই ভাবনা থেকেই সারাদেশে যোগাসনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করেছে ক্রীড়া ভারতী । বীরভূম জেলার বোলপুর থানার অন্তর্গত মুলুক গ্রামে ভারত সেবাশ্রম সংঘে অনুষ্ঠিত হল যোগ ও সূর্য নমস্কার শিক্ষক শিক্ষণ বর্গ । উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়া ভারতীর অখিল ভারতীয় সহসম্পাদক মধুময় নাথ,আসাম ক্ষেত্রের সহ সংযোজক মনোজ মোহান্তি প্রমুখ । মধ্যবঙ্গ প্রান্তের মাতৃশক্তি প্রমুখ ও ক্রীড়া ভারতীর প্রান্ত কার্যকারিনীর সদস্যা পারমিতা দত্তরায় বলেন, এই যোগ শিবিরে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আগামীদিনে বাংলার গ্রামে গ্রামে যোগ ও সূর্য নমস্কারের প্রশিক্ষণ দেবে । যোগাসন ভারতবর্ষের মেরুদণ্ড । শরীর সুস্থ রাখতে যোগের বিকল্প নেই । ক্রীড়া ভারতীর লক্ষ্য দেশের প্রত্যেক মানুষকে যোগ ও খেলাধূলার সাথে যুক্ত করে শক্তিশালী রাষ্ট্র গঠন করা । যুব সমাজ যাতে নেশাগ্রস্ত হয়ে বেপথে পরিচালিত না হয়ে পড়ে তারজন্য ক্রীড়া ভারতী সারাদেশে খেলাধূলার মানোন্নয়নের কাজ করে চলেছে।

আই সি এস সি বোর্ডের মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় মালদার মেয়ে

মালদা ঃ আই সি এস সি বোর্ডের মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় মালদার মেয়ে।ইংরেজবাজার পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ড মহেশমাটি নিবাসী রাকেশ বিহানীর কন্যা তৃষা বিহানী আই সি এস সি দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ৯৯.৬পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় এবং মালদা জেলায় প্রথম হয়েছে । নর্থ পয়েন্ট স্কুলে পড়াশোনা করত ওই ছাত্রী।

বর্তমানে সে রাজস্থানের কোটায় চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

জানা গিয়েছে, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন তার।

তার এই সাফল্যে খুশির জোয়ার পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে।

হকারদের হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে রেল পুলিশের দপ্তরে স্বারকলিপি

শিলিগুড়ি ঃ রেল পুলিশের ওপর হকারদের হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে রেল পুলিশের দপ্তরে স্বারকলিপি দিলো অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়েস হকার্স ইউনিয়ন রেল পুলিশের ওপর হকারদের হেনস্থা করার অভিযোগ তুলে নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় অবস্থিত রেল পুলিশের দপ্তরে স্বারকলিপি দিলো অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়েস হকার্স ইউনিয়ন। সংগঠনের অভিযোগ, বেশ কয়েকদিন ধরে হকারদের নানাভাবে হেনস্থা করছে রেল পুলিশ। তাদের কাজে বাঁধা দেওয়া হচ্ছে। বিশেষত একজন রেল পুলিশের বিরুদ্ধে তারা অভিযোগ আনেন। এই ঘটনারই প্রতিবাদে এবং রেল পুলিশের বিরুদ্ধে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলে শিলিগুড়ির নিউ জলপাইগুড়ি এলাকায় অবস্থিত রেল পুলিশের কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখানোর পাশাপাশি স্বারকলিপি প্রদান করল অল বেঙ্গল তৃণমূল রেলওয়েস হকার্স ইউনিয়ন।

জলপাইগুড়ি হোলি চাইল্ড স্কুলের ছাত্রী রিয়া মোহতা। তাঁর মোট প্রাপ্ত নম্বর ৩৯৬

জলপাইগুড়ি ঃ রিয়ার বাবা হরি মোহতা পেশায় ব্যবসায়ী। মা রেখা মোহতা গৃহবধূ। রাজগঞ্জ ব্লকের শিকারপুর অঞ্চলের বাবুপাড়া এলাকার বাসিন্দা তারা রিয়া দশম শ্রেণির পরীক্ষায় পেয়েছিল ৯৬.৪ শতাংশ নম্বর। সেই নম্বরকে ছাপিয়ে দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশ পেয়েছেন রিয়া। ভবিষ্যতে আইএএস অফিসার হওয়াই লক্ষ্য তাঁর। এজন্য ইউপিএসসির জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন তিনি। মা বাবার আন্তরিক প্রচেষ্টার জন্যই তার এই সাফল্য বলে জানান কৃতী ছাত্রী রিয়া। ইংরেজি বিষয় নিয়েও আগামীদিনে পড়াশোনার ইচ্ছা রয়েছে তাঁর। রবিবার আইএসসি দ্বাদশ শ্রেণির ফলাফল প্রকাশিত হয়। অনলাইনে নিজের রেজাল্টে ৯৯ শতাংশ নম্বর দেখতে পেয়ে চমকে ওঠেন রিয়া। জলপাইগুড়ি একটি বেসরকারি ইংরেজি মাধ্যম স্কুলের ছাত্রী রিয়া। ২০২১ সালে মাধ্যমিক পাশ করেন তিনি। ৯৯ শতাংশ নম্বরের মধ্যে ইংরেজিতে ৯৬ পেয়েছেন। এছাড়া ইতিহাস, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ভূগোল ও অর্থনীতি বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে ১০০ করে নম্বর পেয়েছেন। রিয়ার এই সাফল্যে শুভেচ্ছা বার্তা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পাশাপাশি এদিন তার বাড়িতে এসে শুভেচ্ছা জানিয়ে মিষ্টি মুখ করিয়েছেন রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়। রাজগঞ্জ থানার আইসি পংকজ সরকার, বেলাকোবা আউট পোস্টের ওসি বুদ্ধদেব ঘোষ সকলেই রিয়ার সাফল্য কমনা করেছেন।

আই সি এস সি বোর্ডের মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় মালদার মেয়ে

মালদা ঃ আই সি এস সি বোর্ডের মাধ্যমিকে রাজ্যে দ্বিতীয় মালদার মেয়ে।ইংরেজবাজার পৌরসভার ১৭ নং ওয়ার্ড মহেশমাটি নিবাসী রাকেশ বিহানীর কন্যা তৃষা বিহানী আই সি এস সি দশম শ্রেণীর পরীক্ষায় ৯৯.৬পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে দ্বিতীয় এবং মালদা জেলায় প্রথম হয়েছে । নর্থ পয়েন্ট স্কুলে পড়াশোনা করত ওই ছাত্রী।

বর্তমানে সে রাজস্থানের কোটায় চিকিৎসকের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে।

জানা গিয়েছে, চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন তার।

তার এই সাফল্যে খুশির জোয়ার পরিবার ও প্রতিবেশীদের মধ্যে।

স্মরণে স্মৃতিতে সমরেশ মজুমদার

জলপাইগুড়ি ঃ বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের স্মরণ সভা।মনীষী পঞ্চানন বর্মা স্মারক সমিতি ও দ্যোতনা সাহিত্য পত্রিকার যৌথ উদ্যোগে রবিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো বিখ্যাত বিশিষ্ট সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার স্মরণ সভা। এই সভাটি হয় জলপাইগুড়ি মনীষী পঞ্চানন স্মারক সমিতির ভবনে।উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক উমেশ শর্মা, গৌতম গুহ রায়, প্রাক্তন সাংসদ বিজয় চন্দ্র বর্মন সহ বিশিষ্টজনেরা।

জল সংকট, বাধ্য হয়ে, গ্রামে টায়ার জ্বালিয়ে হাঁড়ি কলসি নিয়ে চলছে তুমুল বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের

মালদা ঃমালদার আদিবাসী অধ্যুষিত হবিবপুর থানার বুলবুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের বেশ কয়েকটি গ্রামে জল সংকট। গরম করতে পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে গেছে।

বারবার বিভিন্ন জায়গায় জানিও কোন লাভ হয়নি।

বাধ্য হয়ে, গ্রামে টায়ার জ্বালিয়ে হাঁড়ি কলসি নিয়ে চলছে তুমুল বিক্ষোভ গ্রামবাসীদের।

বুলবুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের মনোহরপুর এলাকা এলাকায় চল্লিশটি পরিবার বসবাস করে রয়েছে একটি মাত্র সাবমার্সাল সেই সাপ মার্শালটি আবার পাশের গ্রামের লোকও ব্যবহার করে।

তীব্র গরমে জল স্তর নেমে যাওয়ায় জল উঠছে না মার্শাল থেকে। বাধ্য হয়ে গ্রামের নোংরা পুকুরের জল ব্যবহার করতে হচ্ছে গ্রামবাসীদের। যার ফলে দেখা দিচ্ছে চর্মরোগ। যে পুকুরে গরু মহিষ স্নান করে হাঁস চড়ে বেড়ায় সেই জল ব্যবহার করার ফলে বিভিন্ন রকম অসুখ দেখা দিচ্ছে।

গ্রাম পঞ্চায়েত ও জেলা পরিষদের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, দক্ষিণ মালদা বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক অম্লান ভাদুড়ি।

অন্যদিকে প্রকৃতির মার বলে কার্যতো বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন জেলা তৃণমূলের সহসভাপতি শুভময় বসু। আর এই রাজনৈতিক টানাটানির মধ্যে তীব্র জল কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে এই এলাকার মানুষদের।

শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে গণ অবস্থান বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি ঃশিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে যে সমস্ত ব্যবসায়ীরা দীর্ঘদিন ধরে ব্যবসা করে তাদের দোকান ঘরের সম্পূর্ণ মালিকানা তাদের দেওয়া হোক।এই দাবি তুলে তিন দিনব্যাপী অবস্থানবিক্ষোভ কর্মসূচি শুরু করলো বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি সহ ব্যবসায়ীরা।মঙ্গলবার থেকে বিধান মার্কেট প্রাঙ্গনে এই অবস্থানবিক্ষোভ শুরু হয়।তিনদিনব্যাপী এই অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করবে ব্যবসায়ী সমিতি।ব্যবসায়ীদের অভিযোগ,যে সময় এই বিধান মার্কেট তৈরি করা হয়েছিল সেই সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় তদের এই মার্কেটে জায়গা দিয়েছিলেন।তারপর গুঙ দপ্তরের হাতে চলে যায় এই মার্কেট।কিছু ব্যবসায়ীদের সেই সময় পাট্টা দিয়েছিল গুঙ দপ্তর। পরে এই মার্কেটের দায়িত্বভার তুলে দেওয়া হয় শিলিগুড়িজলপাইগুড়ি উন্নয়ন পর্ষদকে।ব্যবসায়ীদের অভিযোগ বারবার এভাবে এই মার্কেট হস্তান্তর হচ্ছে। এতে ব্যবসায়ীদের ভবিষ্যত নিয়ে অনিশ্চয়তা রয়েছে।ফলে সমস্ত দোকানের সম্পূর্ণ মালিকানার দাবি তুলেছেন ব্যবসায়ীরা।

নিম্নমানের শিক্ষা সেবার অভিযোগে অভিভাবকদের বিক্ষোভ

উত্তর দিনাজপুর ঃ নিম্নমানের শিক্ষা পরিষেবার অভিযোগ তুলে অভিভাবকদের বিক্ষোভে ইসলামপুরের মাদারীপুর এলাকার ইংরেজি মাধ্যমের বেসরকারী স্কুল মাউন্ট লিটেরা জি স্কুলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে।।ঘটনার খবর পেয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পৌছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ।। উচ্চমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখেই অভিভাবকরা তাদের সন্তানকে এখানে ভর্তি করেছিলেন ।। তবে নিয়মিত ভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভালো ভালো শিক্ষকদের পাশাপাশি অধ্যক্ষের বদলির কারণে পড়ুয়াদের শিক্ষয় বিঘ্ন ঘটছে বলে অভিযোগ অভিভাবকদের।। এছাড়াও বিভিন্ন অছিলায় অভিভাবকদেরকাছ থেকে জরিমানা বাবদ অর্থ উপার্জনের খেলায় মেতেছে মাউন্ট লিটারা জি স্কুল কতৃপক্ষ বলে আরও অভিযোগ অভিভাবকদের।। স্বাভাবিক ভাবেই সন্তানদের ভবিষ্যত অনিচ্ছোয়তা ঘিরে ক্ষুব্ধ অবিভাবকরা পড়ুয়াদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বের করে নিয়ে যাওয়ারও হুঁসিয়ারি দিয়েছে।। পাশাপাশি এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের একজন শিক্ষকেরও অভিযোগ তাঁকে নিযা়েমিত হেনস্থা করা হয়।। সব মিলিয়ে মাদারীপুরের উচ্চমানের বেসরকারি স্কুলে চরম বিশৃঙ্খলা ঘিরে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ভবিষ্যত ফের আরও একবার অনিচ্ছিয়তার মুখে বলে মনে করছে বিভিন্ন মহল।।

আম বোঝাই লরি দুর্ঘটনার কবলে, হতাহতের ঘটনা ঘটেনি

জলপাইগুড়ি ঃ কলকাতা থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে আম বোঝাইল লরি দুর্ঘটনার কবলে। জলপাইগুড়ি জাতীয় সড়ক তিস্তা সেতুর উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আচমকাই আম বোঝাই লরি দুর্ঘটনার কবলে। দুজন চালক গাড়িতে থাকায় একজন ঘুমিয়ে পড়েছিল আর একজন চালক গাড়ি চালাচ্ছিল বলে অপরাধচালক জানায়। সামান্য আহত হয়েচপন একজন।সাথে সাথে ঘটনাস্থলে জলপাইগুড়ি সদর ট্রাফিক পুলিশ। বপশ কিছু আম নষ্ট হয়েছে। তবে বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল চালক। ঘটনা তদন্তে পুলিশ।

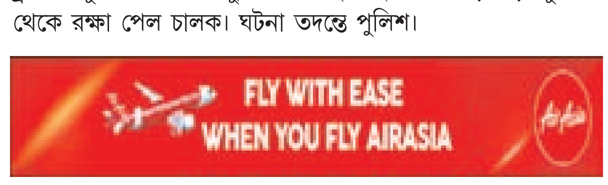

আজকের দিনটি

মেষ ঃ পারিবারিক চিন্তা। আয় কম, খর্চা বেশী। স্বাস্থ্য বাধা।

বৃষ ঃ প্রেমি-প্রেমিকার মধ্যে মনোমালিন্য। আর্থিক দুরাবস্থা, স্বাস্থ্যর অবনতি।

মিথুন ঃ ভোগ বিলাসে সময় কাটবে। ধনের অপব্যায়, পারিবারিক কার্যে বাধা।

কর্ক ঃ মান-সম্মান ও প্রতিষ্ঠায় বৃদ্ধি। অনিষ্ঠ গ্রহের শান্তি করান অন্যথা দুর্ঘটনার সম্ভাবনা।

সিংহ ঃ মুখরোচক আহারের সম্ভাবনা। বিদের ভ্রমণ বা অন্যান্য স্থানে ভ্রমণের যোগ। পরিবারে কিঞ্চিত অশান্তি।

কন্যা ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

বৃশ্চিক ঃ লম্বিত কার্য সম্পন্ন হইবে। সন্তান যোগের সম্ভাবনা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক ।

তুলা ঃ সন্তানের শারিরিক অবনতি। মা-বাবার সন্তান সুখ লাভ। গৃহ-ভূমি কেনার সম্ভাবনা।

ধনু ঃ নতুন কার্য ও নতুন ব্যাবসার উদ্বোধন। রাজনীতিজ্ঞদের উচ্চ পদ লাভ।

মকর ঃ পরিশ্রমদ্বারাই জীবনযাপন সুষ্ঠ ভাবে সম্ভব। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে সুসম্পর্ক। ভ্রমণে সম্ভাবনা ।

কুম্ভ ঃ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক। ব্যবসায় লাভ।

মীন ঃ ব্যবসায় লোকসান, হওয়া কাজে বাধা, মহিলারা নিজের সাস্থ্যের দিকে লক্ষ রাখুন।

তান্ত্রিক অশোক স্বামী

জার্মান ডাক্তাররা গ্রামে যেতে চান না

বার্লিন ঃ গ্রামাঞ্চলে ডাক্তার নিয়োগ করতে হিমশিম খাচ্ছে জার্মান সরকার। শহর থেকে যত দূরের এলাকা, ডাক্তার পাওয়া যেন ততই কঠিন। এমন চলতে থাকলে জার্মানির গ্রামে ডাক্তারের শূন্য পদের সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়াতে বেশি সময় লাগবে না।

ডাক্তাররা কেন গ্রামে যেতে চান না? জার্মানদের কাছে কি তাহলে চিকিৎসকের পেশা আগের মতো আর আকর্ষণীয় নয়?

অনেকের মতো স্টেফান লিশটিংহাগেনও তা মনে করেন না। স্টেফান নিজেও চিকিৎসক। চিকিৎসা করেন কোলন শহর থেকে ৫০ কিলোমিটার দূরের মারিয়েনহাইডের অঞ্চলে। ১৪ হাজার মানুষের ওই এলাকায় তার বাবাও ডাক্তারি করেছেন টানা ৩২ বছর।

ইন্টারন্যাল মেডিসিন এবং গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজির বিশেষজ্ঞ বাবা ২০ বছর আগে স্টেফানকে ডেকে জানিয়েছিলেন, তিনি চান এখন থেকেই তার স্থলাভিষিক্ত হওয়ার মতো কাউকে খুঁজে বের করে এলাকাবাসীর সেবার জন্য তাকে তৈরি করতে। সঙ্গে জানতে চেয়েছিলেন স্টেফানের ডাক্তার হওয়ার কোনো ইচ্ছে আছে কিনা।

বাবার সঙ্গে খুব বেশি কথা হতো না স্টেফানের। কথা বলার সময় বাবার ব্যস্ত জীবনের স্মৃতিচারণ করতে শুরু করেন মারিয়েনহাইডের তরুণ চিকিৎসক স্টেফান লিশটিংহাগেন, ''আমার বাবা সত্যিকার অর্থেই সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ভীষণ ব্যস্ত থাকতেন। বাড়িতে খুব্ কমই দেখতাম তাকে। দেখা হলে প্রায়ই আমাকে বলতেন, তুমি তো এমন কাজ (ডাক্তারি) করতে চাও না।''

কিন্তু অবসরে যাওয়ার কয়েক বছর আগে বাবা যখন 'ভবিষ্যতে কে এলাকাবাসীর চিকিৎসার দায়িত্ব নেবেন' এ চিন্তায় ব্যস্ত, স্টেফান ঠিক করলেন বাবার দুশ্চিন্তা তিনিই দূর করবেন।

কথা বলার দিন ২০ বছর বয়সি এক তরুণের রোগ নির্ণয় করেছেন স্টেফান। অ্যাপেন্ডিসাইটিস হয়েছে তার। প্রতিবেশী এক বন্ধুর ভীষণ শ্বাসকষ্ট। তার চিকিৎসা করেছেন। এছাড়া ৯১ বছর বয়সি একজন মাথায় আঘাত পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। তারও চিকিৎসা করেছেন স্টেফান লিশটিংহাগেন।

এভাবে নানা বয়সি নানা ধরনের রোগের রোগী দেখে দিন কেমন করে যে কেটে যায় স্টেফান ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না। জার্মানির নিয়ম অনুযায়ী সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টা কাজ তো করেনই, মোট কর্মঘণ্টা প্রায়ই এর চেয়ে অনেকক বেশিও হয়ে যায়।

তা সপ্তাহে ৫০ ঘণ্টায় কমপক্ষে তিন হাজার ৩০০ রোগি দেখার এই ব্যাস্ত জীবন কেমন লাগে? কখনো কি মনে হয় ডাক্তার না হলেই ভালো হতো? স্টেফান জানালেন, এ পেশায় আসায় কোনো আক্ষেপ হয় না তার, বরং গর্ব হয়, কারণ, ''আমার কাজে আমিই তো বস, যেভাবে চাই সেভাবেই কাজ করতে পারি আমি।''

কিন্তু জার্মানির তরুণ চিকিৎসকদের অনেকেই তা মনে করেন না। ফলে অনেকেই

যেতে চান না শহর থেকে দূরের কোনো গ্রামে। ফলে গ্রামাঞ্চলে ডাক্তারদের নিয়োগ দিতে হিমশিম খাচ্ছে সরকার। এমন চলতে থাকলে ভবিষ্যতে যে পরিস্থিতি ভয়াবহ হবে সে বিষয়ে রবার্ট বশ ফাউন্ডেশনের গবেষকরা নিশ্চিত। তারা সম্প্রতি এক সমীক্ষায় জানিয়েছেন, জার্মানিতে প্রতি তিন জনে একজন ডাক্তারের বয়স অন্তত ৬০ বছর বা তারও বেশি। ফলে আগামী কয়েক বছরের মধ্যে তাদের অনেকেই অবসরে যাবেন। তাদের জায়গায় সঙ্গে সঙ্গে তরুণদের নিয়োগ দিতে না পারলে কী হবে? রবার্ট বশ ফাউন্ডেশনের সমীক্ষা বলছে, ২০৩৫ সাল নাগাদ ডাক্তারদের শূন্য পদের সংখ্যা ১১০০০ ছাড়িয়ে যাবে!

এমন আশঙ্কাকে দূরে সরাতে ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে জার্মান সরকার। সম্প্রতি স্বাস্থ্যমন্ত্রী কার্ল লাউটারবাখ বয়স্কদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে দেশের সব মেডিকেল স্কুলে ৫০০০টি অতিরিক্ত চিকিৎসাসেবা কেন্দ্র খোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

এছাড়া গ্রামাঞ্চলে চিকিৎসকের অভাব দূর করার জন্য ২৩০০ কোটি ইউরোর বিশাল এক বিশেষ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

এর আওতায় জার্মানির ১৬টি রাজ্যের মধ্যে নয়টিতে আগামী ১০ বছরে গড়ে তোলা হবে অসংখ্য ডাক্তার। সেই ডাক্তারদের স্কুল জীবনে খুব বেশি মেধাবী না হলেও চলবে। স্কুল জীবনের শেষ পরীক্ষায় খুব বেশি ভালো নম্বর না পেলেও 'গ্রাম ডাক্তার' কোটায় চিকিৎস হতে পারবেন তারা।

শুরুর দিকে স্টেফনের মনে হতো স্বল্প মেধার ছাত্রছাত্রীদের ডাক্তার হতে দিলে চিকিৎসা ব্যবস্থায় এর খুব খারাপ প্রভাব পড়বে। কিন্তু ইতিমধ্যে সেই ভুল ভেঙেছে তার। তাই স্টেফান মানেন, বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের বিকল্প এই গ্রামডাক্তাররা নিশ্চয়ই হবেন না, তবে অনেক রোগের চিকিৎসা স্থানীয়ভাবে তারা নিশ্চয়ই করতে পারবেন এবং তাতে রোগীদের উপকারই হবে, ''(বর্তমান পরিস্থিতিতে) আমাদের তো কিছু একটা করতেই হবে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের ব্যবস্থা এক সময় কোনো না কোনোভাবে করা যাবে, কিন্তু পারিবারিক ডাক্তার ছাড়া কাজ চলবে না। পারিবারিক চিকিৎসকের প্রয়োজনের কথাটা যে আলাদা করে কেউ এখনো বলছে না এতে আমি সত্যিই খুব অবাক হয়েছি।''

গ্রামাঞ্চলে পারিবারিক চিকিৎসক কতটা দরকার তা বছর দুয়েক আগে আরব্র্যুকের মানুষেরা খুব বুঝতে পেরেছিলেন। সেবার ভয়াবহ বন্যায় ভেসে গিয়েছিল অনেক বাড়িঘর। মারা গিয়েছিলেন অন্তত ১৩৪ জন মানুষ। ওই সময় পাঁচজন পারিবারিক চিকিৎসকই এলাকাবাসীর পাশে দাঁড়িয়েছিলেন।

ক্লাউস কোর্তে তাদের একজন। একটা স্কুল ঘরে শত শত মানুষকে চিকিৎসা দেয়ার ওই সময়টার কথা ভাবলে এখনো গর্ব হয় তারা। তার মতে, পারিবারিক ডাক্তাররা ফুটবল মাঠের গোলরক্ষকের মতো। সবচেয়ে বড় বিপর্যয়ের মুহূর্তে গোলরক্ষকের মতো যাতে 'শেষ ভরসা'র ভূমিকায় নামার জন্য জার্মানির অনেক পারিবারিক ডাক্তার দরকার বলেও মনে করেন তিনি।

জলবায়ু পরিবর্তনের চাপে ইটালির জেলেরা

মিলান ঃ জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কায় একাধিক পেশা সংকটের মুখে পড়ছে। ইটালির ক্ল্যাম্প সংগ্রহকারীরাও পরিস্থিতির অবনতি টের পাচ্ছেন। নানা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাঁরা পরিবেশের সুরক্ষার চেষ্টা চালাচ্ছেন। সকাল সাতটার সময় গোরোতে কনকনে ঠান্ডা। ঘন কুয়াশা পোডেল্টার বন্দর প্রায় ঢেকে দিয়েছে। ফলে ভাদিস পেসান্টির জন্য সমুদ্রে পাড়ি দেওয়া আরও কঠিন হয়ে উঠেছে। তিনি বলেন, ''বার বার নির্দিষ্ট কিছু স্থান চিহ্নিত করার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এমন এক সকালে এত ঘন কুয়াশার কারণে দিক নির্ণয় অত্যন্ত কঠিন। আমরা এই কুয়াশাকে 'কালিগা' বলি।''

ভাদিসের বাবাও অ্যাড্রিয়াটিক সাগরে জাল ফেলতেন। তবে ভাদিস এখন শুধু 'ক্ল্যাম' ঝিনুক ধরেন। কোথায় কতটা ধরা হবে, সেটা দৈনিক ভিত্তিতে স্থির করে দেওয়া হয়। ভাদিস বলেন, ''সন্ধ্যাবেলায় আমরা সমবায় থেকে একটা বার্তা পাই। তাতে বলা হয় আগামীকাল অমুক জোনে মাছ ধরা হবে। ঠিক কখন শুরু হবে এবং কখন শেষ হবে, তারও উল্লেখ থাকে। কত পরিমাণ আমরা ধরে আনতে পারবো, তাও স্থির করে দেওয়া হয়।'' উপহ্রদের শান্ত পরিবেশে প্রায় আধ ঘণ্টা এগোনোর পর আচমকা শব্দ বেড়ে গেল। ভুতের মতো ক্ল্যাম শিকারীরা কুয়াশার মধ্য থেকে বেরিয়ে পড়লেন। গোরো উপহ্রদে প্রায় দেড় হাজার নারীপুরুষ এই কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত ভাদিস ও তাঁর ক্ল্যাম ধরার এলাকায় পৌঁছে গেলেন। পানি গভীর না হলেও বেশ শীতল। কমপ্রেস্ড এয়ার রেকের সাহায্যে তাঁরা বালুর উপর থেকে ক্ল্যাম সংগ্রহ করেন। উপহ্রদের পানির তাপমাত্রা প্রায় ছয় ডিগ্রি সেলসিয়াস। শীতকালে ঠিক যেমনটা হওয়া উচিত। কিন্তু গত কয়েক দিনে তাপমাত্রা লাগাতার ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আটকে রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সেখানেও হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাচ্ছে। এর দৃষ্টান্ত তুলে ধরে ভাদিস পেসান্টি বলেন, ''যেমন সমুদ্রের স্তরে পরিবর্তন ঘটলে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ধাক্কা টের পাই। অথবা শিরোকো বাতাস বইলে বা চাঁদের বিভিন্ন পর্যায়ের সময়ে তা বোঝা যায়। আমাদের এখানে আগে কখনো দেখা যায় নি, এমন মাছ, ক্ল্যাম বা কাঁকড়া দেখলেও আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বুঝতে পারি।'' সে কারণে ক্ল্যাম চাষ আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে বলে ভাদিস মনে করছেন। তাঁর মতে, সেটা জলবায়ুর জন্য ভালো। তিনি বলেন, ''ক্যালসিয়াম কার্বোনেট বা চুনাপাথর দিয়ে খোল তৈরি, যা আবদ্ধ কার্বন ডাই অক্সাইড ছাড়া আর কিছুই নয়।'' ফারেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেসর এলেনা টাম্বুরিনি জলবায়ুর জন্য ক্ল্যাম্পের গুরুত্ব সংক্রান্ত এক গবেষণা চালিয়েছেন। তিনিও গোরোর জেলেদের তত্ত্ব সঠিক হিসেবে মনে করেন। প্রো. টাম্বুরিনি বলেন, ''বেড়ে ওঠার সময় এই নরম প্রাণীগুলি খোলস তৈরি করে, যা কার্বনডাইঅক্সাইড আবদ্ধ করে। এক কিলো ক্ল্যাম্প নিলে মনে রাখতে হবে, যে বাণিজ্যিক ব্যবহারের জন্য যে সিওটু নির্গমন করা হয়েছে, তার মাত্রা কিন্তু বেড়ে ওঠা ক্ল্যাম্পের খোলসে বন্দি গ্যাসের মাত্রার তুলনায় অনেক কম। সেটাই এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ঘটনা।'' উপহ্রদে প্রায় দশ বর্গ কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গোরোর জেলেরা প্রায় এক ডজন প্রজাতির এই নরম প্রাণী চাষ করছেন। প্রায় সাত বছর আগে ভাদিস ও তাঁর সহযোগীরা আরও একটি পরিবেশবান্ধব প্রকল্প শুরু করেন। জোয়ারের টান কাজে লাগিয়ে তাঁরা ভূমধ্যসাগরে অয়েস্টার সংগ্রহ করছেন। ভাদিস পেসাণ্টি বলেন, ''গোটা ইটালিতে একমাত্র আমাদের এখানেই অয়েস্টার উৎপাদন হয়। এখন চূড়ান্ত ভাটার সময় চলছে এবং কচি অয়েস্টারভরা এই ঝুড়িগুলি শূন্যে ভাসছে ও রোদ পাচ্ছে। কয়েক ঘণ্টা পর জোয়ার এলে গোটা এলাকা ডুবে যাবে।'' এই জগত রক্ষা করতে ভাদিস ও গোরোর জেলেরা নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।

খোলাখুলি বাইডেনের প্রতি সমর্থন শলৎসের

বার্লিন ঃ স্কুল পড়ুয়াদের সঙ্গে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার সময়ে জার্মান চ্যান্সেলর অ্যামেরিকার আগামী নির্বাচনে জো বাইডেনের জয়ের আশা করেন। তার মতে, ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরলে জার্মানিরও ক্ষতি হবে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যখন তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডনাল্ড ট্রাম্পের পুনর্নির্বাচনের পক্ষে প্রকাশ্যে সমর্থন জানিয়েছিলেন, তখন বিষয়টি নিয়ে দেশেবিদেশে যথেষ্ট বিতর্ক হয়েছিল। 'অব কি বার, ট্রাম্প সরকার' বলে মোদী ভারতের স্বার্থের ক্ষতি করেছিলেন বলে অভিযোগ উঠেছিল। বিশেষ করে ট্রাম্পের পরাজয়ের পর জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট হওয়ায় ভারত কিছুটা অস্বস্তির মধ্যে পড়েছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বিশ্বের দুই প্রথম সারির গণতান্ত্রিক দেশের মধ্যে সম্পর্ক সে কারণে ধাক্কা খায় নি। আগামী জুন মাসে মোদী রাষ্ট্রীয় সফরে ওয়াশিংটন যাচ্ছেন। উল্লেখ্য, গত বছরও ট্রাম্প মোদীর নেতৃত্বের প্রশংসা করেন।

জার্মান চ্যান্সেলর ওলাফ শলৎস অতি সতর্ক রাজনীতিক হিসেবে পরিচিত। তাঁর মুখে বেফাঁস মন্তব্য সহজে শোনা যায় না। অথচ সেই শলৎস এবার খোলাখুলি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জো বাইডেনের প্রতি সমর্থন জানালেন। বার্লিনের কাছে একটি স্কুল পরিদর্শন করতে গিয়ে তিনি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করছিলেন। সে সময়ে শলৎস বলেন,

ডনাল্ড ট্রাম্প আবার প্রেসিডেন্ট হলে সেটা শুধু অ্যামেরিকা নয়, জার্মানির জন্যও খারাপ হবে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বাইডেন দ্বিতীয় বারের মতো নির্বাচিত হবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। সোমবার স্কুল পড়ুয়াদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাইডেন বহু বছর ধরে বিভিন্ন পদের দায়িত্ব পালন করেছেন। তাই বিশ্বকে যুদ্ধ থেকে দূরে রাখতে কী করা উচিত, সেটা তিনি বিলক্ষণ জানেন।

ডনাল্ড ট্রাম্পের চার বছরের কার্যকাল অন্য অনেক দেশের মতো জার্মানির জন্যও যথেষ্ট কঠিন ছিল, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। জার্মান চ্যান্সেলর হিসেবে আঙ্গেলা ম্যর্কেলকে সেই ধাক্কা সামলাতে হয়েছে। তাঁর জোট সরকারের অর্থমন্ত্রী ও ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে শলৎস সেই চার বছরের প্রত্যক্ষ সাক্ষী ছিলেন। ট্রাম্পের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা সম্পর্কে তিনি বলেন, সব মানুষ একে অপরের বিরুদ্ধে লড়াই করে গেলে ভবিষ্যৎ মোটেই উজ্জ্বল হতে পারে না। সে কারণে সাবেক প্রেসিডেন্ট সে দেশে বড় বিভাজনের প্রতীক। শলৎস জার্মানিতেও এমন বিভাজন সম্পর্কে সতর্ক করে দেন। তাঁর মতে সমাজে ঐক্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

২০২৪ সালের নভেম্বর মাসে বাইডেনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে শেষ পর্যন্ত ট্রাম্প রিপাবলিকান দলের মনোয়ন পাবেন কিনা, তা এখনো স্পষ্ট নয়। রন ডিসান্টিস ও অন্যান্য কয়েকজন প্রার্থী ট্রাম্পের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেন। সর্বশেষ জনমত সমীক্ষা অনুযায়ী বাইডেন দুই সম্ভাব্য বিরোধী প্রতিদ্বন্দ্বীর তুলনায় এখনো বেশি সমর্থন পাচ্ছেন। বাইডেন ইতোমধ্যেই দ্বিতীয় বারের জন্য নির্বাচনে অংশ নেবার ঘোষণা করেছেন।

জো বাইডেনের নেতৃত্বে অ্যাটলান্টিকের দুই প্রান্তের মধ্যে পারস্পরিক সমন্বয় ও ঐক্য আরো জোরদার হয়েছে, সে বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। বিশেষ করে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলার পর থেকে সেই ঐক্য জোরদার হয়েছে। তবে অ্যামেরিকার স্বার্থ দেখিয়ে বাইডেনও ট্রাম্পের মতো বেশ কিছু বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়ে ইউরোপের ক্ষোভের পাত্র হয়েছেন। তা সত্ত্বেও 'মন্দের ভালো' হিসেবে তাঁর সঙ্গে কাজ করতে ইউরোপীয় নেতারা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছেন।

জয়ের পথে আরেকটু এগোলেন এরদোয়ান?

তুরস্ক ঃ তার সঙ্গে ভোটে লড়াই করে তৃতীয় স্থানে শেষ করেছিলেন সিনান ওগান। সোমবার তিনি এরদোয়ানকে সমর্থন জানিয়েছেন। প্রথম পর্বের ভোটে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হতে পারেননি তুরস্কের বর্তমান প্রেসিডেন্ট রেচেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। তুরস্কের নির্বাচনের নিয়ম অনুযায়ী প্রেসিডেন্টকে ৫০ শতাংশ সমর্থন পেতে হয়। এরদোয়ান পেয়েছিলেন ৪৯ দশমিক ৫২ শতাংশ ভোট। তার প্রতিপক্ষ কিলিচদারোলু পেয়েছিলেন ৪৪ দশমিক ৮৮ শতাংশ ভোট। ফলে আগামী রোববার ফের প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে। ওই একই ভোটে তৃতীয় স্থান পেয়েছিলেন সিনান ওগান। সোমবার এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানিয়েছেন, এই পরিস্থিতিতে এরদোয়ানকে সমর্থন করবেন তিনি। বিশেষজ্ঞদের একাংশের বক্তব্য, সিনানের এই বিবৃতি থেকেই স্পষ্ট, এরদোয়ানের জয় এখন সময়ের অপেক্ষা। যদিও ভোট না হওয়া পর্যন্ত এবিষয়ে নিশ্চিত কোনো মন্তব্য তারা করতে চাইছেন না। এরদোয়ানের দল পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে। ওগানের বক্তব্য, তার দল মনে করে, পার্লামেন্টে যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, প্রেসিডেন্টও সেই দল থেকেই হওয়া উচিত। এবং সে কারণেই তিনি এরদোয়ানকে সমর্থন করবেন বলে স্থির করেছেন। তার বক্তব্য, ''রাজনৈতিক মতানৈক্য থাকতে পারে। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। আর সে কারণেই আমি এরদোয়ানকে সমর্থন করছি।'' ওগানের কথায় একটি বিষয় পরিস্কার। একাধিক দলের জোটকে তিনি ভবিষ্যৎ বলে মনে করছেন না। এরদোয়ানের প্রতিপক্ষ কিলিচদারোলু তেমনই এক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি। সেই জোটকে কোনোভাবেই সমর্থন করা যায় না বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন ওগান।

জার্মানিতে দ্বৈত নাগরিকত্ব সহজ হচ্ছে

বার্লিন ঃ কয়েক দশক ধরে চালু থাকা এক নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের মাধ্যমে অভিবাসীদের দ্বৈত নাগরিকত্ব নেয়ার পথ সুগম করার পথে বেশ খানিকটা এগিয়েছে জার্মান সরকার।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে চালু থাকা এই ব্যবস্থা জার্মানিতেও সবার জন্য অনেক আগেই চালু করা উচিত ছিল বলে মনে করছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। জার্মান সরকার জানিয়েছে যে, নতুন নাগরিকত্ব আইনটির খসড়া তৈরি করা চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ন্যান্সি ফেজারের প্রস্তাবিত আইনে দ্বৈত নাগরিকত্ব এবং ইইউভুক্ত নয় এমন দেশের নাগরিকদের জার্মান নাগরিকত্ব পাওয়া সহজ হবে। জার্মানিতে ২০২১ সালের শরতে সামাজিক গণতন্ত্রী, সবুজ আর মুক্ত গণতন্ত্রীদের জোট সরকার গঠনের পরই নাগরিকত্ব আইন পরিবর্তনের উদ্যোগ নেয়। ডয়চে ভেলে এই বিষয়ে অনেক প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। সর্বশেষ গত ডিসেম্বরে দ্বৈত নাগরিকত্ব না পাওয়ায় ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়েও একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। সেরকম এক 'ক্ষতিগ্রস্ত' মার্ক ইয়ং মনে করেন, জার্মানিতে দ্বৈত নাগরিকত্বের সুযোগ আরো দশ বছর আগেই চালু করা উচিত ছিল। তিনি বলেন, ''সেসময় আমি জার্মান নাগরিকত্ব পেতে খুবই আগ্রহী ছিলাম। তবে মার্কিন পাসপোর্টও ছাড়তে চাইনি। আগের পাসপোর্ট ধরে রাখার অর্থ আনুগত্য ভাগ করা নয়, যা অনেক রক্ষণশীল জার্মান মনে করেন। এটা শুধু আপনি কে তারই প্রকাশ ঘটায়। এই পরিবর্তন অনেক আগেই করা উচিত ছিল।'' ইয়াং জানান, তিনি গত বিশ

বছর ধরে জার্মানিতে বসবাস করছেন। দ্বৈত নাগরিকত্ব নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা শুনতে শুনতে ক্লান্ত তিনি। সামাজিক গণতন্ত্রীদের নেতৃত্বাধীন জোটের অভিবাসন আইন পরিবর্তনের এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য হচ্ছে আরো দক্ষ কর্মীদের জার্মানিতে এনে দেশটির কর্মী সংকট কাটানো। জার্মানিতে বৈধভাবে বসবাসরত অভিবাসীরা পাঁচ বছর থাকার পর নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করতে পারবেন। বর্তমানে আট বছর পর তা করা যায়।

জার্মানিতে জন্ম নেয়া কোনো শিশুর বাবামায়ের অন্তত একজন যদি পাঁচ বছর বা বেশি সময় ধরে জার্মানিতে বৈধভাবে বসবাস করে থাকেন, তাহলে সেই শিশু স্বয়ংক্রিয়ভাবেই জার্মান নাগরিকত্বের জন্য বিবেচিত হবে।

দ্বৈত নাগরিকত্ব অনুমোদন করা হবে।

জার্মানিতে বিরোধী দল মধ্যডানপন্থি খ্রিষ্টীয় গণতন্ত্রী সিডিইউ অবশ্য অতীতে ক্ষমতায় থাকাকালে এ ধরনের সংস্কার প্রস্তাব বারংবার বাতিল করে দিয়েছে। দলটির নেতা ফ্রিডরিশ মেয়ারৎস এআরডিকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে গত ডিসেম্বরে বলেন, ''জার্মান নাগরিকত্ব খুবই মূল্যবান একটা কিছু, তাই এটিকে যত্ন সহকারে বিবেচনা করা উচিত।''

উল্লেখ্য, জার্মানিতে বর্তমানে কারোই দ্বৈত নাগরিকত্ব নেই - বিষয়টি এমনও নয়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে দ্বৈত নাগরিকত্ব পাওয়ার সুযোগ বর্তমানেও রয়েছে, তবে তা বেশ সীমিত এবং সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। নতুন আইন এটিকে আরো অনেক সহজ করে দেবে।

কিশোরী মালিশা যেন এক রূপকথার গল্প

মুম্বাই ঃ সমাজের নিচু পল্লিতে বেড়ে ওঠা মালিশা এখন বিলাসী প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান 'বিউটি ব্র্যান্ড ফরেস্ট এসেনশিয়ালস'-এর নতুন ক্যাম্পেইন 'দ্য যুবতী কালেকশন'-এর মুখ। ভারতের মুম্বাইয়ের ধারাবি বস্তির বাসিন্দা মালিশা খারওয়া (১৪)। ঘিঞ্জি, স্যাঁতসেঁতে বস্তির অন্য আর দশটি শিশুর মতোই ছিল তার জীবন। তবে একটি ঘটনাই স্বপ্নের মতো বদলে দিয়েছে তার জীবন। সমাজের নিচু পল্লিতে বেড়ে ওঠা মালিশা এখন বিলাসী প্রসাধনী প্রতিষ্ঠান 'বিউটি ব্র্যান্ড ফরেস্ট এসেনশিয়ালস'-এর নতুন ক্যাম্পেইন 'দ্য যুবতী কালেকশন'-এর মুখ। এখন সে তরুণ প্রজন্মের অনেকের অনুপ্রেরণা। ২০২০ সালে মুম্বাইয়ে মালিশাকে আবিষ্কার করেন হলিউড অভিনেতা রবার্ট হফম্যান। পরে তিনি সামাজিক মাধ্যমে মালিশার জন্য 'গো ফান্ড মি' নামে একটি পেজ তৈরি করে দেন। আজ ইনস্টাগ্রামে এই কিশোরীর অনুসারী ২ লাখ ২৫ হাজার। গত কয়েক বছরে সে বেশ কয়েকটি সংস্থার হয়ে মডেলিং করেছে। এমনকি 'লিভ ইয়োর ফেরিটেল' নামের একটি স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছে। এখন সে লাক্সারি বিউটি ব্র্যান্ড 'ফরেস্ট এসেনশিয়ালস'-এর নতুন ক্যাম্পেইন 'দ্য যুবতী কালেকশন'-এর মুখ। এটি তরুণদের আত্মবিশ্বাসী করে তোলার লক্ষ্যে একটি সামাজিক উদ্যোগ। গত এপ্রিলে ব্র্যান্ডটি মালিশাকে নিয়ে তৈরি একটি ভিডিও ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে। সেখানে দেখা যায়, ফরেস্ট এসেনশিয়ালসের একটি শোরুমে ঢুকে নিজের ছবি দেখে অভিভূত সে। ফরেস্ট এসেনশিয়ালস ক্যাপশনে লিখেছিল, 'চোখের সামনে নিজের স্বপ্ন দেখতে পেয়ে আনন্দে তার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। মালিশার গল্প এটি মনে করিয়ে দেয়, স্বপ্ন সত্যি হয়।' সেই ভিডিও খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নেটিজেনদের মাতিয়ে তুলল। এরই মধ্যে ৫০ লাখের বেশি মানুষ এই ভিডিও দেখেছে। এতে ৪ লাখ ৬ হাজার লাইক পড়েছে। ইন্টারনেটজগতে অসামান্য কৃতিত্বে প্রশংসায় ভাসছে সে। একজন মন্তব্য করেছেন, 'তার সাফল্য দেখে অভিভূত। তার জন্য আশীর্বাদ, আরও সাফল্য আসুক তাঁর জীবনে।' আরেকজন লিখেছেন, 'এটা দেখে খুব ভালো লাগছে। এই ব্র্যান্ডকে সাধুবাদ...আমাদের দেশে শ্যামবর্ণের মেয়েদের বিউটি ব্র্যান্ডের মুখ হিসেবে কখনো ভাবা হয় না, এখন সময় বদলেছে...সে খুব সুন্দর।' অন্য আরেকজন মন্তব্য করেছেন, 'বাহ, এখানে অনেক ইতিবাচক দিক আছে। তার হাসিটাও খুব সুন্দর।' আরেকজন মন্তব্যের ঘরে লিখেন, 'এটি এমন একটি মুখ, যার সঙ্গে প্রতিটি সাধারণ মানুষ নিজেদের খুঁজে পাবে। এই পরিবর্তনটা প্রয়োজন ছিল।' ইতিমধ্যে ভোগ ইন্ডিয়াকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ফরেস্ট এসেনশিয়ালসের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান ব্যবস্থাপনা পরিচালক মিরা কুলকার্নি বলেছেন, 'আমাদের যুবতী কালেকশনের মাধ্যমে আমরা শুধু মালিশার স্বপ্ন পূরণে সহযোগিতা করছি না, আমরা তরুণ প্রজন্মের মনোবল জোরদার করতে প্রজেক্ট পাঠশালাতেও অবদান রাখছি।'

সম্পাদকীয়

রাশিয়ার ভূখণ্ডে হামলা নিয়ে ক্রেমলিনে অস্বস্তি

ইউক্রেন সীমান্তের কাছে বেলগোরোদ অঞ্চলে 'বিদ্রোহী' গোষ্ঠীর হামলাকে কেন্দ্র করে মস্কো ও কিয়েভের মধ্যে উত্তেজনা বাড়ছে। রাশিয়া বিদ্রোহীদের দমন করেছে বলে দাবি করলেও দুই গোষ্ঠী কার্যকলাপ চালিয়ে যাবার ইঙ্গিত দিয়েছে। এতকাল ইউক্রেন যুদ্ধ ইউক্রেনের ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাশিয়ার হামলার মুখে পশ্চিমা বিশ্ব থেকে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম চাইতে গিয়ে ইউক্রেনের নেতৃত্ব বার বার আশ্বাস দিয়ে এসেছে যে, শুধু অধিকৃত এলাকা থেকে রুশ হানাদার বাহিনীকে বিতাড়িত করতেই সামরিক অভিযান চালানো হচ্ছে। রাশিয়ার মূল ভূখণ্ডে হামলা বা দখলদারির কোনো পরিকল্পনা নেই। গত কয়েক দিনের ঘটনাবলি সেই দাবিকে কিছুটা হলেও প্রশ্নের মুখে ফেলছে। ইউক্রেন সীমান্তের কাছে রাশিয়ার বেলগোরোদ অঞ্চলে সাম্প্রতিক হামলার জন্য কে দায়ী, সে বিষয়ে বিভ্রান্তি এখনো কাটছে না। রাশিয়ার দুটি ক্রেমলিন বিরোধী গোষ্ঠী হামলার দায় স্বীকার করেছে। ইউক্রেনও সাফ জানিয়ে দিয়েছে, রাশিয়ার ভূখণ্ডে রুশ নাগরিকদের এই কার্যকলাপের সঙ্গে কিয়েভের কোনো সম্পর্ক নেই। উল্লেখ্য, প্রায় ১৫ মাস আগে যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে সীমান্তের কাছে রাশিয়ার ভূখণ্ডের উপর বিচ্ছিন্ন হামলা ঘটেছে। তবে বেলগোরোদের মতো বড় আকারের ঘটনা আগে ঘটেনি। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় অবশ্য ইউক্রেনের কর্তৃপক্ষকেই হামলার জন্য দায়ী করেছে। সে দেশের সামরিক গুপ্তচর সংস্থা 'চরম দক্ষিণপন্থি রুশ উগ্রবাদী' গোষ্ঠীকে মদত দিচ্ছে বলে মস্কো অভিযোগ করে আসছে। তবে জোরালো সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে বিদ্রোহীদের নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে বলেও রাশিয়ার কর্তৃপক্ষ দাবি করছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সূত্র অনুযায়ী সংঘর্ষে ৭০ জন ইউক্রেনীয় যোদ্ধা নিহত ও তাদের অনেক যান ধ্বংস হয়েছে। বাকিদেরও ইউক্রেনের সীমান্তে কোণঠাসা করে হত্যা করা হয়েছে। তবে নিরাপত্তার খাতিরে সংলগ্ন নয়টি গ্রামের মানুষকে উদ্ধার করে অন্য জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। 'জাতীয়তাবাদী' বিদ্রোহীদের দমন করতে মঙ্গলবার মাঝরাতে অভিযান শেষ হয়েছে বলে রাশিয়া জানিয়েছে। নিজস্ব ভূখণ্ডে বিমান বাহিনী ও কামান ব্যবহার করার প্রয়োজন হওয়ায় রাশিয়ায় অস্বস্তি বাড়ছে। বেলগোরোদে হামলার জন্য দায় স্বীকার করা অন্যতম গোষ্ঠী 'রাশিয়ান ভলেন্টিয়ার কর্পস' সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আশা প্রকাশ কয়েছে, যে কোনো একদিন তাদের পালিয়ে যেতে হবে না। সদ্য সমাপ্ত অভিযানে তাদের কোনো ক্ষয়ক্ষতি ও প্রাণহানি হয় নি বলেও এই গোষ্ঠী দাবি করছে। 'ফ্রিডম অফ রাশিয়া লিজিয়ন' নামের দ্বিতীয় গোষ্ঠী দাবি করছে, যে এই অভিযানে তারা রাশিয়ার এক রাইফেল কারখানার ক্ষতি ও রুশ বাহিনীর সাঁজোয়া গাড়ি ধ্বংস করেছে। রাশিয়ার নির্বাসিত বিরোধী নেত্রী ইলি পোনোমারিয়ভের নেতৃত্বে এই গোষ্ঠীর দাবি, তারা ভ্লাদিমির পুটিনকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইউক্রেনভিত্তিক রুশ জাতীয়তাবাদী নেতা ডেনিস কাপুস্টিন গত ১৭ই মে জানিয়েছিলেন, যে তাঁর 'রাশিয়ান ভলেন্টিয়ার কর্পস' গোষ্ঠী পোনোমারিয়ভের গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে কাজ করবে।

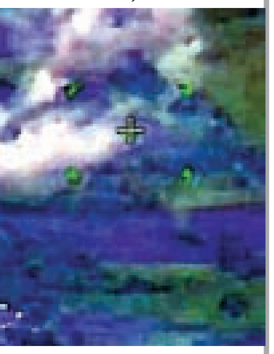

মানবপাচার ঃ ক্রিকেটের নাম ভাঙিয়ে ২৫ জনের মালয়েশিয়া যাত্রা

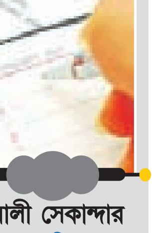

আলী সেকান্দার
প্রাবন্ধিক

একটি ক্লাবের ২৫ জন মালয়েশিয়ায় গেছেন ক্রিকেট খেলতে। গেছেন, তবে সেখানে কেউ ক্রিকেট খেলেননি। খেলবেন কী করে, তাদের কেউ ক্রিকেট তো খেলতেই জানেন না। ক্লাবের নাম হেরিটটেজ ক্লাব। ক্রিকেটে তাদের কেমন ঐতিহ্য তা আবার বিসিবিরও অজানা। ক্রিকেটের অন্তরালে মানব পাচারের এমন ঘটনা আগে কখনো ঘটেনি। এই প্রথম মালয়েশিয়ায় আন্তর্জাতিক টি টোয়েন্টি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে খেলার নাম করে ২৫ জনকে পাচার করা হয়েছে। ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহ হওয়ার পরও বিসিবির সঙ্গে যোগাযোগ না করে শুধু মুচলেকা নিয়ে মালয়েশিয়া যাওয়ার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল উত্তরার 'হেরিটেজ ক্রিকেটার্স ক্লাব'কে। অথচ দেশেবিদেশে যেকোনো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন বা অংশগ্রহণের বিষয়ে সম্পূর্ণ এখতিয়ার বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিবি)।

জাতীয় ক্রিকেট দল বিদেশে খেলতে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরে বিসিবির প্রোটোকল কর্মকর্তা উপস্থিত থেকে কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। মিডিয়ার উপস্থিতি দেখেও বিমানবন্দরে দায়িত্বরত আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা বুঝতে পারেন দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ দল বিদেশে খেলতে যাচ্ছে। গোয়েন্দা সংস্থার সদস্যদেরও ক্রিকেট দলের বিদেশ প্রত্যাগমনের বিষয়ে নোট রাখা ও যাচাইবাছাই করতে দেখা যায়। কিন্তু হেরিটেজ ক্রিকেটার্স ক্লাব দলের মালয়েশিয়ায় যাওয়ার বিষয়টি সেভাবে দেখা হয়েছে কিনা সেই প্রশ্ন থেকেই যায়।

এ বিষয়ে বিসিবির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) নিজাম উদ্দিন চৌধুরীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে তিনি বলেন, ''এটা আমাদের কোনো বিষয় না। আমাদের কোনো কিছু হলে আমরা দেখতাম। এগুলোকে আমরা অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে দেখি। কারণ, এগুলো দেখার জন্য সরকারের আলাদা বডি আছে, বিসিবির কাজ নয়। কে কোথায় চলে যাচ্ছে এটা দেখার জন্য ইমিগ্রেশন বিভাগ আছে, সরকারের আইনশৃঙ্খলা সংস্থাগুলো আছে, তারা দেখবে। এর মধ্যে আমরা কোনোভাবে জড়িত না। আমাদের কাছে কোনো কিছু জানতে চাইলে তখন সহযোগিতা করবো।''

ঘটনাটি ঘটেছে মূলত গত ১৫ জানুয়ারি হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ক্রিকেট টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের নাম করে ২৭ সদস্যের একটি দল মালয়েশিয়া যাচ্ছিল। ইমিগ্রেশন পুলিশের সন্দেহ হওয়ায় উত্তরার ৪ নম্বর সেক্টরের হেরিটেজ ক্লাবের কথিত ব্যবস্থাপক জিয়াউল আলমকে জিজ্ঞাসাবাদ করে। জিয়াউল তখন ১৬ থেকে ২২ জানুয়ারি মালয়েশিয়ায় টুর্নামেন্ট খেলে ৩০ জানুয়ারি দল নিয়ে দেশে ফেরার লিখিত প্রতিশ্রুতি দেন ইমিগ্রেশন বিভাগকে।

আসলে ২৫ জনের স্কোয়াডে ক্রিকেটার ছিল না একজনও। হেরিটেজ ক্লাবের কেউ ক্রিকেট খেলেই না। মানবপাচারকারী দলের প্রধান জিয়াউল আলম ও তার সহযোগী পলাশ হোসেন পরবর্তীতে দেশে ফিরলেও বাকিদের খোঁজ মেলেনি। ২৮ এপ্রিল জিয়াউল আলম দেশে ফিরলে তাকে আটক করে বিমানবন্দর থানায় মানবপাচার প্রতিরোধ আইনে মামলা করে ইমিগ্রেশন পুলিশ। বিসিবির কাছে হেরিটেজ ক্লাবের ব্যাপারে জানতে চেয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও জানিয়েছে পুলিশ।

বিসিবি ক্লাব ক্রিকেট হয় ঢাকার নিবন্ধিত ক্লাবগুলো নিয়ে। ঢাকা মেট্রোপলিটন ক্রিকেট কমিটি (সিসিডিএম) ক্লাব লিগ পরিচালনা করে থাকে। ঢাকা প্রিমিয়ার লিগ, প্রথম বিভাগ লিগ, দ্বিতীয় বিভাগ ও তৃতীয় বিভাগ লিগ হয়ে থাকে। তৃতীয় বিভাগ কোয়ালিফাইংও খেলা হয়। এই লিগগুলোতে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি ক্লাব বিসিবিতে নিবন্ধন করা।

এছাড়াও বেসরকারি ক্রিকেট অ্যাকাডেমিগুলো নিয়ে অ্যাকাডেমি কাপের আয়োজন করে বিসিবির গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগ। ঢাকার ক্লাব ক্রিকেট বা অ্যাকাডেমি কোথাও বিসিবির নিবন্ধিত তালিকায় হেরিটেজ ক্লাবের নাম পাওয়া যায়নি। বিসিবি গেম ডেভেলপমেন্ট বিভাগের ব্যবস্থাপক আবু ইমাম মো. কাওসার বলেন, ''আমাদের ডিজিটাল ডাটাবেজে এ ধরনের কোনো অ্যাকাডেমির নাম নেই।''

সিসিডিএম সমন্বয়ক মহিউদ্দিন বিল্লা রাসেল জানান, তাদের তালিকাতেও হেরিটেজ ক্লাব নামের চিহ্ন নেই।

মালয়েশিয়ার 'পেরাক ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন' (যে সংস্থা হেরিটজ ক্লাবকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল বলে জিয়াউল আলম দাবি করেছেন) থাকলেও জানুয়ারিতে কোনো ক্রিকেট টুর্নামেন্টের আয়োজন করেনি তারা।

গত এক যুগে বাংলাদেশ থেকে কোনো ক্রিকেট ক্লাবই বিদেশে খেলতে যায়নি। বিদেশের ক্লাব টুর্নামেন্টে খেলতেও বিসিবির অনাপত্তিপত্র লাগে। টুর্নামেন্ট বা সিরিজের আয়োজকরাও বিসিবিতে সরাসরি যোগাযোগ করে আমন্ত্রণ পাঠায়।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে হেরিটেজ ক্লাবের কাছে বিসিবির নিবন্ধন বা অনাপত্তিপত্র ইত্যাদির কিছুই ছিল না। বিসিবি সিইও নিজাম উদ্দিন জানান, এর আগে কোনোদিন হেরিটেজ ক্লাবের নামই শোনেননি। তিনি বলেন, ''আমার ধারণা, যে ধরনের ক্রিকেটের কথা বলা হচ্ছে এটা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না। কোনো ব্যক্তি পর্যায়ে বা ব্যক্তিগত উদ্যোগে আয়োজিত কিছু একটা এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগের মাধ্যমেই হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক সম্পৃক্ততা নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট দেশে বা বিদেশে খেলতে হলে বোর্ড টু বোর্ড যোগাযোগ হয়ে থাকে। ব্যক্তি বিশেষে যোগাযোগের সুযোগ নেই। আর কোনো ব্যক্তি বিশেষের যোগাযোগকে আমরা নিরুৎসাহিত করি।''

বিসিবির বাইরে বিদেশে অপেশাদার ক্রিকেট খেলতে যায় কিছু দল। বিশেষ করে সাবেক ক্রিকেটাররা (ওয়েকা) নিজেদের মধ্যে ক্রিকেট খেলে থাকেন। থাইল্যান্ডে নিয়মিতই খেলতে যান তারা। ভ্যাটারান ক্রিকেট হলেও এটা এলিটরাই খেলেন। শারীরিক, মানসিক (প্রতিবন্ধী) ক্রিকেট দলও বিদেশে খেলতে যায় প্যারা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের মাধ্যমে। সম্প্রতি বিসিবিরও একটি স্ট্যান্ডিং কমিটি করা হয়েছে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড ক্রিকেট নিয়ে। জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক আকরাম খান এ বিভাগের চেয়ারম্যান। অন্যগুলোর মতো নবগঠিত এ সংগঠনও নীতিমালা মেনেই দল বিদেশে পাঠায়।

তবে খেলাধুলার অন্তরালে বিদেশে মানব পাচারের ঘটনা আগে যে ঘটেনি, তা নয়। নানা কৌশলে আন্তর্জাতিক গেমস বা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণের নামে খেলোয়াড় বা সংগঠক সাজিয়ে কিছু কিছু ফেডারেশন বিদেশে মানব পাচার করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক সাফল্য নেই এমন কিছু ফেডারেশনের নিয়মিত দল নিয়ে ইউরোপে খেলতে যাওয়াকে সন্দেহের চোখে দেখা হচ্ছে দীর্ঘকাল ধরে। কারণ, সেসব দলের বহরে থাকা অনেকেই খেলা শেষে আর দেশে ফেরেন না।

সম্প্রতি মার্শাল আর্ট গ্রুপের একটি ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মানব পাচারের অভিযোগ উঠেছে। অল্প সময়ের ব্যবধানে তিন দফায় একটি ফেডারেশন ৫২ জনকে নিয়ে ইতালি ভ্রমণ করেছে খেলার জন্য। অথচ সেই খেলাটি দক্ষিণ এশিয়াতেও তেমন কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি।

বাংলাদেশের খেলাধুলা মানব পাচারের বড় 'মাধ্যম' ছিল না এটা যেমন সত্য তেমনি বিদেশের বৈধ আন্তর্জাতিক খেলায় অংশগ্রহণের অন্তরালে কিছু অবৈধকাজ অনেকবারই হয়েছে এটাও সত্যি। ক্রিকেটের বাইরে ছোট ছোট কিছু ফেডারেশনের বিরুদ্ধে মূলত অভিযোগ উন্নত বিশ্বে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পাশাপাশি ছোট পরিসরে মানব পাচার করে তারা। জাতীয় দলের সঙ্গে বিদেশে গিয়ে অচেনা মানুষগুলোর দেশে না ফেরা মানব পাচারের ইঙ্গিতই বহন করে।

২০০৫ সালে বিশ্ব সাঁতারে অংশগ্রহণ করতে ক্যানাডার জন্য খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তাদের বাইরেও তিনজনের ভিসা করায় ফেডারেশন। সরকারি 'জিও' থাকায় ভিসা পেতে সুবিধা হয়। বিষয়টি মিডিয়াতে আসার পর জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) দ্রুত তদন্ত করে বিশ্ব সাঁতারে দল পাঠানোর সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসে এবং ক্যানাডিয়ান হাইকমিশনে অপরিচিত তিন ব্যক্তির নামে রিপোর্ট দেয়।

২৫ ভুয়া ক্রিকেটারের মালয়েশিয়ায় পাড়ি জমানোর বিষয়টি নিয়ে জাতীয় দলের সাবেক অধিনায়ক এবং বিসিবির সাবেক প্রধান নির্বাচক ফারুক আহমেদের সঙ্গে কথা বলেছে ডয়চে ভেলে। তিনি মনে করেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর যেন না হয় আগামীতে সেদিকে সবার খুব কড়া নজর রাখা উচিত। ''এক্ষেত্রে ভিসা দেয়ার ব্যাপারে অ্যাম্বেসিগুলোকে সতর্ক থাকতে হবে। ক্রিকেটের মতো খেলায় একটি দল আবেদন করবে, সেখানে সংস্থা বা বিসিবির পেপার থাকা খুবই প্রয়োজন। অ্যাম্বেসি থেকেও বিসিবি এবং যেখান থেকে ইনভাইটেশন এসেছে সেখানে যোগাযোগ করতে পারতো।'' তিনি আরো বলেন, ''এ ধরনের বিচ্ছিন্ন দুএকটি ঘটনা ঘটতেই পারে। এতে ক্রিকেট বা বিসিবির কোনো দায় নেই। আমি বলবো যারা ভিসা প্রক্রিয়ার সাথে জড়িত থাকে, তাদের সতর্কভাবে বিষয়গুলো দেখা উচিত।''

সাময়িকী

বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কতা, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর 'জবাব'

হারুন স্বপন
কলামিস্ট

জাতীয় নির্বাচনের দিনক্ষণ চূড়ান্ত হতে এখনো অনেক বাকি। এরই মাঝে সংঘাতময় পরিস্থিতির আশঙ্কায় নিজেদের নাগরিকদের জন্য বাংলাদেশে চলাফেরায় সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীও দিয়েছেন এর পাল্টা জবাব।

যুক্তরাষ্ট্রের সতর্কবার্তাকে 'দুঃখজনক' আখ্যা দিয়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, বাংলাদেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি খুবই ভালো। বরং কেউ যুক্তরাষ্ট্রে গেলে সতর্ক করা উচিত। সেখানে শপিং মলে, স্কুলে, বারে গেলে সতর্ক থাকতে হবে। এটা খুব প্রাসঙ্গিক। বিশ্লেষক এবং মানবাধিকার কর্মীরা মনে করেন, যুক্তরাষ্ট্রের এই সতর্কবার্তা নেহায়েত রুটিন ওয়ার্কের মতো। তবে এতে একটা নেতিবাচক বার্তা যায় বলে মনে করেন তারা।

যুক্তরাষ্ট্র সতর্কতা বার্তায় বলেছে, বাংলাদেশের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ সালের জানুয়ারির আগে বা ওই সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে আশা করা হচ্ছে। নির্বাচনকে সামনে রেখে এরইমধ্যে রাজনৈতিক দলের সমাবেশ এবং অন্যান্য নির্বাচনি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক সমাবেশ এবং বিক্ষোভের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে পারে এবং এর ফলে উত্তেজনা তীব্র হতে পারে। সম্ভাব্য পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশে থাকা মার্কিন নাগরিকদের আগাম সতর্কতা মেনে চলা উচিত। নিজেদের নাগরিকদের গণজমায়েত ও বিক্ষোভের এলাকা পরিহার করার আশপাশের সেসব এলাকা নিয়ে সতর্কতা বজায় রাখার পরামর্শ দিয়ে সেখানে আরো বলা হয়, এ সময় সবাইকে স্থানীয় সংবাদগুলো পর্যবেক্ষণ করতে হবে এবং সবসময় মোবাইল ফোন চার্জ দিয়ে রাখতে হবে। দূতাবাসের পক্ষ থেকে নাগরিকদের জরুরি কোনো প্রয়োজনে যোগাযোগের জন্য দেয়া হয়েছে টেলিফোন নম্বর ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের ঠিকানা।যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকদের জন্য জারি করা সতর্কবার্তা ঢাকা এবং বাংলাদেশের অন্য শহরগুলোর জন্যও প্রযোজ্য। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আবদুল মোমেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাতার সফর নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে যুক্তরাষ্ট্রের এই সতর্কতার প্রতিক্রিয়ায় সংবাদিকদের বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক। প্রায় সাত থেকে আট মাস পর নির্বাচন হবে। আর ইতিমধ্যে মার্কিন দূতাবাস তাদের নাগরিকদের সতর্কবার্তা দিয়েছে। এটা তাদের জিজ্ঞেস করেন, কেন তারা এটা দিয়েছে? আমাদের দেশে কোনো ধরনের হত্যা নাই। রাস্তাঘাটে কেউ কাউকে গুলি করে মারে না। কোনো সভা বা মিটিংয়ে কেউ কাউকে গুলি করে মারে না। আমাদের দেশে অজ্ঞাতভাবে রাস্তাঘাটে মৃত্যুর সংখ্যা প্রায় জিরো। তার কথা, ''ইদানিং আমাদের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এত ভালো হয়েছে যে, কোথোও কোনো অপকর্ম হলে পুলিশ সত্যি সত্যি তাদের ধরে নিয়ে আসে, অল্প সময়ের মধ্যে। অভূতপূর্ব উন্নয়ন। তারা খুব ভালো কাজ করছে। খারাপ কিছু হওয়ার মতো কোনো কারণ আমাদের এখানে নেই, যার জন্য অগ্রিম একটা সতর্কবার্তা দিতে হবে।'' পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মতে, বরং কেউ কেউ যুক্তরাষ্ট্রে গেলে সতর্ক করা উচিত। সেখানে শপিং মলে, স্কুলে, বারে গেলে সতর্ক থাকতে হবে। এটা খুব প্রাসঙ্গিক। তবে এটা তাদের ব্যাপার।''

২০২১ সালের ডিসেম্বরে বাংলাশের র‍্যাব পুলিশের কয়েকজন কর্মকর্তার ওপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞার পর থেকে দুই দেশের সম্পর্কে এক ধরনের সতর্ক পরিস্থিতি চলছে। এরপর গত ডিসেম্বরে মায়ের ডাক সংগঠনের সদস্যদের সঙ্গে ঢাকার শাহীন বাগের একটি বাসায় মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস দেখা করতে গেলে সেখানে মায়ের কান্না নাসে আরেকটি সংগঠনের সদস্যরা বিক্ষোভ করেন। আর গত সপ্তাহে যুক্তরাষ্ট্রসহ ছয় দেশের দূতাবাস ও রাষ্ট্রদূতদের বাড়তি নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় বাংলাদেশ সরকার। এর আগে ২০১৮ সালের আগস্টে ঢাকায় তখনকার মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের গাড়িতে হামলা ঘটনা ঘটেছিলো। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন যেসব দেশ নিষেধাজ্ঞা দেয় তাদের সঙ্গে কোনো লেনদেন করা হবে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. রাশেদ উজ জামান মনে করেন, ওই সব ঘটনার সঙ্গে সোমবার দেয়া মার্কিন ভ্রমণ সতর্কতার সম্পর্ক নেই। এটা তারা বর্তমান রাজনৈতিক ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি বিবেচনা করে নাগরিকদের জন্য দিয়েছে। এটা শুধু তাদের দূতাবাসের কর্মকর্তাদের জন্য নয়, এখানে বসবাসকারী তাদের দেশের সব নাগরিকের জন্য।

জানা অজানা

চির বিদায়ের শেষ সজ্জায় কবিকে সাজিয়েও দিয়েছেন উমা কাজী

জগন্নাথ দত্ত

২৬শে মে বিদ্রোহের কবি কাজী নজরুল ইসলামের জন্মদিন। মহান এই কবি শেষ বয়সে প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সেবিকার যত্নে, মায়ের স্নেহে আগলে রেখেছিলেন যিনি, তিনি উমা কাজী। এই ব্রাহ্মণকন্যাটি ছিলেন কবির পুত্র কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী, বিদ্রোহী কবি নজরুলের পুত্রবধূ। কাজী নজরুল ইসলাম নিজের মাবাদেও আর একজন নারীর মধ্যে নিজের মাকে খোঁজে পেয়েছিলেন ! যে নারী সন্তানের মতো নির্বাক ও প্রায় স্মৃতিশক্তিহীন কবি নজরুলকে মায়ের ভালোবাসায় আবদ্ধ রেখেছিলেন। আর স্নেহমায়া, ভালোবাসায় দিয়ে, যে সমস্ত রকম ভেদাভেদ দূর করা যায়, তার উদাহরণ উমা কাজী এই মানুষটি। কাজী নজরুল এর বড় ছেলে কাজী সব্যসাচীর স্ত্রী, অর্থাৎ নজরুলের পুত্রবধূ।

আসলে, তিনি ছিলেন উমা মুখোপাধ্যায়। হিন্দু ও ব্রাহ্মণ পরিবারের কন্যা হয়েও মুসলিম পরিবারের পুত্রবধূ হয়েছিলেন ! সেই অনেক বছর আগে। উমার বাবা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং মা বাদলা মুখোপাধ্যায়। তার জন্ম বর্ধমানের কাটোয়া অঞ্চলে।

লেখাপড়া শেষ করে কলকাতার 'লেডি ডাফরিন মেডিকেল হাসপাতাল' থেকে ট্রেনিং নিয়ে নার্স হয়েছিলেন উমা মুখোপাধ্যায়। থাকতেন সেখানকার নার্সিং হোস্টেলেই। ছোটকাল, থেকেই সেবিকা হতে চাইতেন তিনি। সেখানকারই এক হেড নার্স ঊষা দিদি, উমাকে এক নতুন পথের দিশা দেখান। উমাকে তিনি নিয়ে যান অসুস্থ বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের বাড়ীতে। কবির সেবা করার জন্য প্রয়োজন ছিল এক নার্সের। নির্বাক কবি তখন কলকাতার মানিকতলায় থাকতেন। নানা অসুস্থতায় জর্জরিত হলেও, দুই বাংলাতেই সমান্তরারালে তখন কবিকে নিয়ে কোনো অংশে উন্মাদনা কম নয়! এমনই সময়ে কবির মাথার কাছে গিয়ে বসলেন তরুণী উমা। নজরুলের স্ত্রী প্রমীলা দেবী বলেছিলেন, তুমি কি পারবে মা কবির সেবা করতে ঐ যে দ্যাখো, উঁনি খবরের কাগজ ছিঁড়ছেন। উঁনি এখন শিশুর মতো।এ প্রশ্নের উত্তরে উমা বলেছিলেন, আমরা তো কলকাতার হাসপাতালে শিশু বিভাগেই ডিউটি করেছি। কবি যদি শিশুর মতো হন, তবে নিশ্চয়ই পারবো।

সেবা ও স্নেহের পথ পরিক্রমায় উমাই হয়ে উঠলেন কবি নজরুলের প্রিয় মানুষ। তাঁকে স্নান করানো, খাওয়ানো, দেখভাল করা, গল্প শোনানো। উমার হাতের স্পর্শ যেন কবির কাছে মায়ের আঁচলের মতো হয়ে ওঠে। কিন্তু এরই মধ্যে উমার সেবার মনোবৃত্তি দেখে, মিষ্টি ব্যবহার দেখে কবির বড় ছেলে কাজী সব্যসাচী,উমার প্রেমে পড়ে গেলেন । উমাও সব্যসাচীকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবেসে ফেললেন। বিয়ে হল ব্রাহ্মণের মেয়ের সঙ্গে মুসলিম ছেলের। সৃষ্টিকর্তার উপর বিশ্বাস রেখে, উমা মুসলিম পরিবারকে আপন করে নিলেন। মুসলিম ধর্মান্তরে উমা মুখোপাধ্যায় হয়ে গেলেন, উমা কাজী। কবি ও কবিপত্নী প্রমীলা নজরুলও এমন এক মেয়েকে ঘরের বৌমা হিসেবে পেয়ে খুশি হলেন। উমা মুসলিম পদবী গ্রহণ করলেও, তাঁর নামে থেকে গেল দুর্গার চিহ্ন। শাশুড়ি প্রমীলাদেবী উমা বৌমাকে নিজের মেয়ের মতোই ভালোবাসতেন। এদিকে কবি নিজেও বৌমা অন্তঃপ্রাণ। বৌমা চন্দন সাবান দিয়ে স্নান করিয়ে না দিলে স্নান করবেন না নজরুল, দাঁড়ি বৌমাই কেটে দেবে, খাইয়ে দেবে বৌমা। আদরের বৌমার কাছে শিশুর মতো আবদার বায়না করতেন কবি। এমনকি পরিধেয় জামাকাপড়ে নীল বোতলের আতরসুগন্ধিও বৌমাকেই লাগিয়ে দিতে হবে। উমা একদিকে নিজের নতুন সংসার সামলাচ্ছেন আর অন্যদিকে কবিকেও সামলাচ্ছেন। ধীরে ধীরে এল সব্যসাচী-উমার ঘরে তিন সন্তান, মিষ্টি কাজী, খিলখিল কাজী এবং বাবুল কাজী। তিন নাতিনাতনি দাদা নজরুলের কাছেই থাকত বেশি সময়। কবিও তো শিশুর মতোই। সন্তানদের সঙ্গেই কবিকেও আসন পেতে বসিয়ে ভাত খাইয়ে দিতেন উমা কাজী। পরবর্তীতে, বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামকে সুস্থ করতে দুটি মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়, যে বোর্ডের সদস্যদের কবির সমস্যাগুলি বুঝিয়ে দিতে যেতেন, উমা নিজেই । কিভাবে কবির স্মৃতিশক্তি ফেরানো যাবে, কথা বলানো যাবে, এ সব ভাল করে শুনে সেবার ধরণও বুঝে নিতেন উমা। পাশাপাশি স্বামীর খেয়াল রাখা থেকে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনা, সবটাই দেখতেন উমা কাজী।

এরি মধ্যে কবিপত্নী প্রমীলা দেবী অসুস্থ হয়ে পড়লেন। শাশুড়ির সব দেখভালের দায়িত্বও নিলেন উমা কাজীই। কবির আগেই চলে গেলেন কবিপত্নী। দীর্ঘ ৩৮ বছরের সংসার জীবনের পর, ১৯৬২ সালের ৩০শে জুন মাত্র ৫২ বছর বয়সে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন প্রমীলা কাজী। তাঁকে কলকাতা থেকে চুরুলিয়া নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে হাজী পাহালোয়ানের দরগার পাশে কবিপত্নীকে সমাহিত করা হয়। ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানএর উদ্যোগে স্বপরিবারে কবিকে বাংলাদেশে আনা হয়। ধানমন্ডির ২৮ নম্বর রোডে (বর্তমান নজরুল ইনস্টিটিউট সংলগ্ন) কবি ভবনে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁরা বসবাস শুরু করেন। কাজী সব্যসাচী কর্মসূত্রে কলকাতায় থেকে গেলেও উমা কাজী কবিকে দেখার জন্য ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঢাকায় চলে আসেন। ধানমণ্ডির বাড়িতে নজরুল নাতিনাতনি নিয়ে খেলা করতেন, বাগানে ঘুরে বেড়াতেন। কবির জন্মদিন পালন হতো বেশ বড় করে। অতিথিরা আসতেন, কবিকে সবাই মালা পরাতেন । কবি সেইসব মালা পরে খিলখিল করে হাসতেন। হারমোনিয়াম দেখিয়ে সবাইকে বলতেন গান করতে। নাতিনাতনিরাও নজরুল সঙ্গীত গাইতেন। নির্বাক কবিই কখনও হেসে উঠতেন আবার কখনও নির্বাক হয়ে অঝোর ধারায় কেঁদে যেতেন। একটার পর একটা নিজের সৃষ্টি শুনে। সব যন্ত্রণা যেন গানে গানে ঝরে পড়ত কবির চোখের জলে।

জীবনের শেষ দিকে বিছানাতে স্থায়ী ঠিকানা হলো কবির। পরিস্কারপরিচ্ছন্ন করতেন উমা। তিনি যে সেবিকা থেকে ততদিনে তিনি যে কবির 'মা' হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তো এত কিছুর মধ্যেও এতটুকু ফাঁকফোঁকর পড়েনি। ছেলেমেয়েদেরকে বড় করার বা শাশুড়ির অবর্তমানে সমগ্র সংসার সামলানোর বা কাজী সব্যসাচীর যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে উঠার।

২৯ আগস্ট ১৯৭৬ সালে বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল প্রয়াত হন। চির বিদায়ের শেষ সজ্জায় কবিকে সাজিয়েও দিয়েছেন উমা কাজী।

পাঠকের চিঠি

দীক্ষা নেওয়া টা যেন লোক দেখানো ও ফ্যাশন না হয়

আধ্যাত্মিক জীবনের জন্য ও ভগবান কে লাভ করার জন্য দীক্ষার প্রয়োজন আছে।দীক্ষা মানে ধর্ম গুরুর কাছে ভগবানের মন্ত্র বা নাম নেওয়া বা গুরুকরণ করা।শাস্ত্রে আছে,,বিনা গুরুতে জ্ঞান হয় না।শুধু ধর্ম জীবনে নয় জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে গুরুর প্রয়োজন আছে।কিছু শিখতে হলে ও জানতে হলে গুরু ধরতেই হবে।সেইরূপ ভগবান কে লাভ করতে হলে সাধন ভজন দরকার।সাধন ভজনের জন্য গুরু দরকার ও মন্ত্র দরকার।আমাদের হিন্দু ধর্মে অনেক দেব দেবী আছেন,ভগবানের অনেক নাম,অনেক রূপ কিন্তু মুলত ঈশ্বর এক নাম অনেক।ভগবান অনেক নয় তবে তাকে আমরা নানা নামে ডাকি ও বিভিন্ন পথ ও মতে সাধন ভজন করি।ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব তাই বলেছেন,,যত মত,তত পথ।এক রাম তার হাজার নাম।যার যে নামে ও যে রূপে ভগবান কে ভালো লাগে সে সেই নাম নেয় গুরুর কাছে ও সাধন ভজন করে।যারা শিব মন্ত্র নেয় তাদের শৈব বলা হয়,যারা বিষ্ণু মন্ত্র নেয় তাদের বৈষ্ণব বলা হয় যারা দুর্গা বা কালী মন্ত্র নেয় তাদের শাক্ত বলা হয়।আরো অনেক মত ও পথ আছে।যারা নিরাকার বাদী তারা নিরাকার পরব্রহ্মের উপাসনা করে তবে তারাও গুরু করে ও মন্ত্র নেয়।আজকাল আবার অনেকেই রামকৃষ্ণ ঠাকুরের নাম,অনুকূল ঠাকুরের নাম,প্রণবানন্দের নাম,নিগমানন্দের নাম,সাঁই বাবা,লোকনাথ বাবা আদির নাম নিয়ে থাকেন ও গুরু করে থাকেন।এ ছাড়াও কুল পূরহিত ও গোস্বামী রাও মন্ত্র দিয়ে শিষ্য করে থাকেন। এই যুগে অনেক বাবা সিদ্ধ গুরু অবতার সেজে মানুষ কে মন্ত্র দিয়ে ভক্ত বানায়,ধর্মের নামে নানাবিধ পাপাচার ও ব্যাভিচার করে ও সম্ভোগ থেকে সমাধি তে নিয়ে যায়।এই সব অনেক ভন্ড বাবা বর্তমানে জেলের ভাত খাচ্ছেন।তাই ঠাকুর রামকৃষ্ণ দেব বলেছেন,,ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন।গুরু কে দিনে দেখবি,রাতে দেখবি ,ভালো করে বাজিয়ে নিবি তবে গুরু করবি ও গুরু বলে মানবি।আজ কাল দীক্ষা নেওয়া ও গুরু করা ফ্যাশন ও লোক দেখানোর মত হয়ে গেছে।মনে ভাব নেই,ভক্তি নেই,ভগবানের প্রতি বিশ্বাস ও ভালোবাসা নেই।তাকে জানার ও লাভ করার জন্য মনে ব্যাকুলতা নেই,সবাই দীক্ষা নিচ্ছে চলো আমি ও নিয়ে নি।এ ছাড়া অনেক গুরু বাবারা কারো দীক্ষা নেওয়ার ইচ্ছে নেই তবু জোর করে দীক্ষা দিয়ে দেন তাদের ব্যবসা টাকেও চ্যানেলটাকে ঠিক রাখার জন্য।এ সব করা উচিত নয়।যার মনে প্রকৃত ই ভক্তি ভাবের উদয় হয়েছে,যে ভগবানের পথে যেতে চায়,সাধন ভজন করে ভগবান কে লাভ করতে চায়,ধর্ম জীবন ও আধ্যাত্ম জীবন যাপন করতে চায় তাকেই দীক্ষা দেওয়া উচিত বা তারই দীক্ষা নেওয়া উচিৎ।হুজুগ করে দীক্ষা নেওয়া উচিৎ নয় বা জোর করে কাউকে যেখানে সেখানে যে কেউ দীক্ষা দেওয়া উচিৎ নয়।দীক্ষা দিলে ও গুরু হলে শিষ্যের সব পাপ গ্রহন করতে হয়।মন্ত্র নিলে ও গুরু করলে তাই খুব অনুশাসিত ভাবে,পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করতে হয় তবেই দীক্ষা নেওয়ার সার্থকতা।দীক্ষা নিয়ে নিয়মিত জপ ধ্যান করবো না,গুরুর আদেশ পালন করবো না,মঠ,মন্দির ও আশ্রমে যাবো না ,সৎ সঙ্গ করবো না,সৎ গ্রন্থ পাঠ করবো না তাহলে দীক্ষা না নেওয়াই ভালো। তাই দীক্ষা যেন লোক দেখানো ও ফ্যাশন না হয় এতে নিজেরও মঙ্গল আবার গুরুর ও মঙ্গল।

সুনীল কুমার দে,জামশেদপুর

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি-৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জ্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফ্যাক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

জুলাই মাসের শেষে ২২৭৬৫ টি পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হবে বলে ঘোষণা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

২৫ মে আয়োজিত নিযুক্তি সমারোহে অংশগ্রহণের জন্য প্রত্যেককে একটি করে পরিচয় পত্র সঙ্গে নিয়ে আসার আহ্বান

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ আগামী ২৫ মে গুয়াহাটি মহানগরের খানাপাড়াস্থ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের ময়দানে এক বিশাল নিযুক্তি সমারোহের আয়োজন করা হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারি চাকরি পাওয়া প্রত্যেক প্রার্থীকে নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উপস্থিতিতে রাজ্যের ৪৪৭০৩ জন প্রার্থীকে নিযুক্তিপত্র তুলে দেওয়া হবে। বেলা ৩ টা থেকে এই নিযুক্তি সমারোহ শুরু হবে। একই দিনে গুয়াহাটি মহানগরের পাঞ্জাবাড়ি স্থিত শ্রীমন্ত শংকরদের কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রাজ্যে ন্যাশনাল ফ্রান্সিক ইউনিভার্সিটির আনুষ্ঠানিক ভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ইতিমধ্যে যারা সরকারি চাকরি পেয়ে ২৫ মে নিযুক্তি পত্র নিতে আসছেন তাদের প্রত্যেককে অভিনন্দন জানানো হচ্ছে। কিন্তু যারা এই সুযোগ পাননি তাদের মন খারাপ করার প্রয়োজন নেই। তারা যেন নিজেদের কঠোর পরিশ্রম এবং লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন। কারণ জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে ২২৭৬৫ টি পদের জন্য বিজ্ঞাপন প্রকাশ হতে চলেছে। এই নিযুক্তি প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ বিভাগের তিনটি কোম্পানির অধীনে ২৫০০ টি পদের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হবে। তাছাড়া কৃষি বিভাগের তৃতীয় বর্গের এক্সটেনশন অ্যাসিস্ট্যান্টের ২৫০০ একটি পথ থাকবে। পুলিশ বিভাগে ২০০০ টি পদ, স্বাস্থ্য বিভাগে ৬০০ টি পদ, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের তৃতীয় বর্গের জন্য ২৫১৯ টি পদ, চতুর্থ বিভাগের ১৩৪৭ টি পদ, পঞ্চায়েত সচিব সহ পঞ্চায়েত এবং গ্রামোন্নয়ন বিভাগের ১০০০ টি পদ, শিক্ষা বিভাগের অধীনে প্রাথমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিকের জন্য ১০২১৯ টি পদ থাকবে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন ওভারলেপিং সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা অভিযোগ ওঠে। ফলে জুলাই মাসে প্রকাশযোগ্য ২২৭৬৫ টি পদের জন্য বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার পর সরকারের এক লক্ষ চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতির জায়গায় এই সংখ্যা দাঁড়াবে প্রায় এক লক্ষ ১৫ হাজার। তিনি জানান আগামী ২৫ মে আয়োজিত নিযুক্তি সমারোহের ৪৫০০০ টি পদের জন্য নিযুক্তির পত্র তুলে দেওয়া নির্ধারিত ছিল। কিন্তু বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থীদের ক্ষেত্রে কিছুটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। বেশ কয়েকজন বিশেষভাবে সক্ষম প্রার্থী নিজেদের শারীরিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। এর ফলে সেদিন ৪৫০০০ এর পরিবর্তে ৪৪৭০৩ জন প্রার্থীকে নিযুক্তিপত্র বিতরণ করা হবে বলে উল্লেখ করেছেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান স্টেট লেভেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের মাধ্যমে তৃতীয় বর্গের জন্য ১১০৪৮ এবং চতুর্থ বর্গের অধীনে ১৩৭৩৯ জন নিযুক্তি পেয়েছেন। তাছাড়া অসম পুলিশের অধীনের পরীক্ষায় মোট ৫৪২১ জন প্রার্থী সফল হয়েছেন। এরমধ্যে অসম পুলিশের ১২০০, এপিআরও অর্থাৎ পুলিশের রেডিও বিভাগে ৫৫৩ জন, অগ্নি বাহিনীতে ৩৯ জন, হোম গার্ড ৩০৭ জন, কারাগার বিভাগে ৩০১ জন, আবগারি বিভাগে ২২২ জন এবং বন বিভাগে ২৭২০ জন রয়েছেন। তাছাড়া জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে নিহত হওয়া ২৩১ পুলিশ অফিসারদের পরিবারের সদস্যদের চাকরি দেওয়ার সরকারের প্রতিশ্রুতি হিসাবে ইতিমধ্যে শ্রীমন্ত শংকরদের কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ১০০ জনকে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। বাকিদের ২৫ মে আয়োজিত সমারোহে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন গত বছরের অসম পুলিশের নিযুক্তির ক্ষেত্রে ৪১১ জন প্রার্থীর ক্ষেত্রে ভুয়া কম্পিউটার সার্টিফিকেট সংক্রান্তে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। এবার এর মধ্যে ৩৫৯ জন যোগ্য প্রার্থীকে সেদিন নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি।

একইভাবে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনে এএনএম, জেএনএম নার্স সহ লক্ষিমপুর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাসপাতালের তৃতীয় এবং চতুর্থ বর্গ মিলিয়ে মোট ৫২৮১ জন প্রার্থীকে নিযুক্তি পত্র তুলে দেওয়া হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন শিক্ষা বিভাগের হাইআর এডুকেশনের অন্তর্গত মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং কর্মচারীদের মিলিয়ে মোট ৭০৪ জন প্রার্থী রয়েছেন। এরমধ্যে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হিসাবে নিযুক্তি পাবেন ৪২১ জন। এদিন প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষক হিসেবে ৪৪৩৭ জন প্রার্থীকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে। তাছাড়া ২৩৩২ জন উচ্চ মাধ্যমিকের গ্র্যাজুয়েট শিক্ষক নিযুক্তিপত্র পাবেন। শিক্ষা বিভাগে সর্বমোট ৭৪৬৩ জন প্রার্থীকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে বলে জানালেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন অসমের বাইরের প্রার্থীকে শিক্ষা বিভাগে নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে একাংশ সংবাদ মাধ্যমে ভুল তথ্য প্রকাশ পেয়েছে। শিক্ষা বিভাগে একজন প্রার্থীও রাজ্যের বাইরে নয় বলে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলেন সরকার রাজ্যের বাইরের প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া বন্ধ করেছিল। কিন্তু সরকারের এই পদক্ষেপ সংবিধান বিরোধী বলে আদালত ইতিমধ্যে রায় দান করেছে। ফলে সরকার এক্ষেত্রে জোর করতে পারে না। কিন্তু এই নিযুক্তির প্রক্রিয়ায় শিক্ষা বিভাগের অধীনে বাইরের কোনো প্রার্থীকে চাকরি দেওয়া হয়নি বলে ফের স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

রাজ্যের সোশ্যাল জাস্টিস এম্পাওয়ার্ড বিভাগের অধীনে বিশেষভাবে সক্ষম ৩২২ জনকে নিযুক্তিপত্র দেওয়া হবে। ক্রীড়া বিভাগের অধীনে ১৩৪ টি টেকনিক্যাল পোস্ট রয়েছে। তাছাড়া কৃষি বিভাগের অধীনে ২১১টি গেজেটেড পোস্ট রয়েছে বলে জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন স্বাস্থ্য বিভাগের এনএইচএম নার্সদের ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত চাকরির সুযোগ থাকবে। এর বাইরে সরকার নিযুক্তি দেওয়া প্রতিটি চাকরি রেগুলার সরকারি চাকরি। কোন ধরনের টেম্পারারি অথবা চুক্তি সাপেক্ষের চাকরি নয় বলে জানান তিনি। এই নিযুক্তির প্রক্রিয়া সম্পন্ন হলে সরকারের দেওয়া ৮৮০০০ হাজার চাকরি সম্পূর্ণ হবে। তাছাড়া তৃতীয় বর্গের অধীনে ১৯৮ জন এবং চতুর্থ বর্গের অধীনে ৬৩৭ জন প্রার্থীর অতিরিক্ত মেধাযুক্ত তালিকা সরকার প্রস্তুত করেছে। পদ কম থাকার ফলে একই কাট অফ মার্ক পেয়েও এই প্রার্থীরা চাকরি পাননি। জন্মের তারিখ হিসেবে অন্যান্যদের এক্ষেত্রে চাকরি দেওয়া হয়েছে। ফলে এবার বাকি থাকা মোট ৮৩৫ জন প্রার্থীর চাকরি আগামী জুলাই মাসের প্রথম দিকে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন এর ফলে সরকারের চাকরি দেওয়ার সংখ্যা ৮৯০০০ হবে।

আগামী ২৫ মে আয়োজিত নিযুক্তি সমারোহে বেলা তিনটা থেকে সাড়ে তিনটার মধ্যে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এসে উপস্থিত হবেন। তবে তিনি গুয়াহাটি এসে পৌঁছাবেন দুপুর বারোটা নাগাদ। ফলে প্রার্থীদের দুপুর আড়াই টার মধ্যে সেখানে উপস্থিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অনুষ্ঠান ১ থেকে দেড় ঘন্টা পর্যন্ত চলবে। এরপরেই প্রার্থীদের জানিয়ে দেওয়া হবে কিভাবে তারা নিযোগপত্র হাতে পাবেন। তবে সেই অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীকে নিজেদের একটি করে হলেও পরিচয় পত্র সঙ্গে আনার কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন আধার কার্ড কিংবা ড্রাইভিং লাইসেন্স এই ধরনের যেকোনো পরিচয়পত্র সঙ্গে আনলে হবে। নিযোগপত্র হাতে পাওয়ার পর জুনের এক তারিখ থেকে ১৫ তারিখের মধ্যে নির্ধারিত বিভাগে যোগদান করার সময় থাকবে। জুনের ১৫ তারিখের মধ্যে যোগদান না করলে সেই প্রার্থী চাকরির জন্য ইচ্ছুক নন বলে ধরে নেওয়া হবে। তাছাড়া প্রার্থীদের নির্ধারিত বিভাগীয় প্রশিক্ষণে অংশ নিতে হবে। সরকার জারি করা অধ্যাদেশের মাধ্যমে নতুনভাবে চাকরি পাওয়া প্রত্যেক প্রার্থীকে প্রয়োজন অনুসারে অন্য বিভাগে ব্যবহার করা যাবে। তবে পুরনো সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ বলবৎ হবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন পূর্ত বিভাগে ৩০০০ চতুর্থ বর্গের কর্মচারীদের নিযুক্তি দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগে এতো কর্মচারীর প্রয়োজন নেই। ফলে এবার এই প্রার্থীদের অন্য বিভাগে ব্যবহার করা হবে বলে জানালেন তিনি।

অন্যদিকে শিক্ষাবিভাগের চাকরির ক্ষেত্রে টেট, বিএড এবং উচ্চতর মাধ্যমিকের মার্কশিটে তারতম দেখা গেছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন অসমের শিক্ষার্থীরা বিহার পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি রাজ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএড পরীক্ষায় বেশি সংখ্যক মার্ক নিয়ে আসছেন। ফলে রাজ্যের গতানুগতিক অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের এক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। ফলে এবার একটি লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এবার থেকে টেট, বিএড এবং উচ্চতর মাধ্যমিকের মার্কশিটে থাকা যোগ্য নাম্বার এর পরেও প্রার্থীদের একটি লিখিত পরীক্ষায় বসতে হবে। সেই লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই সরকারি শিক্ষকের চাকরি পাবেন বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। অন্যদিকে মাস্টাররোল শিক্ষকদের চাকরির নিয়মিত করা না হলেও ২০০৫ সালের আগে নিযুক্তি পাওয়া দের সরকারি শিক্ষকদের হিসাবে বেতন দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী জানান সোশ্যাল জাস্টিস এম্পাওয়ার্ড বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগের বিশেষভাবে সক্ষম ২১৭ জন প্রার্থীকে অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এই প্রার্থীরা ভুয়া সার্টিফিকেট দিয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। মূলত কানের ক্ষেত্রে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। প্রার্থীরা সার্টিফিকেট দিয়েছে ওরা কানে শুনতে পারেন না কিন্তু পরীক্ষায় দেখা গেছে তারা কানে শুনছেন। এই মামলায় এক হাজারের অধিক ব্যক্তি গ্রেপ্তার হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন বহু বিভাগের জয়েন ডাইরেক্টর পর্যন্ত গ্রেপ্তার হবেন। যারা এই প্রার্থীদের সার্টিফিকেট দিয়েছেন তারাই গ্রেপ্তার হবেন বলে সাবধান করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

রাজনীতির ময়দানে সংঘাতের দামামা

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের রাজনীতি ফের সংঘাতময় হয়ে উঠছে। মঙ্গলবার ঢাকা ও রাজশাহীর সংঘাতসহ গত কয়েকদিনের সংঘাত-সংঘর্ষ সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। বিএনপি শনিবার নতুন কর্মসূচি দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আর আওয়ামী লীগ শান্তি সমাবেশের পরিবর্তে প্রতিরোধ কর্মসূচি শুরু করেছে। বিশ্লেষক এবং মানবাধিকার কর্মীরা মনে করছেন, রাজনীতি যেভাবে অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে তাতে সংঘাত আরো বাড়বে। রাজনৈতিক দলগুলো নমনীয় না হলে উন্নয়ন সহযোগীদের চেষ্টাও তেমন কাজে আসবে বলে তারা মনে করছেন না। পটুয়াখালী, খুলনা এবং নেত্রকোনার পর বৃহস্পতিবার ঢাকা ও রাজশাহীর ঘটনা আতঙ্ক ছড়িয়েছে। ঢাকার ধানমন্ডিতে পুলিশের সঙ্গে বিএনপির নেতাকর্মীদের ব্যাপক সংঘর্ষ হয়েছে। একটি বিআরটিসি বাসে আগুন দেয়া হয়েছে। রাজশাহীতে বিএনপি অফিসে তালা লাগিয়ে দিয়েছে পুলিশ। বিএনপি নেতারা সাম্প্রতিক এই সংঘাতের জন্য আওয়ামী লীগ এবং পুলিশকে দায়ী করেছে। তাদের কথা যে কোনো পরিস্থিতিতে তারা আন্দোলন আরো জোরদার করবে। আর আওয়ামী লীগ বলছে, ইচ্ছকৃতভাবে সংঘাত সৃষ্টি করে বিএনপি দেশে একটি অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা করছে। তাদের প্রতিরোধ করবে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ আপাতত বিএনপিকে কোনো ধরনের ছাড় দিতে প্রস্তুত নয়। রাজশাহীতে জনসভায় বিএনপি নেতার শেখ হাসিনাকে হত্যার হুমকির ঘটনা উল্লেখ করে আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক এস এম কামাল হোসেন বলেন, বিএনপির উচিত ছিল ওই নেতাকে দল থেকে অব্যাহতি দেয়া, কিন্তু তারা সেটা করেনি। ওই নেতা যা বলেছেন তা আসলে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও তারেক জিয়ারই কথা। তাই আমরা এখন থেকে আর শান্তি সমাবেশ নয়, বিএনপি-জামায়াতকে প্রতিরোধ করবো। তার কথা, ঢাকার ধানমন্ডিসহ কয়েকদিনে যেসব ঘটনা ঘটেছে, তা বিএনপি পরিকল্পিতভাবেই করেছে। নয়তো বিএনপির লোকজনের হাতে ধানমন্ডিতে বাঁশের লাঠি আসলো কীভাবে?

তিনি স্বীকার করেন, পরিস্থিতি যে দিকে যাচ্ছে তাতে দেশে সংঘাতময় পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। তবে এরজন্য তিনি বিএনপিকে দায়ী করে বলেন, আমরা জনগণকে সাথে নিয়ে তাদের প্রতিরোধ করবো। তারা যাতে কোনো অরাজক পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে না পারে আমরা তা দেখবো। আওয়ামী লীগই যদি প্রতিরোধ করে তাহলে আইনশৃঙ্খলা বাহিনির কাজ কী? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনি তাদের কাজ করবে। কিন্তু দেশের মানুষের পাশে দাঁড়ানো আমাদের দায়িত্ব। আপাতত বিএনপির সঙ্গে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই এমন মত ব্যক্ত করে তিনি বলেন, খুনিদের সাথে কিসের আলোচনা? আর বিএনপি যদি এইসব অরাজকতা বন্ধ করে নির্বাচনে আসে, অতীতের ভুল স্বীকার করে, তখন আলোচনার বিষয়ে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী ভেবে দেখবেন। এর জবাবে বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক সৈয়দ এমরান সালেহ প্রিন্স বলেন, দেশের এই পরিস্থিতির জন্য সরকার ও আওয়ামী লীগ দায়ী। পরিস্থিতি আরো সংঘাতময় হতে পারে সরকারের কারণে। বিএনপির পদযাত্রা সমাবেশে হামলা হচ্ছে। নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। তারা জোর করে ক্ষমতা দখলে রাখতে চায়। কিন্তু এসব করে আমাদের দমানো যাবে না। এই সরকারকে বিদায় করতে আমরা আরো কঠোর কর্মসূচি দেবো। ধানমন্ডির ঘটনা সরকার পুলিশকে দিয়ে ঘটিয়েছে- এমন দাবি করে তিনি বলেন, তারা শুধু মিছিল, সমাবেশে নয়, নেতাকর্মীদের বাড়িঘরেও হামলা করছে। তারা দেশকে একটা সংঘাতময় পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিয়ে ফায়দা নিতে চাইছে। তারা আমাদের কর্মসূচির পাল্টা কর্মসূচি দিয়ে পরিস্থিতি আরো খারাপ করছে। সংঘাত বাড়াচ্ছে। তিনি আরেক প্রশ্নের জবাবে বলেন, প্রধানমন্ত্রী তো নিজেই বলেছেন, আমাদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন না। আর আলোচনার কী আছে? আমাদের দাবি মেনে সরকার পদত্যাগ করে নির্দলীয় নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দিলেই তো ঝামেলা মিটে যায়। আলোচনা করার তো আর দরকার নেই। এদিকে ২৬ মে বিএনপির চলমান পদযাত্রা কর্মসূচি শেষ হচ্ছে। শনিবার তাদের নতুন কর্মসূচি দেয়ার কথা রয়েছে। বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, কর্মসূচ হবে এক দফার এই সরকারের বিদায়।

মানবাধিকার কর্মী নূর খান বলেন, মৃত্যুর হুমকি আর প্রতিরোধের হুমকি এই দুই মিলিয়ে পরিস্থিতি সংঘাতের দিকে যাচ্ছে। রাজনীতিতে অসহিষ্ণুতা বাড়ছে। পাল্টাপাল্টি কর্মসূচি পরিস্থিতি জটিল করছে। গত কয়েকদিনে যে সংঘাতের ঘটনা ঘটেছে তাতে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাবে বলেই মনে হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতাদের ভাষাও যুদ্ধংদেহী। আগেও আমরা নির্বাচনের আগে দেশে সংঘাত অরাজকতা দেখেছি। তিনি মনে করেন, ধানমন্ডির সংঘাতের ঘটনা পুলিশ চাইলে এড়াতে পারতো। কিন্তু পুলিশকে দীর্ঘদিন ধরে দলীয়ভাবে ব্যবহার করায় তাদের মধ্যে দলীয় আচরণ ঢুকে গেছে। তাদের অতীতে কোনো শক্ত বার্তা দেয়া হয়নি। এখনই শক্ত বার্তা না দেয়া হলে তাদের আচরণে কোনো পরিবর্তন আসবে বলে মনে হয় না। তার কথা, দেশে নির্বাচন ব্যবস্থা নিয়ে তো সংকট আছেই। এটা নিয়ে প্রধান দুই দল দুই দিকে অবস্থান করছে। এখন পর্যন্ত আলোচনার মাধ্যমে সংকট নিরসনের কোনো উদ্যোগ নেই। ফলে পরিস্থিতি খারাপের দিকে যেতে বাধ্য। আর রাজনৈতি বিশ্লেষক এবং ঢাকা বিশবিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন বলেন, দুইটি দলই যদি অনড় অবস্থানে থাকে, তাহলে তো সংঘাত হবেই। তাদের মধ্যে কোনো আলোচনা বা সমঝোতার লক্ষণ দেখছি না। আর বাংলাদেশে এটা কোনো নতুন ঘটনা নয়। নির্বাচনের আগে আমরা অতীতেও এই ধরনের সংঘাতময় পরিস্থিতি দেখেছি। তিনি বলেন, এই ধরনের পরিস্থিতি আরো ঘোলাটে করতে বিভিন্ন দেশি-বিদেশি পক্ষও কাজ করে। তাদের নানা ধরনের স্বার্থ থাকে। তারা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে তাদের স্বার্থ আদায় করতে চায়। নূর খান আরো মনে করেন, আসলে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা না থাকলে বিদেশিরা তেমন কিছু করতে পারে না।তারপরও তাদের গণতন্ত্র, নির্বাচন, সুশাসন নিয়ে কথা থাকে। সেটা কাজে দেয়। তারা ভিতরে ভিতরে হয়তো একটা সমঝোতার পথ দেখাতে পারেন। কিন্তু বাংলাদেশের বিষয় বাংলাদেশের লোকজনকেই সমাধান করতে হবে।

আর শেখ হাফিজুর রহমান কার্জন মনে করেন, বিদেশিদের অন্য উদ্দেশ্যও থাকে। তারপরও ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের ব্যাপারে আন্দোলনের বাইরেও বিদেশিদের একটা রোল ছিল। ওয়ান ইলেভেনের সময় টু মাইনাস থিওরি থেকে সেনা সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের রণেভঙ্গ দেয়ার পিছনেও তারা সক্রিয় ছিলেন।

এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্তে দোষীরা শাস্তি পাবে বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

প্রয়োজনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত দেওয়া হবে

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ সারা রাজ্য জুড়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর ক্ষেত্রে একটি সরকার যতটুকু করতে পারে সবই করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। তিনি বলেন সিবিআই তদন্ত দেওয়ার পরেও যদি প্রয়োজন অনুভব হয় তাহলে এক্ষেত্রে বিচার বিভাগীয় তদন্ত ঘোষণা করা হবে। সিবিআই তদন্তে দোষী সাব্যস্ত হওয়া প্রতিজন ব্যক্তি কারাগারে যাবে বলে জানিয়ে দিয়েছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুর স্থিত অসম সচিবালয় জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এসআই জোনমণি রাভার মৃত্যুর তদন্ত সম্পর্কে নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন নগাঁও এর পুলিশ সুপার লীনা দলৈ ঘটনা সঙ্গে জড়িত হওয়ার পরেও তাকে হাইলাকান্দি জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে বদলি করা হয়েছে এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের উত্থাপন করা প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন সম্পূর্ণ ঘটনার ক্ষেত্রে সিবিআই তদন্ত দেওয়া হয়েছে। ফলে এবার এই সংক্রান্তে সরকারের কোনো কিছু করনীয় নেই। ফলে এবার সিবিআই তদন্তে যেটা বেরোবে সেই হিসেবে ব্যবস্থা হবে। শুধুমাত্র থানায় রজ্জু করা এজাহারে নাম থাকলেই দোষী সাব্যস্ত হয়েছে বলে ধরা যায় না। তদন্তে দোষী বেরোলেই দোষী হিসাবে বিবেচিত হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

উল্লেখ্য এসআই জোনমণি রাভার মাতৃ জখলাবন্দা থানায় এজাহার দাখিল করে নিজের মেয়ের মৃত্যুর জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তিকে দায়ী করেছেন। অন্যদিকে জোনমণিকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ উত্থাপন করা লক্ষিমপুরের জনৈকা হাসিনা বেগম মঙ্গলবার ডিজিপি জিপি সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য মহানগরের উলুবাড়ি স্থিত অসম পুলিশের মুখ্য কার্যালয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। ডিজিপি জিপি সিংহকে এসআই জোনমণি রাভার হত্যা সম্পর্কে সবিস্তার জানানো তার উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু অবশেষে ডিজিপির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেননি তিনি। তবে অবশেষে এই ঘটনার জন্য নয় জন ব্যক্তির বিরুদ্ধে থানায় এজাহার দাখিল করেছেন হাসিনা বেগম। এই এজাহারে লক্ষিমপুরের তৎকালীন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রুনা নেওগের নামও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

মেঘালয়ের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে বুধবার মহানগরে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠক

অসম প্রদেশ কংগ্রেসের কার্যসূচীর জন্য ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছিল বলে মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ দীর্ঘদিন ধরে উত্তরপূর্বের একাধিক রাজ্যের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যায় ভুগছে অসম। এই সমস্যার ক্ষেত্রে সরকারের তরফে বিভিন্ন সময়ে পদক্ষেপ অব্যাহত রাখা হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের সীমান্ত সমস্যা সম্পূর্ণভাবে সমাধানের জন্য ইতিমধ্যে রাজ্যটির সঙ্গে অসমের দিল্লিতে চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। অরুণাচল প্রদেশের পর এবার মেঘালয়ের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তৎপর হয়ে উঠেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। বুধবার মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হয়ে এই সমস্যার ক্ষেত্রে সমাধানের সূত্র বের করার চেষ্টা করবেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগরের দিশপুরের জনতা ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন খানাপাড়ায় স্থিত অসম অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাফ কলেজে সকাল ১১ টা থেকে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মূলত মেঘালয়ের সঙ্গে অসমের ছয়টি সীমান্ত এলাকায় সমস্যা রয়েছে। মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আগামীকাল অনুষ্ঠেয় বৈঠকে এর সমাধান সূত্র বের করার প্রচেষ্টা করা হবে। এক্ষেত্রে সমাধান সূত্র বের করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিবাদিত সেই ছয়টি স্থান দুই মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে সফল করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে বলে জানান তিনি। নাগাল্যান্ডের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যে অসম সরকারের তরফে চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

এদিন আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠক শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গুয়াহাটি মহানগর থেকে ১৪৪ ধারা তুলে দেওয়া হবে বলে ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন অসম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির একটি বৃহৎ মিছিল মহানগরের গোপীনাথ বরদলৈ বিমানবন্দরে যাবার পরিকল্পনা করেছিল। এরফলে মহানগরে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এর ফলে ১৪৪ ধারা বলবৎ করা হয়েছিল বলে জানান তিনি। অন্যদিকে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন তিনি আজও অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আমন্ত্রণের অপেক্ষায় রয়েছেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের দিল্লি ঘোরার নিমন্ত্রণ পত্র আজও তিনি হাতে পেলেন না বলে আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

ফ্রান্সে সুযোগ না পেয়ে স্পেনের নাগরিকত্ব নিলেন তিনি

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ ছয় মাস আগেও ফ্রান্সের হয়ে খেলার স্বপ্ন ছিল তাঁর। কিন্তু ফরাসি ফুটবলে এখন খেলোয়াড়ের জোগান এত বেশি যে শিগগিরই ডাক পাওয়ার কোনো লক্ষণ দেখছেন না এবং আশ্বস্ত হতে পারছেন না ভবিষ্যতের ব্যাপারেও। শেষ পর্যন্ত তাই স্পেনের নাগরিকত্ব নিয়ে নিলেন রবিন লা নরম্যান্ড। এখন থেকে স্পেনের হয়ে খেলতে পারবেন এই সেন্টার ব্যাক। আজ নরম্যান্ডকে স্পেনের নাগরিকত্ব প্রদান বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে স্পেন সরকার। নরম্যান্ডের জন্ম ও বেড়ে ওঠা ফ্রান্সে। ক্যারিয়ারের শুরুটাও সেখানেই। ২০১৩ সালে ফরাসি ক্লাব ব্রেস টুতে যোগ দিয়ে ছিলেন ৩ বছর। পরে ব্রেসের মূল দলের হয়েও খেলেন এক ম্যাচ। এরপর স্প্যানিশ ক্লাব রিয়াল সোসিয়েদাদে যোগ দেন ২০১৬ সালের জুলাইয়ে। সেই থেকে এখনো লা লিগার ক্লাবটির সঙ্গে আছেন। ন্যূনতম ফাউলে দারুণ রক্ষণ সক্ষমতার কারণে লা লিগার অন্যতম সেরা ডিফেন্ডার হিসেবে পরিচিত তিনি। নরম্যান্ডের মতো ফ্রান্স থেকে লা লিগায় এসে বিশেষভাবে দৃষ্টি কেড়েছিলেন অমেরিক লাপোর্তে। অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ে ছয় বছর খেলা এই সেন্টার ডিফেন্ডার এখন ম্যানচেস্টার সিটিতে খেলছেন। ২০২১ সালে লাপোর্তেকে নাগরিকত্ব দেয় স্পেন সরকার। খেলেন ২০২২ কাতার বিশ্বকাপেও। লাপোর্তের মতো একই সুযোগ থাকলেও নরম্যান্ড চেয়েছিলেন ফ্রান্সের হয়ে খেলতে। গত বছরের অক্টোবরে স্পেনের এএস'কে তিনি বলেন, 'স্পেনকে আমি সত্যিই ধন্যবাদ জানাই। কারণ, এ দেশে আমি পেশাদার ফুটবল খেলার সুযোগ পেয়েছি, যেটা ফ্রান্সে হয়ে ওঠেনি। তবে আমি একজন ফরাসি। নিজেকে ফ্রান্সের একজন হিসেবেই দেখি। আমার লক্ষ্য ফ্রান্স জাতীয় দলের হয়ে খেলা।'

বিশ্বকাপের পর ফ্রান্স দলে বড় পরিবর্তন এলে সুযোগ মিলবে, এমনটাই সম্ভবত আশা করেছিলেন নরম্যান্ড। তবে দিদিয়ের দেশমের দল থেকে এখনো সেই ডাক পাননি তিনি। যত দেরি, তত বয়স বেড়ে সম্ভাবনা কমে যাবে ভাবনায় শেষ পর্যন্ত স্পেনের নাগরিকত্ব নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন নরম্যান্ড। এএফপি জানিয়েছে, নরম্যান্ডকে নাগরিকত্ব দিয়ে আজ বুধবার অফিশিয়াল স্টেট বুলেটিন (বিওই) প্রকাশ করেছে স্পেন সরকার। ধারণা করা হচ্ছে, সামনেই নরম্যান্ডকে স্পেনের জাতীয় দলে ডাকা হবে। সপ্তাহ দুয়েকের মধ্যে নেশনস লিগ শেষ চারের জন্য দল ঘোষণা করবেন স্পেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে।

১১ বছর পর বার্সা ছাড়ার ঘোষণা জর্দি আলবার

প্যারিস (ওয়েবডেস্ক) ঃ সের্হিও বুসকেতসের বিদায় ঘোষণার পর বার্সেলোনায় এক দশকের অভিজ্ঞতাসম্পন্নদের মধ্যে টিকে ছিলেন শুধু জর্দি আলবা। কিন্তু মৌসুম শেষ হওয়ার আগে সেই আলবাও হাঁটলেন বুসকেতসের পথে। বার্সেলোনাকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় বলে দিলেন এই লেফট ব্যাক। যাওয়ার আগে বার্সার হয়ে নিজের ক্যারিয়ার নিয়ে তৃপ্ত বলেও মন্তব্য করেছেন এই স্প্যানিশ তারকা। ২০১২ সালে বার্সার হয়ে যাত্রা শুরু করেন আলবা। ধীরে ধীরে বাঁ প্রান্তে নিজেকে নির্ভরযোগ্য খেলোয়াড় হিসেবে প্রমাণ করেছেন এই স্প্যানিয়ার্ড। বার্সার অসংখ্য জয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অবদানও রেখেছেন আলবা। কাতালান ক্লাবটির হয়ে জিতেছেন ১৯টি ট্রফি। বার্সায় আলবা সব মিলিয়ে খেলেছেন ৪৫৮ ম্যাচ, যেখানে সাকল্যে মাঠে ছিলেন ৩৭ হাজার ৫৯৯ মিনিট। এ সময়ে মাঠে গোলও করেছেন ২৭টি, আর সহায়তা করেছেন ৯৯ গোলে। বার্সায় লিওনেল মেসির সঙ্গে দারুণ জুটিও গড়ে তুলেছিলেন আলবা। তাঁর অ্যাসিস্ট থেকে অনেক গোল করেছেন মেসি। তবে চলতি মৌসুমে বয়স ও ছন্দের কারণে আগের অবস্থান ধরে রাখতে পারেননি আলবা। মৌসুমে অনেক ম্যাচে শুরু করেছেন বেঞ্চ থেকে। তাই হয়তো অন্য কোথাও ঠিকানা খুঁজে নিতে চান ৩৪ পেরোনো এই লেফট ব্যাক। নিজের বিদায়ের ঘোষণা দিয়ে আলবা বলেছেন, 'আমি ঘোষণা দিতে চাই, এটা বার্সা খেলোয়াড় হিসেবে আমার শেষ মৌসুম। এ সিদ্ধান্ত নেওয়া সহজ ছিল না। তবে আমি আনন্দের সঙ্গে বিদায় নিচ্ছি।'

কারা খেলবেন 'বুড়ো'দের বিশ্বকাপে

কলকাতা ঃ আগের প্রজন্মের ফুটবলপ্রেমীরা যাঁদের খেলা দেখে বড় হয়েছেন, তাঁদের নিশ্চয়ই আবার মাঠে দেখতে ইচ্ছে করে! সেই ইচ্ছে এ বছরেই পূরণ হতে পারে। সুযোগটা করে দিচ্ছেন সাবেক ফুটবলাররাই। ডিসেম্বরে 'অভিজাত শ্রেণির' ফুটবলারদের নিয়ে হতে যাচ্ছে বিশ্বকাপ। সাবেক ফুটবলারদের সংগঠন এলিট প্লেয়ার্স গ্রুপ (ইপিজি) গত রাতে বার্সেলোনায় আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ ঘোষণা দিয়েছে। টুর্নামেন্টের নাম দেওয়া হয়েছে 'ইপিজি ওয়ার্ল্ড কাপ'।

ক্রিস্টিয়ান কারেম্বু, এস্তেবান কাম্বিয়াসো, মিচেল সালগাদোসহ বেশ কয়েকটি দলের স্বঘোষিত অধিনায়ক ও সংগঠনের সভাপতি মাতিয়াস সারাসোলা 'বুড়ো'দের বিশ্বকাপ আয়োজনের ঘোষণা দেন। নতুন এ টুর্নামেন্ট ফুটবলবিশ্বে বিশেষ জায়গা দখল করবে বলে বিশ্বাস তাঁদের।

অনুষ্ঠানে ইপিজির সভাপতি সারাসোলা বলেন, 'এটি ভক্তদের জন্য উৎসাহ ও রোমাঞ্চে ভরা একটি টুর্নামেন্ট হতে যাচ্ছে। (সাবেক) ফুটবলাররা আবারও দেখাবেন, প্রতিভা ও ফুটবলআসক্তির কোনো সীমা নেই। দর্শকেরা দেখবেন, তাঁদের কৌশলের ঔজ্জ্বল্য এখনো ফুরিয়ে যায়নি এবং অভিজ্ঞতা তাঁদের কীভাবে খেলাটির সত্যিকারের কিংবদন্তি বানিয়েছে।'

এর আগে গত বছর কাতারে বিশ্বকাপ চলাকালীন কিংবদন্তিদের নিয়ে লিজেন্ডস কাপ আয়োজন করেছিল ফিফা। ডিসেম্বরে ইপিজি বিশ্বকাপ কোথায় হবে, সে ব্যাপারে কিছু জানা যায়নি। তবে অধিনায়কসহ বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের নাম, অংশগ্রহণকারী দল, অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়ের যোগ্যতা ও টুর্নামেন্টের বাইলজ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

অবসরপ্রাপ্ত ফুটবলার হতে হবে। বয়স হতে হবে ৩৫ বছরের বেশি। বিশ্বকাপে কমপক্ষে একটি ম্যাচ অথবা ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। তবে অধিনায়কদের ক্ষেত্রে একটি বিশ্বকাপ ম্যাচ অথবা ১০০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলার নিয়ম প্রযোজ্য নয়। এ ব্যাপারে সারাসোলা বলেছেন, 'যাঁরা বিশ্ব ফুটবলে একটি স্থায়ী ছাপ রেখেছেন এবং যাঁদের প্রদর্শনী চালিয়ে যাওয়ার সক্ষমতা রয়েছে, তাঁদের নিয়েই দলগুলো গঠন করা হবে।'

এখন পর্যন্ত ফিফা বিশ্বকাপ জয়ী ৮টি দেশ 'বুড়ো'দের বিশ্বকাপে অংশ নেবে। দলগুলোকে নেতৃত্ব দেবেন এস্তেবান কাম্বিয়াসো (আর্জেন্টিনা), এমারসন (ব্রাজিল), মার্কো মাতেরাজ্জি (ইতালি), ক্রিস্টিয়ান কারেম্বু (ফ্রান্স), মিচেল সালগাদো (স্পেন), স্টিভ ম্যাকমানাম্যান (ইংল্যান্ড), দিয়েগো লুগানো (উরুগুয়ে) ও কেভিন কুরানি (জার্মানি)।

স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী, একেকটি দলে ১১ জন খেলোয়াড় থাকবেন। তবে ম্যাচ হবে ৭০ মিনিটের। দুই অর্ধের মাঝে ১৫ মিনিট বিরতি থাকবে। কোনো অতিরিক্ত সময় থাকবে না। নির্ধারিত ৭০ মিনিট পর দুই দল সমতায় থাকলে ম্যাচ সরাসরি টাইব্রেকারে গড়াবে। টুর্নামেন্ট হবে নকআউট পদ্ধতিতে। একটি দল সর্বনিম্ন একটি থেকে সর্বোচ্চ ৩টি ম্যাচ পাবে। সব ম্যাচ একটি ভেন্যুতেই হবে এবং মাঠ হবে জীবন্ত ঘাসের।

দলগুলোর একাদশ গড়া এখনো শেষ হয়নি। তবে গত রাতের অনুষ্ঠানে অধিনায়কেরা বেশ কয়েকজন সতীর্থের নাম বলেছেন। তাঁদের ভাষ্যমতে, সম্ভাব্য খেলোয়াড় হিসেবে থাকছেন কাকা, কাফু ও রিভালদো (ব্রাজিল), পাবলো জাবালেতা, ম্যাক্সি রদ্রিগেজ ও হাভিয়ের জানেত্তি (আর্জেন্টিনা), দাভিদ ভিয়া, ফার্নান্দো মরিয়েন্তেস, হোয়ান কাপদেভিলা ও গাইজকা মেন্দিয়েতা (স্পেন)।

স্পেনের হয়ে বিশ্বকাপ জেতা কার্লেস পুয়োল ও দেশটির হয়ে দুটি বিশ্বকাপ খেলা হোয়াকিন সানচেজও থাকতে পারেন। ৪১ বছর বয়সী হোয়াকিন ২০07 সালের পর জাতীয় দলে ডাক না পেলেও ক্লাব ফুটবল এখনো খেলে যাচ্ছেন। এ মৌসুম শেষে পেশাদার ক্যারিয়ারকে বিদায় জানাবেন রিয়াল বেতিসের এই উইঙ্গার।

কোহলিভক্তদের 'ইংরেজি জ্ঞান' নিয়ে প্রশ্ন সৌরভের

মুম্বাই ঃ সৌরভ গাঙ্গুলীর এক টুইট বিতর্কের ঝড় তুলেছিল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে। ঝড়টা তুলেছিলেন বিরাট কোহলির ভক্তরা। রোববার গুজরাট টাইটানসের কাছে হেরে আইপিএল থেকে বিদায় নিয়েছে কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। সে ম্যাচে কোহলির সপ্তম সেঞ্চুরিতে ১৯৮ রান তোলে বেঙ্গালুরু, যা শুবমান গিলের পাল্টা সেঞ্চুরিতে ১৯.১ ওভারে পেরিয়ে যায় গুজরাট। ম্যাচের পর টুইটে গিলের নাম উল্লেখ করে সেঞ্চুরির প্রশংসা করেন সৌরভ। টুইটটি ছিল এ রকম 'এই দেশ কী এক প্রতিভার জন্ম দিয়েছে... শুবমান গিল... ওয়াও... দুই অর্ধে দুটি দুর্দান্ত সেঞ্চুরি... আইপিএল... কী অসাধারণ মান এই প্রতিযোগিতার!

গিলের আগে কোহলিও সেঞ্চুরি করেছেন, কিন্তু তাঁর নাম এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কোহলিভক্তরা। এ নিয়ে বিভ্রান্তিও দেখা দেয় অনেকের মধ্যে। সেদিন বেঙ্গালুরু-গুজরাট ম্যাচের আগে মুখোমুখি হয়েছিল মুম্বাই-হায়দরাবাদ। ওই ম্যাচে ক্যামেরন গ্রিনের সেঞ্চুরিতে মুম্বাই ইন্ডিয়ানস সানরাইজার্স হায়দরাবাদের ২০১ রানের সংগ্রহ পেরিয়ে যায়। সৌরভ টুইটে 'দুই সেঞ্চুরি'র উল্লেখ করায় কোহলিভক্তরা ধারণা করেন, ভারতের সাবেক অধিনায়ক শুধু গিল আর গ্রিনের সেঞ্চুরির কথা বলেছেন, এড়িয়ে গেছেন কোহলিরটা। কোহলিভক্তরা প্রশ্ন তোলেন, তবে কী এমন একটা টুইট করে সৌরভ কোহলির সঙ্গে নিজের বিরোধটাই আবার উসকে দিলেন? বিতর্কটা এমন মাত্রা নিয়েছে যে সৌরভকে আরও একটি টুইট করে আগের টুইটের ব্যাখ্যা দিতে হয়েছে। ব্যাখ্যায় আছে ক্ষোভের ঝাঁজও। সৌরভ লিখেছেন, 'সবাইকে একটা বিষয় মনে করিয়ে দিই। যাঁরা আমার সেই টুইটের ভিন্ন অর্থ করছেন, তাঁরা ইংরেজিটা বোঝেন, আশা করি। যদি না বোঝেন, তাহলে দয়া করে অর্থ বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব কাউকে দিন।' সৌরভ বোঝাতে চেয়েছেন, তিনি শুবমান গিলের প্রশংসা করতে গিয়ে কোহলিকেও বাদ দেননি। 'দুই অর্ধে' বলতে ভিন্ন দুটি ম্যাচ বোঝাননি, এক ম্যাচেরই দুটি ইনিংস বুঝিয়েছেন, যে ইনিংসের একটিতে গিল আরেকটিতে কোহলি সেঞ্চুরি করেছেন। বিসিসিআই সভাপতি থাকার সময়ই সৌরভের সঙ্গে ঝামেলার শুরু কোহলির। এই ঝামেলা দৃষ্টিকটু পর্যায়ে যায় গত ১৫ এপ্রিল দিল্লি ক্যাপিটালস-রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর। সেই ম্যাচ শেষে কোহলির সঙ্গে হাত মেলাননি সৌরভ। এরপর কোহলি তাঁকে ইনস্টাগ্রামে আনফলো করেন। সৌরভ এর জবাব দেন কোহলিকে আনফলো করে। তবে ৬ মে দিল্লি-বেঙ্গালুরু ম্যাচের পর সৌরভ কোহলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করার আভাস দেন। যদিও দুজনের সম্পর্কের বিষয়টি আবারও আলোচনায় নিয়ে এলেন ভক্তরা।

সংক্ষিপ্ত ››

নির্বাচন ছাড়া সংসদের মেয়াদ বৃদ্ধি-দাবি অধ্যাপকের বক্তব্যে তোলপাড়

ঢাকা ঃ নির্বাচন ছাড়াই বর্তমান সংসদের মেয়াদ বাড়ানোর পক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটি বেশ আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আ ক ম জামাল উদ্দিন সোমবার বলেছেন, বর্তমান সংসদ ও সরকারের মেয়াদ আরো পাঁচ বছর বাড়ানো প্রয়োজন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির মানব বন্ধনে তিনি এই মন্তব্য করেছেন। অধ্যাপক জামাল উদ্দিন এমন এক সময়ে এই বক্তব্য দিয়েছেন, যখন বাংলাদেশের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন 'অবাধ ও সুষ্ঠু' করার জন্য আমেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের 'চাপ' বাড়ছে। একই সাথে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবং তাদের সমমনা রাজনৈতিক দলগুলো নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে আঃেদালন করছে। বিশ্ববিদ্যালয় মহলে অধ্যাপক জামাল উদ্দিন আওয়ামী লীগের সমর্থক হিসেবে পরিচিত। প্রশ্ন হচ্ছে, এখন কেন এরকম একটি দাবি তুললেন শিক্ষক জামাল উদ্দিন? 'একটা সংসদ বা সরকার গঠিত হয় পাঁচ বছরের জন্য। যেহেতু করোনা মহামারিতে আমাদের একটা বড় ধরনের অর্থনৈতিক সংকট হয়েছে, দুই বছর আমরা কাজ করতে পারিনি। অর্থনৈতিক সংকট কিন্তু আমরা কাটিয়ে উঠতে পারিনি, দুই বছর পার্লামেন্টে কোন আলোচনা হয়নি,' বলেন অধ্যাপক জামাল উদ্দিন। 'সেই বিবেচনায় আমি বলেছি, যদি বিরোধী দলগুলোর সাথে ঐক্যমত্য হয়, এটাকে একটা দুর্যোগ পরিস্থিতি বিবেচনা করে যদি সংসদের মেয়াদ বাড়িয়ে নেয়া যায় কিনা। সেখানে বিরোধী দলগুলোর ভূমিকা কী হবে, সেটা আলোচনা করে ঠিক করা হবে।' নির্বাচনের সাথে মানুষের ভোটাধিকারের বিষয়টি জড়িত। নির্বাচন না হলে জনগণের ভোটের অধিকার কীভাবে রক্ষা হবে? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলছেন, জনগণের ভোটের অধিকারের বিষয়টা তো আমরা অস্বীকার করছি না। অধিকার থাকবে। কিন্তু পার্লামেন্টের সদস্যরা সবাই তো জনগণের প্রতিনিধিত্বই তো করে।

এস্তোনিয়ায় 'ভুতুড়ে' রুশ যুদ্ধবিমানের ওগর যেভাবে নজর রাখছে নেটো

লন্ডন (ওয়েবডেস্ক)ঃ এস্তোনিয়ার আমারি বিমানঘাঁটির রানওয়ের ঠিক পাশে বিমান ক্রুদের বিশ্রাম নেওয়ার একটি ঘরে টিভিতে জনপ্রিয় মার্কিন সিরিজ ফ্রেন্ডসের পুরনো সব এপিসোড চলছিল। ক্রুরা টেবিলের ওপর পা তুলে, হাতে কফির মগ নিয়ে একে অন্যের সাথে ঠাট্টা মশকরা, গালগল্প করছিলেন।

হঠাৎ একজন বিমানসেনা খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ঠাণ্ডা গলায় বলে উঠলো ঃকালিনিনগ্রাদ থেকে উড়ে একটি জোম্বি (ভুতুড়ে) উত্তরের দিকে যাচ্ছে। সাথে সাথেই বাকি ক্রুরা উঠে দাঁড়িয়ে পাশের অপারেশন কক্ষের দিকে ছুটলো যেখানে নেটো সিক্রেট লেখা কম্পিউটার স্ক্রিনের ডিজিটাল ম্যাপে ক্রমাগত নানা তথ্য আসছে।

এই বাহিনীর নাম 'কুইক রেসপন্স ফোর্স ফর অপারেশন এ্যাজোটাইজ।' নেটো জোটের উত্তরপূর্বের আকাশসীমা পাহারা দেওয়া এই ইউনিটের কাজ। আর নেটোর এই সীমান্তে নিয়মিত রুশ যুদ্ধবিমান দেখা যায়।

এপ্রিল মাসে জার্মানির রিখতোফেন স্কোয়াড্রনের কাছ থেকে এস্তোনিয়ার এই বিমানঘাঁটির দায়িত্ব নেয় ব্রিটিশ বিমান বাহিনী আরএএফ-এর টাইফুন যুদ্ধবিমানের নবম স্কোয়াড্রন।

ইউক্রেনে রুশ হামলার পর থেকে নেটো সামরিক জোট তাদের পূর্বাঞ্চলীয় সীমান্ত রক্ষার তৎপরতা বহুগুণে বাড়িয়ে দিয়েছে।

লক্ষ্য একটাই ঃরাশিয়া যেন অন্য কোনো দেশে, বিশেষ করে নেটো জোটের বাল্টিক অঞ্চলের তিনটি দেশ (এস্তোনিয়া, লাতভিয়া এবং লিথুয়ানিয়া) বা পোল্যান্ডে, একইরকম হামলা চালানোর সাহস না করে।

সীমান্তের আকাশে সন্দেহজনক রুশ যুদ্ধবিমানকে নেটোর এই বিমানঘাঁটির ক্রুরা বলে 'জোম্বি'বা ভুতুড়ে। এটি তাদের কোডনেম।

যে কোনো তিনটি সম্ভাব্য বিষয় দেখা দিতে পারে, রুশ যুদ্ধবিমানের তৎপরতা সম্পর্কে বলেন আরএএফ-এর উইন্ড কম্যান্ডার স্কট ম্যাকল। হয় সেগুলো তাদের ফ্লাইটপ্ল্যান আগে থেকে জানায় না, অথবা তারা কোনো ধরনের যোগাযোগ করে না অথবা আমাদের এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলারের পাঠানো কোনো বার্তার কোনো জবাবই দেয় না। আমারি বিমানঘাঁটির কাছের আকাশে সেদিন যে রুশ বিমানটির দেখা মিললো সেটি নেটো সীমান্তের উল্টোদিকে উত্তরে উড়ে গেল।

এস্তোনিয়ার এই বিমানঘাঁটিটি শীতল যুদ্ধের সময় সোভিয়েত বিমান বাহিনীর ঘাঁটি ছিল। কাছের একটি জঙ্গলে রয়েছে নিহত সোভিয়েত পাইলটদের একটি কবরস্থান।

এখানে মোতায়েন নেটো পাইলটদের কাজ বেশ জটিল এবং ২৪ ঘণ্টাই তাদের সজাগ থাকতে হয়। ফিনল্যান্ড যোগ দেবার পর বাল্টিক সাগর সীমান্তে এখন নেটো জোটের সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে সাত। সুইডেন এখন যোগ দেওয়ার প্রক্রিয়ার ভেতর রয়েছে। তা সম্পন্ন হলে সংখ্যা দাঁড়াবে আট।

কিন্তু বাল্টিক অঞ্চলে এখনও রাশিয়ার দুটো শক্ত ঘাঁটি রয়েছে ঃপূর্বে সেন্ট পিটার্সবুর্গ এবং পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার মাঝে রুশ ভূখণ্ড কালিনিনিগ্রাদ যেখানে রাশিয়া ব্যাপক সংখ্যায় ক্ষেপণাস্ত্র মোতায়েন করে রেখেছে।

এই দুই ঘাঁটির মধ্যে রাতদিন রুশ এসইউ ২৭ যুদ্ধবিমান, সামরিক কার্গো বিমান, গোয়েন্দা বিমান যাতায়াত করে। ফলে, নেটো জোটের বিমান বাহিনী সর্বক্ষণ তটস্থ থাকে।

আমরা হয়তো টেবিলের ওপর পা তুলে কফি খাচ্ছি, কিন্তু পরের মিনিটেই হয়তো অ্যালার্ম বেজে উঠলো, বলেন তরুণ এক টাইফুন পাইলট যিনি নাম প্রকাশ না করতে অনুরোধ করলেন।

অ্যালার্ম বাজলেই আমরা সাথে সাথে সাড়া দিই, মনে করি সত্যিকারের বিপদ এসেছে। আমরা বিমানের দিকে দৌড়ে যাই, পোশাক আশাক পরে ফেলি। ইঞ্জিন চালিয়ে দিই, রেডিওতে অপারেশন কন্ট্রোলের সাথে কথা বলে ক্লিয়ানেরন্স নিয়ে ফেলি। তারপর যত দ্রুত সম্ভব উড়াল দেই।

রুশ এসইউ ২৭ যুদ্ধবিমান। এস্তোনিয়া সীমান্তে হরহামেশা চোখে পড়ে।

হ্যাঙ্গারের ভেতর রাখা একটি টাইফুনের দিকে তাকিয়ে দেখা গেল বিমানটি সমস্ত অস্ত্রে সজ্জিত যাতে দরকার পড়লেই লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে।

উইং কম্যান্ডার রিক লিস্ক ঐ বিমানের সাথে যুক্ত লম্বাটে একটি ক্ষেপণাস্ত্রের দিকে আঙ্গুল তাক করলেন। এটি মেটিওর ক্ষেপণাস্ত্র, তিনি বলেন। ২০১৮ সালে এটি বিমান বাহিনীতে যুক্ত করা হয়। এটির মাথায় রেডার যুক্ত করা। লেজের দিকে নিজস্ব ক্ষেপণাস্ত্র বা প্রপালশন।

বিমানটির ডানায় আরো ছোটো আকারের কয়েকটি ক্ষেপণাস্ত্র জোড়া যেগুলো দিয়ে আকাশে শত্রু বিমানের সাথে ডগফাইট করা যায়।

আকাশে রুশ বিমানের কাছাকাছি এসে পড়লে তখন কী হয়? কী করেন তারা? এখানে আমাদের কাজ নেটো জোটের আকাশসীমার সুরক্ষা, উত্তর দেন উইং কম্যান্ডার ম্যাকল। সাথে জুড়ে দেন, শত্রুকে মোকাবেলার কৌশল একটি গোপন বিষয়।

তবে আরেকজন পাইলটের জবাব ছিল কিছুটা খোলামেলা। আমরা জানি না ঠিক কোন বিমানের মুখোমুখি আমরা হবো। সুতরাং আমরা পাশাপাশি উড়তে থকি। বোঝার চেষ্টা করি এই বিমানটি কী এবং কাদের। তারপর অপারেশন সেন্টারের সাথে কথা বলি। তারা যে নির্দেশ দেয় সেমত কাজ করি।

এই আরএএফ পাইলটরা রুশ বিমানগুলোর কাছাকাছি হলে সেগুলোর ছবি তোলে, যতগুলো সম্ভব ছবি তোলে।

যুদ্ধবিমান তাড়াতে আমরা মোট আটটি মিশন করেছি, বলেন উইং কম্যান্ডার ম্যাকল। সবগুলোই ছিল রুশ বিমান...আমরা বেশ কবছর ধরে বাল্টিক অঞ্চলে নেটো আকাশসীমায় রুশ যুদ্ধবিমানের অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকানোর কাজে জড়িত, কিন্তু সন্দেহ নেই যে গত বছর ইউক্রেনে রুশ হামলার পর এখানকার পরিস্থিতি বদলে গেছে।

শুধু আকাশে নয়, স্থলে মোতায়েন সৈন্য সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।

এস্তোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী কাজা কালাস, যার জন্ম এবং অনেকটা সময় বড় হওয়া সোভিয়েত আমলে, বিবিসিকে বলেন প্রেসিডেন্ট পুতিন যদি ইউক্রেনে সফল হন, তাহলে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে তিনি এরপর বাল্টিক দেশগুলোর দিকে নজর দেবেন।

নেটো জোট রাশিয়ার সাথে তাদের সীমান্তে বাড়তি নিরাপত্তার নীতি অনুসরণ করে। তারই অংশ হিসাবে এস্তোনিয়ার উত্তরাঞ্চলীয় তাপায় ব্রিটিশ নেতৃত্বে বহুজাতিক একটি বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তাদের কাছে রয়েছে চ্যালেঞ্জার টু ট্যাংক এবং মাল্টিপল লঞ্চ রকেট সিস্টেম (এমএলআরএস), ওয়াইল্ড ক্যাট এবং অ্যাপাচে হেলিকপ্টার।

মূল লক্ষ্য - রাশিয়া যেন এখানে হাত বাড়ানোর সাহস না করে।

বাল্টিক অঞ্চলে নেটোর চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উত্তেজনা এড়িয়ে রাশিয়াকে ঠেকিয়ে রাখা, বলেন ব্রিগেডিয়ার জাইলস হ্যারিস, এস্তোনিয়ায় মোতায়েন ব্রিটিশ বাহিনীর কম্যান্ডার।

তবে সীমান্তের ওপারে রাশিয়া যত সৈন্য জড় করতে পারবে সে তুলনায় এখানে নেটো বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা অনেক কম। রাশিয়া যদি কখনো পশ্চিমের দিকে এগোয় তাহলে নেটোকে এখানে দ্রুত প্রচুর সৈন্য পাঠাতে হবে।

কিন্তু নেটোর কি সেই সংখ্যায় সৈন্য পাঠানোর ক্ষমতা রয়েছে?

বাল্টিক অঞ্চলে বর্তমানে মোতায়েন নেটো বাহিনী রাশিয়াকে নিরস্ত রাখতে যথেষ্ট, বলেন ব্রিগেডিয়ার হ্যারিস। যদি তাতে কাজ না হয়, তাহলে পরিস্থিতি খারাপ হবে।

যদি রাশিয়া আগ্রাসন চালায়, আমরাও পূর্বদিকে এগুবো এবং তাদের সাথে যুদ্ধ করবো।

টুকরো খবর

ঢাকায় পুলিশ-বিএনপি সংঘর্ষ, রাজশাহীতে পদযাত্রা পণ্ড

ঢাকা (ওয়েবডেস্ক)ঃ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন এবং সরকারের পদত্যাগসহ ১০ দফা দাবিতে বিএনপি মঙ্গলবার দেশব্যাপী পদযাত্রা কর্মসূচি পালন করলেও ঢাকার ধানমন্ডিতে পুলিশের সাথে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। অন্যদিকে পুলিশ অনুমতি না দেয়ায় রাজশাহীতে পদযাত্রা করতে পারেনি দলটির নেতাকর্মীরা। দলীয় কার্যালয় ছিল পুলিশের নিয়ন্ত্রণে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা বলছেন, সরকার গত ১৪ বছরের ধারাবাহিকতায় এবারও তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ করছে। একে সরকারের 'স্বৈরাচারী আচরণ' উল্লেখ করে তারা তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা জানিয়েছে এবং বলেছে আঃেদালন থেকে তারা পিছু হটবে না। গত ১৯শে মে রাজশাহীর এক সমাবেশে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক আবু সাইদ চাঁদ প্রধানমন্ত্রীকে কবরস্থানে পাঠানোর 'হুমকি' দেওয়ার ঘটনায় রাজনৈতিক অঙ্গনে এখনও তোলপাড় চলছে। ইতোমধ্যে তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় একাধিক মামলা দায়েরের খবর পাওয়া গিয়েছে। এ নিয়ে পুরো রাজশাহী নগর শহরজুড়ে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা। পরিস্থিতি বিবেচনায় বিএনপির পূর্বঘোষিত মঙ্গলবারের পদযাত্রা কর্মসূচির অনুমোদন দেয়নি পুলিশ। বরং সকাল থেকেই বিএনপির কার্যালয়ে তালা

ঝুলিয়ে দেয়া হয়। মঙ্গলবার দুপুরে নগরীর মালোপাড়ায় বিএনপির দলীয় কার্যালয় থেকে দলটির পদযাত্রা বের হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু দলের নেতাকর্মীরা সকাল থেকে পুরো কার্যালয় ঘিরে পুলিশের বিশেষায়িত টিম সিআরটিকে কড়া অবস্থান নিতে দেখেন। এসময় বিপুলসংখ্যক পুলিশের পাশাপাশি জলকামান এবং আরমার্ড পারসোনাল ক্যারিয়ারএপিসি গাড়ি দিয়ে সড়কে ব্যারিকেড দিতে দেখা যায়। বিএনপি নেতাদের দাবি, তাদের কাউকে কার্যালয়ের ভেতর কাউকে ঢুকতে দেয়া হয়নি। এমনকি বাইরেও নেতাকর্মীদের জমায়েত হতে দেয়া হয়নি। নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচলও। পুলিশ বলছে, এই কর্মসূচিকে ঘিরে একটি গোষ্ঠী নাশকতার পরিকল্পনা করছে এমন তথ্য থাকায়, সেইসাথে সিটি নির্বাচনকে সামনে রেখে যেন কোন প্রকার অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি না হয় এজন্য তারা এতো কড়া অবস্থানে গিয়েছেন। রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার মো. ফারুক হোসেন বিবিসি বাংলাকে বলেন, গত সপ্তাহে বিএনপির জেলা আহ্বায়ক যে বক্তব্য দিয়েছেন সেটার প্রেক্ষিতে মামলা হয়েছে। এজন্য আমাদের আশঙ্কা ছিল যে বিএনপি নেতারা যদি পার্টি অফিসে আসে তাহলে একটা অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হতে পারে। এরমধ্যে রাজশাহীতে নির্বাচন চলমান অবস্থায় আছে। যাতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কোন অবনতি না ঘটে এজন্যই আমরা এই নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি। পদযাত্রার অনুমোদন পেতে গত ২০শে মে পুলিশ কমিশনার বরাবর চিঠি দেয় জেলা বিএনপি। সোমবার রাতে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয় যে রাজশাহী নগরীতে যেহেতু নির্বাচনের সময় চলছে, তাই নির্বাচন আচরণবিধি অনুযায়ী কোন কর্মসূচি করা যাবে না। বিএনপি নেতাদের অভিযোগ সিটি নির্বাচন আর জেলা আহ্বায়কের বক্তব্যের অজুহাত দিয়ে পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দলীয় কর্মসূচিতে বাধা দিয়েছে। বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক এবং রাজশাহীর সাবেক সিটি মেয়র মোসাদ্দেক হোসেন বুলবুল বলেন, পদযাত্রার অনুমতি না পেয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে সকালে পার্টি অফিসে গিয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেব। কিন্তু গিয়ে দেখি পার্টি অফিসে কড়া পাহারা। বলা হল যে কেন্দ্র থেকে নাকি বলা হয়েছে জেলা আহ্বায়ক গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত প্রোগ্রাম করতে দেয়া হবে না। আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি যে এটা কোন শর্ত হতে পারে না। কারও বক্তব্য শিষ্টাচার বহির্ভূত কিনা সেটা বিচার করবে আদালত। কিন্তু এজন্য তো তারা চাপ দিতে পারে না। আজকের পরিস্থিতিতে রাজশাহীর মানুষ আতঙ্কে রয়েছে। গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার হরণ করার ক্যাপাসিটি তো সরকারের নাই, বলেন তিনি। বিকেলে বিএনপি নেতারা আরএমপি কমিশনারের সঙ্গে দেখা করে তাদের অভিযোগের কথা জানান। আরএমপি কমিশনারের উদ্ধৃতি দিয়ে মি. হোসেন বলেন, কমিশনার আমাদের জানিয়েছেন যে তারা কেন্দ্র থেকে প্রচুর চাপে আছে। জেলা আহ্বায়ক গ্রেফতার না হওয়া পর্যন্ত তারা কিছু করতে পারবেন না। বিভিন্ন এজেন্সি এ বিষয়ে কাজ করছে। এদিকে প্রধানমন্ত্রীকে হত্যার হুমকির প্রতিবাদে ঢাকাসহ বিভিন্ন জেলা শহরে বিক্ষোভ করেছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। ওই বক্তব্যকে ঘিরে বিএনপির এই নেতা বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে নিয়ে জেলা আহ্বায়ক যে বক্তব্য দিয়েছে সেটি সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত মন্তব্য। এদিকে মঙ্গলবার দুপুরে ঢাকার সায়েন্সল্যাব মোড় এলাকায় বিএনপি নেতাকর্মীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ ও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরে বিএনপির নির্বাহী কমিটির সদস্য শেখ রবিউল আলমসহ আরও কয়েকজনকে আটক করে পুলিশ। বিএনপির কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে এদিন পদযাত্রায় অংশ নিয়েছিলেন ঢাকা উত্তর মহানগর বিএনপির নেতাকর্মীরা। সরকারের পদত্যাগ ও নির্বাচনসহ ১০ দফা দাবিতে ধানমন্ডির বাংলাদেশ মেডিকেলের সামনের রাস্তা থেকে পদযাত্রা শুরু করে বিএনপি নেতারা। ঝিগাতলা ও সিটি কলেজ পেরিয়ে ধানমন্ডি তিন নম্বরের মোড়ে এসে পদযাত্রা শেষ হয়। এই শেষ পর্যায়ে পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাদের হঠাৎ সংঘর্ষ বেধে যায়। পুলিশের দাবি বিএনপি নেতাকর্মীরা তাদের ওপর ইট পাটকেল ছুড়তে থাকলে তারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ফাঁকাগুলি ও টিয়ারশেল নিক্ষেপ করে। বিএনপি নেতারা এসময় রাস্তায় থাকা বেশ কয়েকটি গাড়ি ও বাস ভাঙচুর করে বলে পুলিশ অভিযোগ করে। পুলিশের সহকারী কমিশনার আবদুল্লাহ আল মাসুম জানান, কর্মসূচি শেষে যখন সিনিয়র লিডাররা চলে যান, তখন মিছিলের পেছন থেকে কয়েকজন ব্যানার থেকে লাঠি খুলে হঠাৎ করে পুলিশের ওপর আক্রমণ চালায়, রাস্তা থেকে ইট পাটকেল ছুড়তে থাকে। বেশ কয়েকটা গাড়ি ভাঙচুর করে। একটা বিআরটিসি বাসে আগুন ধরিয়ে দেয়। আমরাও চিন্তা করতে পারিনি যে এরকম হামলা হতে পারে। তখন আমরা আত্মরক্ষায় পাল্টা প্রতিরোধ করি। আমরা কয়েকজনকে আটক করেছি। অন্যদিকে বিএনপি নেতাদের দাবি পুলিশ শেষ পর্যায়ে তাদের ব্যাপারে হঠাৎ আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠায় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ওই পদযাত্রায় ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক নাসিরুদ্দিন অসীম। তিনি বলেন, যখন আমরা ফিরে যেতে শুরু করেছি সেসময় যুবদল কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি সুলতান সালাউদ্দিন টুকুকে পুলিশ তাড়া দিলে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। শুরু থেকেই পুলিশের মধ্যে একটা অ্যাকশন নেয়ার আচরণ ছিল। আক্রমণাত্মক বলতে পারেন। তারা তো উপরের নির্দেশ ছাড়া কিছু করেন না।

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
বৃহস্পতিবার
৪
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
25:05:2023
দেশের দশের কথা
রাজনীতির তোলপাড়

ঢাকা ওয়াশিংটনের সম্পর্ক সহজ করার ক্ষেত্রে ভারতের যা ভূমিকা

ঢাকা (এজেন্সী) ঃ ঘটনাটা ঠিক বছরখানেক আগের। দিল্লির জওহর ভবনে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাপ্তাহিক ব্রিফিংয়ে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দেয়া হল, র‍্যাবের ওপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা তোলার চেষ্টায় বাংলাদেশ কি ভারতের সাহায্য চেয়েছে? ঢাকায় তাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তো সেরকমই দাবি করেছেন! মুখপাত্র অরিন্দম বাগচী এমনিতে খুবই সপ্রতিভ একজন কর্মকর্তা, সব প্রশ্নের ঝটিতি উত্তর থাকে তার ঠোঁটের ডগায়। কিন্তু এই প্রশ্নটায় তাঁকেও রীতিমতো অপ্রস্তুত দেখাল, যেন কী বলা যায় বুঝেই উঠতে পারছেন না। শেষে কিছুটা আমতা আমতা করেই তিনি যা বললেন তার মর্মার্থ হল, বাংলাদেশ যদি এরকম অনুরোধ জানিয়েও থাকে তাহলে তার ডিটেলস বা ভারত তাতে সাড়া দিয়ে কিছু করেছে কি না, সেগুলো নিয়ে জনসমক্ষে আলোচনা করা বোধহয় ঠিক হবে না। ঘটনাচক্রে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর সে দিনই আবার সরকারি সফরে ঢাকায় গেছেন, দেখা করছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করে মুখপাত্র আরও জানালেন, আগে দেখি, ঢাকায় আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠকগুলো আগে শেষ হোক। তারপর এ বিষয়ে কোনও তথ্য যদি আমি আপনাদের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি, অবশ্যই করব।

রাশিয়ায় হামলার ঘটনা থেকে নিজেদের দূরে রাখছে আমেরিকা

মাস্কো (এজেন্সী) ঃ রাশিয়ার ভেতরে সশস্ত্র ব্যক্তিদের হামলার ঘটনা থেকে নিজেদের দূরত্বে সরিয়ে রাখছে যুক্তরাষ্ট্র। রাশিয়া দাবি করেছে, ইউক্রেন থেকে প্রবেশ করা সশস্ত্র হামলাকারীদের তারা পরাস্ত করেছে।

ইউক্রেনের বেলগোরদ সীমান্ত অঞ্চলে সোমবার ওই হামলার ঘটনা ঘটে। গত বছর প্রতিবেশী দেশে ইউক্রেনে রাশিয়া হামলা শুরু করার পর থেকে সীমান্ত অতিক্রম করে এটা রাশিয়ায় হামলা চালানোর অন্যতম বড় ঘটনা।

হামলকারীদের ফেলে যাওয়া অথবা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া বেশ কিছু পশ্চিমা যানের ছবি প্রকাশ করেছে রাশিয়া, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রে নির্মিত হামভি সাঁজোয়া যানও রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র জানিয়েছে, রাশিয়ার ভেতরে হামলা চালানোর ব্যাপারে তারা কোন উৎসাহ দেয়নি বা সহায়তাও করেনি।

যুক্তরাষ্ট্রের সরবরাহ করা অস্ত্র ওই হামলায় ব্যবহৃত হয়েছে, এমন ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ার ব্যাপারটি স্বীকার করে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের একজন মুখপাত্র বলেছেন, এসব খবরের সত্যতা নিয়ে তার দেশের সন্দেহ রয়েছে।

মঙ্গলবার একটি সংবাদ সম্মেলনে ম্যাথু মিলার বলেছেন, সেখানে কীভাবে যুদ্ধ চালানো হবে, এটা একান্তই ইউক্রেনের ব্যাপার।

বেলগোরদ সীমান্তের কাছাকাছি গ্রামগুলোয় গোলা বর্ষণ শুরু হওয়ার পর বাসিন্দাদের সরিয়ে নেয়া হয়েছে। রাশিয়া জানিয়েছে, তাদের অভিযানে ৭০ জন হামলাকারী নিহত হয়েছে। তাদের দাবি, এই যোদ্ধারা ইউক্রেন থেকে এসেছে।

তবে ওই ঘটনার সঙ্গে কোন রকম জড়িত থাকার বক্তব্য নাকচ করেছে ইউক্রেন। তাদের দাবি, রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদামির পুতিনের বিরোধী দুটি আধা সামরিক বাহিনী ওই হামলার পেছনে রয়েছে।

সোমবারের হামলার পরে রাশিয়া সেখানে একটি সন্ত্রাসবিরোধী অভিযান চালাতে বাধ্য হয়। সেখানে যোগাযোগ নজরদারি এবং মানুষজনের চলাচলে কড়াকড়ি আরোপের বিশেষ ক্ষমতাও দেয়া হয় স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে।

পরদিন দুপুর নাগাদ সেসব কড়াকড়ি তুলে নেয়া হয়। এরপর একটি আধাসামরিক গ্রুপ দাবি করেছে যে, ছোট হলেও এখনো মাতৃভূমির কিছু অংশ তাদের নিয়ন্ত্রণে আছে।

যেসব ছবি প্রকাশ করেছে রাশিয়া তার একটিতে দেখা যাচ্ছে বিধ্বস্ত গাড়ি যেখানে রাশিয়ান ভাষায় লেখা রয়েছে 'বাখমুতের জন্য'।

বেলগোরদের গভর্নর ভিচেস্লাভ গ্লাদকোভ বলেছেন, সহিংসতায় একজন বেসামরিক ব্যক্তি নিহত আর বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে।

তিনি জানিয়েছেন, মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বেলগোরদে একটি ড্রোন থেকে বিস্ফোরক ফেলা হলে একটি গাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ওই ড্রোনটিকে গুলি করে ধ্বংস করা হয়েছে।

যুদ্ধরত উভয় পক্ষের এসব দাবি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। তবে এটা নিশ্চিত হওয়া গেছে যে, রাশিয়ার প্রধান নিরাপত্তা সংস্থা এফএসবির ব্যবহার করা একটি ভবন ওই সংঘর্ষ চলার সময় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু কীভাবে সেটি ক্ষতিগ্রস্ত হলো, তা এখনো পুরোপুরি পরিস্কার নয়।

বেলগোরদে হামলার প্রসঙ্গে রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, ইউক্রেনের জাতীয়তাবাদী গ্রুপের একটি ইউনিট রাশিয়ার ভেতরে ঢুকে হামলা চালিয়েছে।

যেসব ছবি প্রকাশ হয়েছে তার একটিতে দেখা যাচ্ছে বিধ্বস্ত গাড়ি যেখানে রাশিয়ান ভাষায় লেখা রয়েছে 'বাখমুতের জন্য'। এটা ইউক্রেনের সেই শহরকে নির্দেশ করছে, যা পুরোপুরি রাশিয়ার দখলে বলে দাবি করা হচ্ছে। তবে কিয়েভ বলছে যে শহরের কিছু অংশ এখনও তাদের নিয়ন্ত্রণে।

গোলা বর্ষণ ও বিমান হামলায় মানুষ নিহত হবার ঘটনাকে 'ইউক্রেনীয় সন্ত্রাস' হিসেবে বর্ণনা করে রাশিয়া বলছে বাকি যোদ্ধাদের সীমান্তের ওপারে ইউক্রেনে ফেরত যেতে তারা বাধ্য করেছে।

তবে ইউক্রেনের কর্মকর্তারা বলছেন হামলাকারীরা ছিল লিবার্টি অব রাশা লিজান এবং রাশান ভলান্টিয়ার কোর (আরভিসি) এই দুটো গ্রুপের সদস্য।

দুটো আধাসামরিক বাহিনী তাদের সোশ্যাল মিডিয়া পোস্টে নিশ্চিত করেছে যে হামলায় তারা সম্পৃক্ত ছিল।

দুটো গ্রুপই ইউক্রেনের টিভি চ্যানেল সাসপিলনকে জানিয়েছে যে তারা রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে সীমান্তে একটি নিরস্ত্রীকরণ অঞ্চল তৈরি করছে যেখান থেকে তারা ইউক্রেনকে গোলাগুলি করতে পারবে না।

লিবার্টি অব রাশা লিজান ইউক্রেনভিত্তিক রুশ মিলিশিয়াদের একটি গ্রুপ, তারা বলছে প্রেসিডেন্ট পুতিনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে তারা রাশিয়ার ভেতরে তৎপর রয়েছে।

সোমবার টুইটারে এক পোস্টে গ্রুপটি দাবি করে যে তারা সীমান্তবর্তী কজিঙ্কা শহরটি সম্পূর্ণ মুক্ত করেছে। ইউক্রেনীয় কর্মকর্তারাও বলছেন এই যোদ্ধারা ইউক্রেনীয়দের জন্য একটি নিরাপত্তা এলাকা প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করছিল।

রাশিয়ার মাটিতে যে কোনও ধরনের হামলা পশ্চিমা দেশগুলোর নেটো সামরিক জোটের নেতাদের উদ্বিগ্ন করে তোলে - ফলে এই ঘটনাগুলো কিয়েভের জন্য মিশ্র আশীর্বাদ হিসেবে আসতে পারে।

সীমান্তবর্তী অঞ্চলে অনুপ্রবেশ মস্কোর জন্য হয়তো বিব্রতকর, এবং কয়েক মাসের তীব্র ও রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর বাখমুতের নিয়ন্ত্রণ হারানো ইউক্রেনের জন্যে এটা একধরনের 'শোধবোধ'ও মনে হতে পারে।

এটা ইউক্রেনের পাল্টা আক্রমণের আগে তাদের গঠনমূলক কার্যক্রমেরও অংশ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। দক্ষিণ থেকে রুশ সৈন্যদের দূরে সরিয়ে নিতে কিয়েভ হয়তো আক্রমণ চালাতে পারে।

তবে এমন কোনও কর্মকাণ্ড পশ্চিমারা সমর্থন দেবে না।

পশ্চিমা দেশগুলো কিয়েভকে যে দূরপাল্লার অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে সেগুলো এই হামলায় ব্যবহার করা হয়নি। এবং রাশিয়ার অভ্যন্তরে কোনও লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত করার জন্যও সেগুলো ব্যবহার করা যাবে না।

এই হামলা নিয়ে কিয়েভ আনুষ্ঠানিক কোনও স্বীকৃতি না জানালেও ইউক্রেনের সামরিক গোয়েন্দাদের সহায়তা ছাড়াই এই অভিযান চালানো হয়েছিল তা বিশ্বাস করা কঠিন।

ভারতে যে ছবি টানা ২৭ বছর ধরে প্রতিদিন প্রদর্শিত হয়েছে

মুম্বাই (এজেন্সী) ঃ ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে সবচেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে যে ছবিটি সিনেমা হলে একটানা প্রদর্শিত হয়েছে তার নাম দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে যা সিনেমাপ্রেমীদের কাছে যা সংক্ষেপে ডিডিএলজে নামে পরিচিত। বলিউড কাঁপানো এই ছবিটি মুক্তি পাওয়ার পর ২৭ বছর ধরে মুম্বাইএর একটি সিনেমা হলে প্রতিদিন সকালে প্রদর্শিত হয়েছে। এই ছবিতে অভিনয় করে রাতারাতি সুপারস্টার হয়েছেন অভিনেত্রী কাজল, অভিনেতা শাহরুখ খান এবং পরিচালক আদিত্য চোপড়া। হাসতে হাসতে কাজল বিবিসিকে বলেছেণ এই ছবিটি যে একদিন এতো বড় ঘটনা হয়ে উঠবে এবং দর্শকদের কাছে এতো বছর ধরে আদৃত হবে সে বিষয়ে তাদের কোনো ধারণা ছিল না। আমরা কয়েকজন তরুণ তরুণী মিলে শুধু একটা জনপ্রিয় ছবি তৈরি করতে চেয়েছিলাম। এটাই ছিল আমাদের জীবনের প্রধান লক্ষ্য। তবে এই ছবিটি নিয়ে পরে যা হয়েছে তা এক বিশাল ঘটনা। আমরা যা করেছি সেটা সত্যিই যাদুকরী, এবং এর পুনরাবৃত্ত সম্ভব নয়, বলেন

তিনি। হিন্দি সিনেমার জগতে কাজল অত্যন্ত জনপ্রিয় এক তারকা। দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গের সাফল্যের পেছনেও তিনি ছিলেন অন্যতম। ছবিতে ভারতের বিখ্যাত অভিনেতা শাহরুখ খানের নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছেন কাজল। শাহরুখ খান তার ভক্তদের কাছে পরিচিত এসআরকে নামে।

ডিডিএলজে মুক্তি পায় ১৯৯৫ সালের অক্টোবর মাসে। এই সিনেমার প্রিমিয়ার হয়েছিল মুম্বাইএর মারাঠা মন্দির সিনেমা হলে। তার পর থেকে এই ছবিটি সেখানে ২৭ বছর ধরে প্রতিদিন দেখানো হয়েছে। শুধু কোভিড মহামারির সময় এর প্রদর্শনী অল্প কিছু সময়ের জন্যে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

এখনও সেই এতিহ্য অব্যাহত রয়েছে।

কাজল বলছেন, এই ছবিটির জন্য আমরা যখন শুটিং করতে শুরু করলাম তারপরে কোনো একদিন, এবং পরে যখন মুক্তি দেওয়া হলো, আমরা কখনও ভাবিনি যে এটি এতো বড়ো ঘটনা হয়ে উঠবে।

ছবিটি তৈরির জন্য আমরা কৃতিত্ব দাবি করতে পারি, কিন্তু পরে এতো জনপ্রিয় হয়ে ওঠা এবং এতো দীর্ঘ সময় ধরে হলে দেখানো আমি মনে করি এটা তাদের কারণেই সম্ভব হয়েছে যারা ছবিটিকে গ্রহণ করেছে, তাদের পরিবারের ঐতিহ্যের অংশ করে নিয়েছে, নিজেদের ছেলে মেয়ে ও নাতি পুতিদের সিনেমাটি দেখিয়েছে, এমনকি বিয়ের প্রস্তাব দিতেও এই ছবিটিকে ব্যবহার করছে।

দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে ছবিতে দেখা যায় ভারতীয় একদল তরুণ তরুণী ছুটিতে ইউরোপে বেড়াতে আসে। এসময় অপূর্ব এক নৈসর্গিক পরিবেশে সিমরান ও রাজ পরস্পরের প্রেমে পড়ে যায়। সিমরান চরিত্রে কাজল এবং রাজের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান।

সিমরানের বাবা যখন বুঝতে পারেন যে তার মেয়ে রাজের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে তখন তিনি তার পুরো পরিবার নিয়ে লন্ডন থেকে ভারতে চলে যান তার পছন্দের এক পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিয়ে দেওয়ার জন্যে।

কিন্তু রাজ সিমরানকে এতোটাই ভালোবেসে ফেলে যে সেও ভারতে চলে যায়।

পরে সিমরানকে নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে নায়ক রাজ সিমরানের বাবা মায়ের মন জয় করার চেষ্টা করে। দিন শেষে প্রত্যেক সন্তানই চায় তাদের পিতামাতা তাদের দিকে তাকিয়ে বলুক, তুমি বেশ ভালো করেছ, আমি তোমার সাথেই আছি। আমার মনে হয় এই বিষয়টাই সবাইকে নাড়া দিয়েছে এবং সবাই এর মধ্যে নিজেকে খুঁজে পেয়েছে, বলেন কাজল।

ডিডিএলজে মুক্তি পাওয়ার পর প্রতিদিন সকাল সাড়ে ১১টায় মারাঠা মন্দির সিনেমা হলে ছবিটি দেখানো হতো। টিকেটের দাম ছিল মাত্র ৩০ টাকা। সিনেমা হলের বাইরের দেওয়াল ছিল উজ্জ্বল কমলা রঙের। সেখানে টাঙ্গানো বিশাল এক বিলবোর্ড যাতে শাহরুখ খান ও কাজলের ছবি। এসআরকের পরনে সেই হার্লি ডেভিডসন চামড়ার জ্যাকেট। সিমরানকে সে তার কাঁধের উপরে তুলে নিয়েছে। বিলবোর্ডে লেখা ঃ 'আসুন, আবার প্রেমে পড়ুন।' দর্শকরা যখন থিয়েটারের ভেতরে প্রবেশ করে, স্পিকার থেকে তাদের কানে ভেসে আসে এই ছবির জনপ্রিয় সব গান। হলের মাঝখানে একটি হিন্দু মন্দির। তার চারপাশ ঘিরে উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে লাল সবুজ বাতি। সেখানে গেলে মনে হবে যে আপনি অতীতে ফিরে গেছেন। আসনগুলো একই রঙের। মঞ্চটাও একই ধরনের। সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার কুড়িতম বার্ষিকীতে আমরা দুজনেই মারাঠা মন্দিরে গিয়েছিলাম। ওই থিয়েটারে ফিরে যাওয়া দারুণ এক অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল। সেখানে আমরা প্রথমবারের মতো সিনেমাটি দেখি এবং দেখতে দেখতে আমরা আমাদের অভিনয়ের সমালোচনা করি এই কাজটা আমরা আরো ভালো করতে পারতাম, ওই কাজটা আরো ভালো হতে পারতো, বলেন কাজল। কাজল বলেন লোকজন এখনও সিনেমাটি দেখতে যাচ্ছে। দিনের পর দিন। বিশেষ করে মারাঠা মন্দিরে। সারা দেশ থেকেই লোকজন এখানে আসছে হলে বসে এই সিনেমা দেখতে। এই ছবি দেখতে যেমন এসেছিলেন ভিজে এবং তার স্ত্রী প্রীতি।

তারা ৫৬০ কিলোমিটার দূর থেকে এসেছেন এই সিনেমা দেখতে। তাদের বিয়ের সপ্তম বার্ষিকী উপলক্ষে। একটা রোমান্টিক ছবি দেখার মাধ্যমে তারা তাদের বিবাহ বার্ষিকী উদযাপন করতে চেয়েছেন। প্রীতি এই ছবিতে তার সবচেয়ে প্রিয় দৃশ্যটির কথা বর্ণনা করছিলেন। সেটি হচ্ছে বিখ্যাত সেই ট্রেনের দৃশ্য যখন সিমরানের পিতা তার মেয়েকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন 'সিমরান যাও, সিমরান যাও।' কাজল একটা মজার ঘটনার কথা উল্লেখ করেন। তারা তখন জয়পুরে শুটিং করছিলেন। আমরা যে হোটেলে উঠেছি তার একজন শেফ আমার কাছে এসে বললো ম্যাম, আপনাকে একটা কথা আমার বলতেই হবে আমি আমার স্ত্রীকে ডিডিএলজে দেখাতে ২৩বার সিনেমা হলে নিয়ে গেছি। এবং তার পরেই তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেই।

আমার তখন মনে হলো, ও মাই গড, এটা তো একটা দারুণ ঘটনা। এই সিনেমা দেখতে যাওয়া নিয়ে লোকজনের নানা ধরনের গল্প আছে। এটা তাদের জীবনের অংশ হয়ে গেছে। মারাঠা মন্দিরে সিনেমাটি দেখতে গেলে দারুণ অনুভূতি হবে, মনে হবে আরে..আমি তো এটা দেখেছি, এটা তো সেই একই পপকর্ন, একই পোশাক এবং এটা তো গরুর সেই ঘণ্টিটা।

গরুর এই ঘণ্টিটা সিমরান সুইৎসারল্যান্ড থেকে সুভ্যেনির হিসেবে সংগ্রহ করেছিল। মারাঠা মন্দিরে একটি কাঁচের বাক্সর ভেতরে এই ঘণ্টিটা রাখা এবং তার পাশেই রাখা সোনার এক ট্রফি।

বলিউড জগতে পরিচালক আদিত্য চোপরার অভিষেক হয় এই দিলওয়ালে দুলহানিয়া লে জায়েঙ্গে ছবি নির্মাণের মধ্য দিয়ে। সেসময় তার বয়স ছিল মাত্র ২৩ বছর। এর আগে ১৮ বছর বয়স থেকেই তিনি তার পিতা বিখ্যাত চলচ্চিত্র নির্মাতা ইয়াশ চোপরার সহকারী হিসেবে কাজ করছিলেন।

কাজল বলেন, নতুন পরিচালক আদির সঙ্গে কাজ করা আমার জন্য খুব সহজ ছিল। কারণ তাকে আমি অনেক আগে থেকেই চিনতাম। আমরা আসলেই খুব ভাল বন্ধু। ফলে আমরা যখন কাজ শুরু করি কাজটা খুব স্বাভাবিকভাবেই এগিয়েছে। আমরা সবাই খুব আনন্দ করেছি। একজন আরেকজনকে নিয়ে মজা করেছি। আমার জন্য সবচেয়ে মজার ছিল ইউরো রেলে চড়া। আমরা সবাই বাসে করে সারা সুইৎসারল্যান্ডে ঘুরে বেড়িয়েছি। এই ছবির শুটিং করতে গিয়ে আমরা সবাই দারুণ সময় কাটিয়েছি, বলেন তিনি।

আমার মনে আছে হিমশৈল ধরনের কোনো একটা জায়গায় আমরা শুটিং করছিলাম। সেখানে আমাকে কাপড় বদলাতে হবে। কৃষকের একটি গরুর শেডে গিয়ে আমাকে শাড়ি পরতে হয়েছিল। আমার পাশেই ছিল একটি গরু। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে আমি আসলেই সেখানে কাপড় বদলাচ্ছি। খুব দ্রুত শাড়ি পরে ফেললাম। বললাম আমি রেডি, শট দেওয়ার জন্য আমি রেডি। এই ছবিতে কাজলসহ আরো অনেকেরেই বয়স ছিল কুড়ির ঘরে।

কাজল জানান ইয়াশ চোপড়া এবং তার স্ত্রী শুটিং এর সময় তাদের ওপর সবসময় কড়া নজর রাখছিলেন। কারণ এই ছবির জন্য তিনি তার ছেলেকে সব অর্থ দিয়েছিলেন।

ডিডিএলজে ছবির গান, যেগুলোতে কাজল ঠোঁট মিলিয়েছেন, তাতে কণ্ঠ দিয়েছেন প্লে ব্যাক কুইন হিসেবে পরিচিত প্রয়াত লতা মঙ্গেশকার।

এই ছবির সবগুলো গান আমার খুব প্রিয়। এই গানগুলো সর্বকালের। আজকের দিনেও এগুলো আমার প্রিয় গান। তার পরেও আমি বলবো মেন্দি লাগাকে রাখ না আমার সবচেয়ে প্রিয়।

এই গানটি পরে ভারতে বিয়ের অনুষ্ঠানে খুবই পরিচিত একটি গান হয়ে উঠেছে।

ডিডিএলজে দশটি ফিল্মফেয়ার এওয়ার্ড জয় করেছে। এই ছবি দিয়েই রাতারাতি সুপারস্টার হয়ে ওঠেন কাজল, এসআরকে এবং আদিত্য চোপরা। কাজল বলেন, আমি আশা করবো লোকজন এখনও এই ছবি উপভোগ করুক, দেখুক এবং তাদের পারিবারিক ঐতিহ্যের অংশ করে তুলুক। এই ছবিটির প্রতি তাদের ভালবাসা অব্যাহত থাকুক। সারা বিশ্বে মুক্তিপ্রাপ্ত ডিডিএলজে সেসময় প্রায় দুই কোটি ডলার আয় করেছে যা ছিল ১৯৯৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবিগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ব্যবসাসফল সিনেমা।

গায়ানার স্কুল ছাত্রাবাসে অগ্নিকাণ্ডে অন্তত ২০ শিশু নিহত

গায়ানা ঃ সোমবার ভোরের দিকে গায়ানার একটি ছাত্রাবাসে আগুন ধরে যায়। ছাত্রাবাসটি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত। এর বেশিরভাগ শিক্ষার্থী আদিবাসী। আগুনে বোর্ডিং স্কুলটির ২০ জন শিক্ষার্থীর মৃত্যু এবং বেশ কয়েকজন আহত হয়েছে। কর্তৃপক্ষ একথা জানায়। প্রেসিডেন্ট ইরফান আলী বলেছেন, এটি একটি ভয়ংকর ঘটনা। এটি দুঃখজনক। এটি বেদনাদায়ক। তিনি জানান, তার সরকার শিশুদের যত্ন নেয়ার জন্য সম্ভাব্য সকল সংস্থান জোগাড় করছে।

সরকার এক বিবৃতিতে বলেছে, রাজধানী জর্জটাউনের প্রায় ২০০ মাইল (৩২০ কিলোমিটার) দক্ষিণে সোনা ও হীরার খনির এলাকার দক্ষিণপশ্চিম সীমান্ত শহর মাহদিয়ার একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস ভবনে মধ্যরাতের কিছু পরে আগুনের সূত্রপাত হয়।

সরকার জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডে কমপক্ষে ২০ জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে এবং আরও কয়েকজন আহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ছয়জনকে চিকিৎসার জন্য রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

ন্যাশনাল সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার জেরাল্ড গউভিয়া বলেন, স্কুলটি ১২ থেকে ১৮ বছর বয়সী বেশিরভাগ আদিবাসী বাচ্চাদেরকে শিক্ষা প্রদান করে।

তিনি বলেন, আগুনের কারণ কী হতে পারে তা অনুমান করার জন্য যথেষ্ট সময় এখনো পাওয়া যায়নি। তিনি আরও বলেন, এলাকায় ভারী বজ্রপাত অবস্থা আরও কঠিন করে তোলে।

আলী বলেন, কর্মকর্তারা বাবামায়ের সাথে যোগাযোগ করছেন এবং আগুনে ক্ষতিগ্রস্তদের দুর্ঘটনা মোকাবিলায় সহায়তা করার জন্য মনোবিজ্ঞানীদেরকে একত্রিত করছেন।

স্থানীয় সংবাদপত্র স্ট্যাবোক নিউজ জানিয়েছে, মেয়েদের একটি ডরমিটরিতে আগুন লেগেছিল।

বিরোধী আইনপ্রণেতা নাতাশা সিংলুইস একটি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের আহ্বান জানিয়েছেন।